ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-325 ■ 25 August, 2026 ■ আগরতলা ২৫ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ৭ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পুতিনের সঙ্গে জয়শঙ্করের বৈঠক

মস্কো, ২৪ আগস্ট (আইএএনএস)।। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সোমবার মস্কোয় সাক্ষাৎ করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি 'ব্যক্তিগত বার্তা' পুতিনের হাতে তুলে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন জয়শঙ্কর।

বৈঠকের পর এক্স-এ জয়শঙ্কর লেখেন, আজ মস্কোয় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আনন্দিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি ব্যক্তিগত বার্তা তাঁর হাতে তুলে দিয়েছি।

তিনি জানান, ভারত-রাশিয়া আন্তঃসরকারি কমিশনের ২৭তম বৈঠকে হওয়া আলোচনা সম্পর্কে পুতিনকে অবহিত করা হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়েও মতবিনিময় হয়।

ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী, বৈঠকে পুতিন বলেন, জয়শঙ্করের রাশিয়া সফর ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা সম্পর্কের গভীরতাকে তুলে ধরে। দুই দেশ প্রায় সব ক্ষেত্রেই একসঙ্গে কাজ করে চলেছে বলেও জানান তিনি।

পুতিন বলেন, সরকারি সম্পর্ক, সংসদীয় পর্যায়ে যোগাযোগ এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের সম্পর্ক এগিয়ে চলেছে। চলতি বছরে ভারত ও রাশিয়ার বাণিজ্যিক লেনদেনও বেড়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের উন্নয়নে ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। একই সঙ্গে মোদির প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে পুতিন বলেন, সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) বৈঠকের সময় খুব শিগগিরই তাঁর সঙ্গে দেখা করার আশা রয়েছে। চলতি বছরেই ফের তাঁদের সাক্ষাৎ হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।

পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে জয়শঙ্কর রাশিয়ার প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ডেনিস মান্তুরভের সঙ্গে ভারত-রাশিয়া আন্তঃসরকারি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্ত সমস্যা নিয়ে ভারত-চীনের আলোচনা চলবে ঃ বেজিং

বেজিং, ২৪ আগস্ট (আইএএনএস)।। ভারত ও চীন সীমান্ত সমস্যা নিয়ে 'গভীর আলোচনা' অব্যাহত রাখবে বলে জানাল বেজিং। দুই দেশের নেতাদের মধ্যে হওয়া ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলে সোমবার জানিয়েছেন চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র লিন জিয়ান।

মঙ্গলবার বেজিংয়ে ভারত-চীন সীমান্ত প্রশ্নে বিশেষ প্রতিনিধি পর্যায়ের ২৫তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তার আগে চিনের পক্ষ থেকে এই মন্তব্য করা হল। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল ইতিমধ্যেই চিনের বিদেশমন্ত্রী তথা কমিউনিস্ট পার্টি অব চায়নার কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর

সদস্য ওয়াং ই-এর আমন্ত্রণে দু'দিনের সফরে বেজিং পৌঁছেছেন।

নিয়মিত সাংবাদিক বৈঠকে লিন জিয়ান বলেন, ভারত-চীন সীমান্ত প্রশ্নে বিশেষ প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠক দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে আলোচনার প্রধান মাধ্যম। একই সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে যোগাযোগেরও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ।

তিনি জানান, গত বছরের আগস্টে দুই দেশ বিশেষ প্রতিনিধি পর্যায়ের ২৪তম বৈঠকে সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে খোলামেলা ও গভীর আলোচনা করেছিল। সেই বৈঠকে বেশ কয়েকটি বিষয়ে ঐকমত্যও তৈরি হয়েছিল।

লিন জিয়ান বলেন, এবারের বৈঠকে দুই দেশের নেতাদের মধ্যে হওয়া ঐকমত্যের ভিত্তিতে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে উভয় পক্ষ গভীর আলোচনা চালিয়ে যাবে। সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা যৌথভাবে বজায় রাখার চেষ্টা করা হবে।

সীমান্ত ইস্যুর পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নদীতে তলিয়ে যাওয়া শিশুর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৪ আগষ্ট ।। নদীর জলে তলিয়ে নিখোঁজ হওয়া আট বছরের শিশু আজমির ইসলামের মৃতদেহ দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার তল্লাশির পর উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে নবীনগর মুক্তর হোসেন পাড়া (বাজার পাড়া) সংলগ্ন নদী থেকে শিশুটির মৃতদেহ উদ্ধার করেন অগ্নিনির্বাপক দপ্তর ও এনডিআরএফের কর্মীরা। ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার দুপুরে বড় ভাইয়ের সঙ্গে নদীর ধারে খেলতে গিয়েছিল আজমির। খেলার সময় আচমকাই সে নদীর জলে তলিয়ে যায়। বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয়রা দ্রুত খবর দেন অগ্নিনির্বাপক দপ্তর ও এনডিআরএফকে।

খবর পেয়ে উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করে। দীর্ঘ ঘণ্টা ধরে নদীতে তল্লাশি চালানো হলেও রবিবার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধলাইয়ে পর্যালোচনা সভায়

প্রতিটি প্রকল্প রূপায়ণে গুণমান বজায় রাখার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগষ্ট ।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে আজ ধলাই জেলায় জেলাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পূর্ত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, সামাজিক ভাতা, সীমান্ত সুরক্ষা, আইন শৃঙ্খলা, বন, পানীয়জল সহ বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধলাই জেলায় জনকল্যাণে গৃহীত যে সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণের কাজ চলছে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

পাশাপাশি প্রতিটি প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে গুণগতমান যাতে বজায় থাকে সে বিষয়েও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে সচেষ্ট থাকতে হবে। তিনি বলেন, সরকারি সুযোগ সুবিধা যেন প্রান্তিক জনগণের কাছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এবং স্বচ্ছতার সাথে পৌঁছায় সে বিষয়ে জেলাস্তরের আধিকারিকদের নিয়মিত তদারকি করতে হবে। বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয় আরও বাড়াতে হবে।

পর্যালোচনা সভায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব, বিধায়ক চিত্তরঞ্জন দেববর্মা, বিধায়ক নন্দিতা রিয়াং, বিধায়ক পল দাংশু, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিব এবং রাজ্যস্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ ও ধলাই জেলার জেলাশাসক সহ আধিকারিকগণ। আজকের পর্যালোচনা সভার পরিপ্রেক্ষিতে দপ্তরগুলি যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তা আগামী তিন মাস পর পর্যালোচনা করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী সভায় জানান।

৫ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে মিছিলের ডাক সিজেপি'র

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (আইএএনএস)।। কেন্দ্র সরকার গত ২৫ জুলাই তরুণদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি, এই অভিযোগ তুলে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর রাজধানী দিল্লিতে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিলের ঘোষণা করল ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইন্ডিয়া গেট থেকে নতুন দিল্লি পুলিশ সদর দফতর পর্যন্ত এই মিছিল হবে।

দলের বিবৃতি অনুযায়ী, মৃত নিট পরীক্ষার্থীদের পরিবারের সদস্য এবং পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠা অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অভিযোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নেতৃত্বে এই মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পড়ুয়া ও তরুণরাও এতে অংশ নেবেন বলে দাবি করেছে সিজেপি।

সোমবার দলের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে কেন্দ্র এবং বিজেপি-এনডিএ শাসিত রাজ্যগুলিতে ২৫ জুলাই তরুণদের উদ্দেশে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, তা নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। দলের অভিযোগ, এক মাস কেটে গেলেও প্রতিশ্রুতিগুলি কার্যকর করার বদলে সরকার বিষয়টি বিলম্বিত করছে এবং স্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া এড়িয়ে যাচ্ছে।

সিজেপি-র দাবি, ১৮ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের শুনানির সময় আদালত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নথিভুক্ত এফআইআরগুলির তালিকা চেয়েছিল, যাতে সেগুলি সম্মিলিতভাবে বাতিল করার বিষয়টি বিবেচনা করা যায়। কিন্তু কেন্দ্র এ বিষয়ে স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেয়নি বলেও অভিযোগ করেছে দলটি। একই সঙ্গে সিজেপি-কে সরকারের লিখিত আশ্বাস এখনও পাওয়া যায়নি বলে জানানো হয়েছে।

দলের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সরকারের প্রতি তাদের ধৈর্যকে দুর্বলতা হিসেবে দেখা উচিত নয়। প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে আন্দোলন আরও জোরদার করার ইঙ্গিতও দিয়েছে তারা।

সিজেপি জানিয়েছে, ২৫ জুলাই একটি যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে প্রকাশ্যে তরুণদের কাছে একাধিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সেই আশ্বাসের ভিত্তিতেই তারা সদিচ্ছার সঙ্গে দেশব্যাপী যুব আন্দোলন প্রত্যাহার করেছিল। দলের অভিযোগ, সরকার এখন সেই প্রতিশ্রুতি থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে, যা জেন-জি এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এখন পর্যন্ত ৫১ জন কুখ্যাত অপরাধীকে দেশ ফেরানো হয়েছে ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (আইএএনএস)।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'নিরাপদ ও সুরক্ষিত ভারত'-এর লক্ষ্যে ২০২৬ সালে এখনও পর্যন্ত ৫১ জন কুখ্যাত অপরাধীকে বিদেশ থেকে ভারতে ফেরানো হয়েছে বলে জানাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় পলাতক তিন ভারতীয় গ্যাংস্টারকে গ্রেপ্তার করে ভারতে এনে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার পর সোমবার এই তথ্য জানানো হয়েছে।

পাঞ্জাব পুলিশ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় করে ১৯ আগস্ট মালয়েশিয়া থেকে ডেভিন্দর বামবিহা গ্যাংয়ের তিন সদস্যকে ভারতে ফেরাতে সক্ষম হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দফতর তাদের এক্স হ্যান্ডেলে জানায়, ভারতীয় সংস্থাগুলি মালয়েশিয়ায় পলাতক তিন ভারতীয় গ্যাংস্টারকে গ্রেপ্তার করিয়ে ভারতে প্রত্যর্পণ করেছে এবং তাঁদের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

ফেরানো তিন অভিযুক্ত হলেন জসপ্রিত সিং, অজয় সিং এবং পাওনদীপ সিং। তাঁরা বামবিহা গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ। তাঁদের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, সীমান্তপারের অস্ত্র ও মাদক পাচার এবং লুধিয়ানায় একটি ব্যর্থ গ্রেনেড হামলার মতো একাধিক অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দফতর জানিয়েছে, "প্রধানমন্ত্রী মোদির নিরাপদ ও সুরক্ষিত ভারতের ভাবনার অধীনে আমাদের সংস্থাগুলি ২০২৬ সালেই ৫১ জন কুখ্যাত অপরাধীর প্রত্যর্পণ নিশ্চিত করেছে।"

এর আগে কেন্দ্র জানিয়েছিল, ২০১৯ সাল থেকে ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত ৩৬টি দেশ থেকে মোট ২৭৪ জন পলাতক অপরাধীকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। বিদেশে থেকে ভারতীয় আইনের হাত এড়িয়ে যাওয়া অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া আরও জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সরকার।

কেন্দ্রের দাবি, শক্তিশালী আইনি ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, একাধিক সংস্থার মধ্যে সমন্বিত পদক্ষেপ এবং প্রযুক্তিনির্ভর তদন্তের মাধ্যমে এই সাফল্য এসেছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নির্দেশনায় এই উদ্যোগ এগিয়ে চলেছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আগের সরকারগুলির পলাতক অপরাধীদের দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ছিল। মোদি সরকার প্রত্যর্পণকে 'জাতীয় অগ্রাধিকার'-এ পরিণত করেছে। অমিত শাহের মতে, পলাতক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্রামগঞ্জ আরডি অফিসে হামলা গাড়ি ভাঙচুর আহত জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ২৪ আগষ্ট ।। বিশ্রামগঞ্জ আরডি অফিস চত্বরে হামলা, সরকারি গাড়ি ভাঙচুর এবং কর্তব্যরত টিএসআর জওয়ান আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের পাশাপাশি অফিস চত্বরে কিছু সময়ের জন্য আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়।

জানা গেছে, একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আচমকাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিশ্রামগঞ্জ আরডি অফিস চত্বর। অভিযোগ, উত্তেজিত একাংশ অফিসে হামলা চালানোর পাশাপাশি সেখানে থাকা একটি গাড়িতে ভাঙচুর চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসা কর্তব্যরত টিএসআর জওয়ানও হামলার শিকার হন বলে অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মীরা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যাসাগর সিপিএম কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুর, প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগষ্ট ।। আগরতলা শহরের বিদ্যাসাগর বাজার এলাকায় সিপিআইএম কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের তীর বিজেপির একটি মিছিলের দিকে।

জানা গেছে, সোমবার সন্ধ্যায় আগরতলা বিদ্যাসাগর বাজার এলাকায় বিজেপির একটি মিছিল চলাকালীন সেটি সিপিআইএম কার্যালয়ের সামনে পৌঁছায়। অভিযোগ, মিছিলটি পরবর্তীতে কার্যালয়ের ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং সেখানে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। ভেঙে ফেলা হয় পার্টি অফিসের ভেতরের বিভিন্ন আসবাবপত্র সহ চেয়ার টেবিল।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। সিপিআইএমের পক্ষ থেকে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, যানজট নিয়ে স্থায়ী সমাধানের দাবি প্রদেশ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগষ্ট ।। রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান এবং নগর যানজট নিয়ে ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলল প্রদেশ কংগ্রেস। সোমবার এক প্রেস বিবৃতিতে সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে দলটির দাবি, প্রচার নয়, রাজ্যের বাস্তব সমস্যার স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন।

প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে সম্প্রতি বর্ধিত বিদ্যুৎ শুল্কের ১০০ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়ার সরকারি ঘোষণার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। কংগ্রেসের প্রশ্ন, তিন মাস অন্তর ভর্তুকি দেওয়ার প্রয়োজন কেন এবং ফুয়েল চার্জ, ফিক্সড চার্জ ও সাভ্রিজ চার্জও এই ভর্তুকির আওতায় আসবে কি না। পাশাপাশি অস্বাভাবিক হারে বিদ্যুৎ শুল্ক বৃদ্ধি এবং প্রিপেড ও স্মার্ট মিটারে বাড়তি শুল্কের বিষয়েও সরকারকে স্পষ্ট অবস্থান জানানোর দাবি জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে ফিডকো সংক্রান্ত আর্থিক বিষয়েও সরকারের কাছে হিসাব চেয়েছে কংগ্রেস। তাদের দাবি, প্রায় ১৫০ কোটি টাকা নিয়ে ফিডকো চলে যাওয়ার পর সরকার যে অর্থ উদ্ধার করেছে, তার মধ্যে মাত্র ১০ কোটি টাকা আর্নেস্ট মানি হিসেবে রয়েছে। বাকি অর্থের কী হয়েছে এবং ঘোষিত ভর্তুকির অর্থ শেষ পর্যন্ত কোথা থেকে আসবে, তা স্পষ্ট করার দাবি জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়েও সরকারের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে পুকুর থেকে উদ্ধার দুই ব্যক্তির মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগষ্ট ।। নিখোঁজ হওয়ার একদিনের মধ্যেই পুকুর থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কুমারঘাটের পণ্ডিত দীনদয়াল সরণী এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম উত্তম চৌধুরী (৫২)। তাঁর স্থায়ী বাড়ি সাব্রুমের মানিকগড় এলাকায় হলেও তিনি দীর্ঘদিন ধরে কুমারঘাটে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বসবাস করতেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, উত্তম চৌধুরী গতকাল একটি জমিতে ধান কাটার কাজে গিয়েছিলেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসির নিয়োগ নিয়ে সরব জিএমপি

বিজেপি ও মথার মধ্যে চলছে সমঝোতার রাজনীতি ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগষ্ট ।। এডিসিতে বেআইনি নিয়োগ বাতিল, স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণ এবং ১২৫তম সংবিধান সংশোধনী বিল দ্রুত পাসের দাবিতে রাজধানীতে অবস্থান বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ মাঠ সংলগ্ন এলাকায় জিএমপি ও টিএসইউ-এর উদ্যোগে এই অবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে সংগঠনের সদস্য ও সমর্থকরা অংশ নিয়ে তাঁদের বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, এডিসিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা হচ্ছে না। তাঁদের দাবি, যেসব নিয়োগকে তাঁরা বেআইনি বলে দাবি করছেন, সেগুলি বাতিল করে অবিলম্বে শূন্যপদগুলিতে স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ করতে হবে।

বিক্ষোভকারীরা আরও দাবি জানান, এডিসির প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করতে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা শূন্যপদ দ্রুত পূরণ করা প্রয়োজন। তাঁদের বক্তব্য, গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি দীর্ঘ সময় ধরে শূন্য থাকলে প্রশাসনিক কাজের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। তাই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাওড়ার জলস্তর বৃদ্ধি, প্রশাসনের সতর্কবার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগষ্ট ।। টানা বৃষ্টির জেরে হাওড়া নদীর জলস্তর ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল, তবে বর্তমানে কমছে জলস্তর। আগরতলার জহর ব্রিজ, বটতলা গেজ স্টেশনের পরিমাপ অনুযায়ী আজ রাত ৯টায় হাওড়া নদীর জলস্তর দাঁড়িয়েছে ০৯.৩০ মিটার।

রাত ৯টায় জলস্তর ০৯.৩০ মিটার

জানা গেছে, হাওড়া নদীর সতর্কতা স্তর ৯.৮৬ মিটার, ক্রিটিক্যাল লেভেল ১০.৭২ মিটার, বিপদসীমা ১১.২২ মিটার এবং চরম বিপদসীমা ১১.৭২ মিটার।

ফলে বর্তমানে নদীর জলস্তর সতর্কতা স্তরের বেশ উপরে এবং ক্রিটিক্যাল লেভেলের কাছাকাছি রয়েছে।

প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, হাওড়া নদীতে এর আগে ২২ আগস্ট ২০২৪ সালে সর্বোচ্চ বন্যার জলস্তর ১২.০৫ মিটার রেকর্ড করা হয়েছিল। বর্তমান জলস্তর পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও দপ্তরগুলি।

শিক্ষক সংকটে জাতীয় সড়ক অবরোধ পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পেচারথল, ২৪ আগষ্ট ।। শিক্ষক সংকটের প্রতিবাদে ফের রাস্তায় নামল পেঁচারথলের ছাত্রছাত্রীরা। সোমবার সকালে পেঁচারথলের নবীনচড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংকটের অবসান এবং দ্রুত পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে আসাম-আগরতলা ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় পড়ুয়ারা।

এদিন হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে জাতীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ২৫ আগস্ট, ২০২৬ ইং
৭ ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

দ্বিগুণ শূন্যপদ, বাড়িতেছে বেকারের সংখ্যা

এক দশকে কেন্দ্রের চাকরিতে দ্বিগুণ শূন্যপদ, বাড়িতেছে বেকারের সংখ্যা, আরটিআই-তে প্রকাশ্যে তথ্য। ২০১৫ সালের ৪.২১ লক্ষ থেকে বাড়িয়া ২০২৪ সালে ৮.২৪ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে শূন্যপদ। এই সময়ে মোট অনুমোদিত পদের অনুপাতে শূন্যপদের হার ১১.৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়া হইয়াছে ২১ শতাংশ।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের রিপোর্টে দাবি, দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী। বলা বাহুল্য, দিল্লি বা ঝাড়খণ্ডের জেন জি-দের আন্দোলনের শিকড় এই বেকারত্বই। অথচ সেই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে শূন্য পদের সংখ্যা ৮.২৩ লক্ষ। কর্মজগতের এই ভারসাম্যহীনতা প্রকাশ্যে আসিয়াছে তথ্যের অধিকার আইনে। গত এক দশকে কেন্দ্রীয় সরকারে শূন্য পদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়ায়েছে। ২০১৫ সালের ৪.২১ লক্ষ থেকে বাড়িয়া ২০২৪ সালে ৮.২৪ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। এই সময়ে মোট অনুমোদিত পদের অনুপাতে শূন্য পদের হার ১১.৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়া ২১ শতাংশ হইয়াছে। শূন্য পদের এই বন্যা রেল, স্বরাষ্ট্র দপ্তর, প্রতিরক্ষা (অসামরিক) দপ্তর থেকে শুরু করিয়া রাষ্ট্রপতির সচিবালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পর্যন্ত বিস্তৃত। আট লক্ষ বিরাট সংখ্যা হইলেও এর মধ্যে নাই রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাঙ্ক বা রাষ্ট্রীয় সাহায্যে চলা সংস্থাগুলি।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৩৯,৩২, ২১২টি। ২০২৪ সালের ১ মার্চের রিপোর্ট বলিতেছে, কেন্দ্রের কর্মীর সংখ্যা ৩০,৯৯,৫৫৬ জন। অর্থাৎ কিনা মোট শূন্য পদ৮,২৩,৬৫৬টি। তথ্যের অধিকার আইনে মামলাকারী সমাজকর্মী চন্দ্রশেখর গৌরের বক্তব্য, সরকারি পরিসংখ্যানই বলিতেছে, সরকারি চাকরিতে প্রতি পাঁচটি পদের মধ্যে অন্তত একটি পদ কর্মীশূন্য। চন্দ্রশেখরের বক্তব্য, “এই পরিসংখ্যান উদ্বেগজনক। সরকারি চাকরি যুবকদের অধিকার। সরকারের উচিত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়া এবং ‘মিশন মোড’-এ এই শূন্যপদগুলি পূরণের প্রক্রিয়া শুরু করা। এর ফলে তরুণরা যেমন কর্মসংস্থান পাইবে, তেমনি দাপ্তরিক কর্মদক্ষতাও বৃদ্ধি পাইবে।”

আরটিআই-এ সামনে আসিয়াছে প্রশাসনের শীর্ষ স্তরেও গুরুত্বপূর্ণ পদ খালি পড়িয়া রহিয়াছে। রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসা সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে অনুমোদিত পদের সংখ্যা যেখানে ৮০৩টি, সেখানে কর্মরত ৫১৬ জন। অর্থাৎ ২৮৭টি পদ বা অনুমোদিত পদের ৩৫.৭৪ শতাংশই শূন্য। একইভাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুমোদিত ৪৪১টি পদের বিপরীতে কর্মরত মাত্র ৩১৫ জন কর্মী। ১২৬টি পদ বা ২৮.৫৭ শতাংশ পদ খালি। অর্থাৎ, সরকারি পরিসংখ্যানই বলিতেছে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে অনুমোদিত পদের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক-চতুর্থাংশেরও বেশি পদ শূন্য।

দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা দপ্তরেই শূন্যপদ সবচেয়ে বেশি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেসামরিক বিভাগে অনুমোদিত পদের সংখ্যা যেখানে ৫,৫৬,২৪৮, সেখানে কর্মরত ৩,১৪,০০৫ জন। অর্থাৎ শূন্যপদের সংখ্যা ২,৪২,২৪৩। সংখ্যাটা বিপুল। প্রায় ৪৩.৫ শতাংশ। (এই পরিসংখ্যান শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা বিভাগের বেসামরিক কর্মীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এর সঙ্গে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী বা বিমানবাহিনীর কোনও যোগ নেই।২০০০ সালে শিক্ষিত যুবকদের ৫৪ শতাংশ ছিলেন কর্মহীন। ২০২২ সাল পর্যন্ত তাহা বাড়িয়া হইয়াছে ৬৬ শতাংশ।

পৃথিবীর অন্যমত বৃহত্তম রেল পরিষেবা দেয় ভারতীয় রেল। স্বভাবতই এর কর্মী সংখ্যাও বিপুল। কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে অন্যতম বৃহত্তম নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানেও বিপুল শূন্যপদ রহিয়ায়েছে। যেখানে ১৪, ৭৯,৭০১টি পদের বিপরীতে কর্মীর সংখ্যা ১২,৩৯,৫৭৬ জন। অর্থাৎ ২,৪০,১২৫টি পদ শূন্য পড়ে রহিয়াছে। আরটিআই তথ্য বলিতেছে, কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে মোট শূন্য পদের প্রায় ৩০ শতাংশই রেলওয়েতে।

মারাত্মক অভিযোগ! পেপসি, কোক থেকে নেসলের মতো ব্র্যান্ডকে ১৫০ নোটিস খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার

মারাত্মক অভিযোগ! পেপসি, কোক থেকে নেসলের মতো ব্র্যান্ডকে ১৫০ নোটিস খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার

এই তথ্য উদ্বেগজনক। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের ২০২৪ সালেরই রিপোর্টে জানা গিয়েছিল, দেশে কর্মহীনদের মধ্যে ৮৩ শতাংশই যুবসমাজ। ওই রিপোর্টে দেখা গিয়েছিল, কর্মহীনদের মধ্যে শিক্ষিত যুবসমাজের সংখ্যা হু-হু করে বেড়েছে। ২০০০ সালে শিক্ষিত যুবকদের ৫৪ শতাংশ ছিলেন কর্মহীন। ২০২২ সাল পর্যন্ত তাহা বাড়িঢয়া হইয়াছে ৬৬ শতাংশ। গত চার বছরে যাহা আরও বাড়িয়াছে বৈ কমেনি। এই পরিস্থিতির মধ্যে নিট প্রশ্নফাঁস বা নেট প্রশ্নপত্রে ভুল থাকার মতো ঘটনা আগুনে ঘৃতাহুতির সমান। বিশ্লেষকদের বক্তব্য, অবিলম্বে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষার সংখ্যা বাড়াইতে হইবে। তাহা হইলে প্রশাসনিক দক্ষতা যেমন বাড়িবে, তেমনই বেকারত্বের গ্লানি থেকে মুক্ত হইবে দেশের যুবসমাজ।

দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা দপ্তরেই শূন্যপদ সবচেয়ে বেশি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেসামরিক বিভাগে অনুমোদিত পদের সংখ্যা যেখানে ৫,৫৬,২৪৮, সেখানে কর্মরত ৩,১৪,০০৫ জন। অর্থাৎ শূন্যপদের সংখ্যা ২,৪২,২৪৩। বলা বাহুল্য, সংখ্যাটা বিপুল। প্রায় ৪৩.৫ শতাংশ। ২০০০ সালে শিক্ষিত যুবকদের ৫৪ শতাংশ ছিলেন কর্মহীন। ২০২২ সাল পর্যন্ত তা বেড়ে হয়েছে ৬৬ শতাংশ।

পৃথিবীর অন্যমত বৃহত্তম রেল পরিষেবা দেয় ভারতীয় রেল। স্বভাবতই এর কর্মী সংখ্যাও বিপুল। কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে অন্যতম বৃহত্তম নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানেও বিপুল শূন্যপদ রয়েছে। যেখানে ১৪,৭৯, ৭০১টি পদের বিপরীতে কর্মীর সংখ্যা ১২,৩৯,৫৭৬ জন। অর্থাৎ ২, ৪০,১২৫টি পদ শূন্য পড়ে রয়েছে। আরটিআই তথ্য বলছে, কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে মোট শূন্য পদের প্রায় ৩০ শতাংশই রেলওয়েতে।

কেন জিন্নাহর স্বাস্থ্যকে “ভারতের গোপনতম রহস্য” বলে মনে করা হতো ?

ওয়াকার মুস্তফা

ফুসফুসের উপর পিং-পং বলের চেয়ে বড় দুটি কালো বৃত্ত, চারপাশে সাদা গোল গোল দাগ। এগুলো থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে যক্ষ্মা ফুসফুসকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করে দিচ্ছে। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলি জিন্নাহর ফুসফুসের এক্স-রে ছিল সেটি।

ল্যারি কলিন্স এবং ডমিনিক ল্যাপিয়ের তাদের “ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট” বইতে লিখেছেন যে, ১৯৪৬ সালের জুন মাসে তৎকালীন বোম্বের দুই চিকিৎসক - ড. ল রতনজি প্যাটেল এবং রেডিওলজিস্ট ড. জল ডেবু - এই এক্স-রে থেকেই বুঝতে পারেন যে, রোগটি এতটাই ছড়িয়ে গিয়েছিল যে মি. জিন্নাহ হয়তো আর মাত্র এক বা দুই বছর বাঁচবেন।

কিন্তু মি. জিন্নাহর নির্দেশে ওই দুই ডাক্তার বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির ৭৯ বছর পর, এই দুই পার্সি ডাক্তারকে ‘নীরব থেকে গোপনীয়তা বজায় রেখে অসাধারণ সেবা’ করার স্বীকৃতি স্বরূপ সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার “নিশান-ই-কায়েদ-ই-আজম”-এর জন্য মনোনীত করা হয়েছে।

পাকিস্তানের পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং পুরস্কার কমিটির চেয়ারম্যান আহসান ইকবাল এক বিবৃতিতে লিখেছেন যে, ‘এটি এমন একটি গোপন বিষয় ছিল, যাকে অনেক ঐতিহাসিক বিংশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং ইতিহাস সৃষ্টিকারী গোপন তথ্য বলে মনে করেন।’

‘মি. জিন্নাহর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং ব্রিটিশ শাসকরা যদি তার অসুস্থতার কথা জানতে পারতেন, তাহলে হয়তো ভারতের বিভাজন বিলম্বিত হতো এবং পাকিস্তান সৃষ্টিও বিপন্ন হতে পারত।’

জিন্নাহ-র শারীরিক অবস্থার অবনতি মি. জিন্নাহর স্বাস্থ্য ক্রমশ ভেঙে পড়া ও তার শরীরের উপর প্রচণ্ড চাপ বিশ্বের দৃষ্টি থেকে আড়ালে ছিল। আকবর আহমেদ তার “জিন্নাহ, পাকিস্তান অ্যান্ড ইসলামিক আইডেন্টিটি: ইন সার্চ অফ সালাদিন” বইতে লিখেছেন যে, ‘জিন্নাহর সুন্দর পোশাক এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব এই সত্যটি আড়াল করে রেখেছিল যে তার শারীরিক স্বাস্থ্য ভালো ছিল না।’

‘১৯৩৮ সাল থেকে তিনি তার স্নায়ু এবং শারীরিক শক্তির উপর প্রচণ্ড চাপের কথা বলে আসছিলেন। এরপর তিনি প্রায়েই অসুস্থ হতে শুরু করেন, তবে তার এই অসুস্থতার কথা গোপন রাখা হয়েছিল।’ লেখক হেক্টর বলিথো ১৯৫২ সালের মে মাসে বোম্বেতে ড. প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করেন।

হেক্টর বলিথো তার “জিন্নাহ ক্রিয়েটর অফ পাকিস্তান” বইতে লিখেছেন যে, ড. প্যাটেল তাকে বলেছিলেন যে, ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে যখন তিনি মি. জিন্নাহকে পরীক্ষা করেন, তখন তার রক্তচাপ ছিল প্রায় ৯০।

‘সেই সময় তিনি পূর্ণ উদ্যমে কাজ করছিলেন কিন্তু খুব শীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন এবং বুকে ব্যথা ও কাশির কথাও বলছিলেন। তার ফুসফুসের নিচের অংশে নিউমোনিয়ার লক্ষণও ছিল যা তখনও পুরোপুরি সেরে যায়নি।

ডক্টর প্যাটেল বললেন, ‘আমি তাকে ক্যালশিয়াম ভ্যাক্সিন, পুষ্টিকর ওষুধ আর শর্ট-ওয়েভ ডায়াথার্মি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলাম। কাশিটা থেমে যায় এবং তিনি বিশ্রামের জন্য পাহাড়ে চলে গেলেন। তিনি ফিরে আসার পর দেখা গেল ততদিনে তার ওজন ১৮ পাউন্ড বেড়ে গেছে। খবরটা সংবাদপত্রে ছাপা হলো এবং তার সঙ্গে আমার নামও প্রকাশ্যে চলে এলো। আমি মি. জিন্নাহর কাছে গিয়ে বললাম, “কোন এক নির্বোধ এই খবরটা সংবাদপত্রকে দিয়েছে।” তিনি জবাব দিলেন যে, তিনি পণ্ডশ্রম করছেন। যে লোক আমাকে এত সেবা করল, তাকে আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত।’

রোগটা বেড়েই চলল আকবর আহমেদের মতে, ১৯৪৫ সালের প্রথম ছয় মাসের বেশিরভাগ সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন। ‘ইসফাহানি কালেকশনে থাকা সেই বছরের নয়ই অক্টোবরের একটি চিঠি অনুসারে, তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, চাপ এতটাই বেশি যে আমি তা আর সহ্য করতে পারছি না।’

‘তার চিকিৎসক, ড. জল প্যাটেল এবং ড. দিনশা মেহতা তাকে বিশ্রাম নিতে এবং কিছুটা কিছুটা থিতু হওয়ার কথা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু একদিকে পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে, অন্যদিকে মি. জিন্নাহর হাতে সময়ও কমে আসছিল।

ল্যারি কলিন্স এবং ডমিনিক ল্যাপিয়ের লিখেছেন যে, দুর্বল ফুসফুসের কারণে মি. জিন্নাহ সারাজীবন ভুগেছেন। ’১৯৪৬ সালের মে মাসের শেষ দিনগুলিতে, মুসলিম লীগের এই নেতা শিমলায় আবারও ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত হন। মি. জিন্নাহর খুব কাছের বোন মিজ. ফাতিমা তাকে ট্রেনে করে বোম্বে নিয়ে আসেন, কিন্তু যাত্রাকালে তার অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। মিজ. ফাতিমা সঙ্গে সঙ্গে ড. প্যাটেলকে ফোন করেন, যিনি শুনেই বুঝতে পারেন যে তার রোগীর অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর।’ ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে যখন মি. কলিন্স ও মি. ল্যাপিয়ের তাদের বইয়ের জন্য গবেষণা করছিলেন, তখন ড. প্যাটেল তাদের মি. জিন্নাহর গোপন মেডিকেল ফাইলটি দেখান, যেখানে কেবল “এম এ জিন্নাহ” লেখা ছিল। ততদিনে মি. জিন্নাহর রেডিওলজিস্ট ড. জল ডেবু মারা গিয়েছিলেন। তাই ল্যারি কলিন্স তার মেয়ে মিজ. হোমির সঙ্গে যোগাযোগ করেন, যিনি তার বাবার ক্লিনিকে কাজ করতেন। মিজ. হোমিও ড. প্যাটেলের মতোই একই তথ্য দেন। প্যাটেল এবং ডেবু সিদ্ধান্ত নেন যে রোগটি একটি নিরাময়-অযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, অর্থাৎ সারিয়ে তোলার আর কোনো উপায় নেই। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত তাদের বই “ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট”-এ মি. ল্যারি এবং মি. ডমিনিক সর্বপ্রথম এই গোপন তথ্যটি বিশ্বের সামনে প্রকাশ করেন। বই অনুসারে, ড. প্যাটেল মি. জিন্নাহকে সতর্ক করেছিলেন যে, বোম্বে রেলস্টেশনে তাকে স্বাগত জানাতে আসা জনতার মুখোমুখি হওয়ার চেষ্টা করলে তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে পারেন। বইতে উল্লেখ আছে, ’ মি. প্যাটেল তাকে শহরতলির স্টেশন থেকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই প্যাটেল এমন এক সত্য আবিষ্কার করেন, যা পরবর্তীকালে ভারতের গোপনতম রহস্য হয়ে ওঠে।’

দুঃখের সঙ্গে মি. প্যাটেল তার বন্ধু ও রোগীকে এই মারাত্মক অসুস্থতার কথা জানান। ’তিনি মি. জিন্নাহকে বলেছিলেন যে তার শারীরিক শক্তির সীমা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। যদি তিনি কাজের চাপ না কমান, নিয়মিত বিরতি না নেন, বিশ্রাম না নেন, ধূমপান ত্যাগ না করেন এবং শরীরের ওপর থেকে চাপ না কমান, তবে তিনি এক বা দুই বছরের বেশি বাঁচবেন না।’

ড. প্যাটেলের মতে, এই দুঃসংবাদ শুনে মি. জিন্নাহর মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা যায়নি।

‘তার ফ্যাকাশে মুখে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আসেনি। তিনি ড. প্যাটেলকে সরাসরি বলে দিলেন যে, স্যানেটোরিয়ামের বিছানায় শুয়ে পড়ার জন্য সারাজীবনের সংগ্রাম ত্যাগ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।’

‘কবর ছাড়া আর কিছুই তাকে তার কাজ থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। মি. জিন্নাহর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল ইতিহাসের এই সংকটময় মুহূর্তে ভারতের মুসলমানদের নেতৃত্ব দেওয়া।’ মি. জিন্নাহ জানতেন যে তার বিরোধীরা যদি জানতে পারে তিনি মৃত্যুপথযাত্রী, তবে তাদের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিই বদলে যেতে পারে। তারা হয়তো মি. জিন্নাহর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করবে এবং তারপর মুসলিম লীগে তার জায়গায় কোনো “নমনীয়” নেতাকে বসানোর চেষ্টা করবে।

“ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট”-এ লেখা হয়েছে যে, ড. প্যাটেলের কাছ থেকে প্রতি দুই সপ্তাহে গোপনে ইনজেকশন নেওয়ার পর মি. জিন্নাহ কাজে ফিরে যান।

‘তিনি তার চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলার কোনো চেষ্টা করেননি। অসাধারণ সাহস ও উদ্দীপনা নিয়ে মি. জিন্নাহ তার আজীবনের লক্ষ্যে অবিচল থাকেন।’ আকবর আহমেদের মতে, পাকিস্তান গঠিত হওয়ার সময়ে মি. জিন্নাহর স্বাস্থ্য গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

‘তিনি যক্ষ্মায় ভুগছিলেন। প্রতিদিন তার প্রিয় ব্যান্ড “ক্রেয়ন এ” সিগারেট দিনে ৫০টি করে খাওয়া এবং কঠোর পরিশ্রমের প্রভাব তার স্বাস্থ্যের ওপর পড়ছিল।’

১৯৪৭ সালের ৩১শে জুলাই পাকিস্তান তৈরি হওয়ার দু’সপ্তাহ আগে মি. জিন্নাহ বোম্বের আরামবাগে তার স্ত্রী রতনবাই (রতি)-র কবরস্থানে যান। তিনি জানতেন যে তিনি হয়তো আর বোম্বেতে কোনওদিন ফিরতে পারবেন না। পাকিস্তান আলাদা দেশ তৈরি হওয়ার পর জিন্নাহ আবার খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তবে তার দৈনন্দিন জীবনে বেশ কিছু পরিবর্তন আসে। “আমি খুব ক্লান্ত” হেক্টর বলিথো লিখেছেন, ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর দীর্ঘদিনের পার্সি বন্ধু জামশেদ নাসরওয়ানজি পাকিস্তানের রাজধানী করাচির গভর্নমেন্ট হাউসের বাগানে একটি বেঞ্চের কাছে অর্ধ-নিদ্রিত অবস্থায় জিন্নাহকে দেখতে পান।

মি. জিন্নাহ চোখ খুলে বললেন, ‘আমি খুব ক্লান্ত, জামশেদ, খুব ক্লান্ত।’ বলিথোর মতে, পাকিস্তান সৃষ্টির আগে তিনি সবসময় এতটাই ব্যস্ত থাকতেন যে বাইরে বসে এভাবে ঝিমিয়ে পড়ার কথা কল্পনা করাও তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। ’কিন্তু এই সময়ে তিনি মাঝে মাঝে বাগানে বসে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ ভাবতেন এবং তারপর অল্প সময়ের জন্য ঘুমিয়ে নিতেন। কখনও কখনও, বাগানে হাঁটার সময়, তিনি ঝুঁকে একটি ফুল তুলে তার কোটে সাজাতেন।’

বলিথোর মতে, ফেব্রুয়ারির এক সকালে, “দ্য স্টেটসম্যান”-এর প্রাক্তন সম্পাদক ইয়ান স্টিফেনস মি. জিন্নাহর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি পরে লিখেছিলেন যে, “সেই সময় কেউ বুঝতে পারেনি যে পাকিস্তানের স্থপতি মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। তার ফুসফুস যক্ষ্মায় মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়েছিল যে ব্যাপারে কেউ জানত না এবং কয়েক মাস পরে যা তার জীবন কেড়ে নেয়।”

সাক্ষাৎ শেষে মি. জিন্নাহ বলেছিলেন, ‘লোকেরা বলে যে আমি অসুস্থ ছিলাম। আমি অসুস্থ ছিলাম না। আমি শুধু ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আমি আর তরুণ নই, আমার অনেক দায়িত্ব আছে... তাই যখন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি, আমি বিশ্রাম নিই। আমি আমার ডাক্তারদের চলে যেতে বলি। আমি চাই না তারা অকারণে আমার চারপাশে ঘোরাঘুরি করুক।’ বোলিথোর মতে, সাড়ে তিন বছর আগে বোম্বের ডাক্তারদের দেওয়া উদ্বেগজনক তথ্য মি. জিন্নাহ নিজের মধ্যেই গোপন রেখেছিলেন। ১৯৪৮ সালের জুলাই মাস নাগাদ মি. জিন্নাহর দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের রোগ আরও বেড়ে গিয়েছিল। তাই মি. জিন্নাহকে বেলুচিস্তানের একটি প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকা ঘোরাতে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে বাতাসের ঘনত্ব কম। কিন্তু বেড়াতে গিয়েও মি. জিন্নাহর অবস্থার উন্নতি হয়নি। মি. জিন্নাহর রক্ত পরীক্ষা এবং বুকের এক্স-রে বিস্তারিত পর্যালোচনার পর তার চিকিৎসক এলাহি বখশ নিশ্চিত হন যে, তার দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের রোগটি আর সারবে না। সম্ভবত সেই দিনগুলোতে মি. জিন্নাহর কিছু বন্ধু তার চিকিৎসা করার চেষ্টা করছিলেন।

অজানা ফোন কল তার “টিউবারকুলোসিস: দ্য গ্রেটেস্ট স্টোরি নেভার টোল্ড”-বইতে চিকিৎসক ও লেখক ড. ফ্র্যাঙ্ক রায়ান লিখেছেন, ‘ওয়াশিংটন ডিসি-তে অবস্থিত পাকিস্তানি দূতাবাস থেকে আমি কয়েকটি রহস্যময় ফোন কল পাই। তারা বলেন, আমাকে জরুরি ভিত্তিতে পাকিস্তানের করাচিতে যেতে হবে একজন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করার জন্য, যার নাম ও শারীরিক অবস্থার কথা আমাকে জানানো হয়নি।’ ‘আমি চেষ্টা করেও সমস্যাটি কী তা জানতে পারিনি। কয়েকদিন পর ফোনে আমাকে জানানো হয় যে আমার পরিষেবার আর প্রয়োজন নেই, কারণ রোগীটি মারা গেছেন।’ মি. ফ্র্যাঙ্ক লিখেছিলেন, ‘আমি সান ফ্রান্সিসকোতে চলে যাওয়ার দুই বা তিন বছর পর একজন ডাক্তার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।’ ‘তিনি বললেন যে এই ফোন কলগুলো তারই করা এবং রোগীটি স্বয়ং মি. জিন্নাহ ছাড়া আর কেউ নন।’ ‘তিনি ছিলেন মি. জিন্নাহর ব্যক্তিগত চিকিৎসক। এটা জানার পরেই গোপনীয়তার কারণ স্পষ্ট হয়ে যায়। এই ডাক্তার কয়েক বছর আগে পাস্তুর ইনস্টিটিউটে আমার বক্তৃতা শুনেছিলেন এবং আমার কিছু প্রকাশনাও পড়েছিলেন’, বলে বইতে উল্লেখ রয়েছে।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের যক্ষ্মায় ভুগছিলেন, যা ১৯৪৬ সালের জুন মাসে প্রথম শনাক্ত করেন তাঁর চিকিৎসক ডক্টর প্যাটেল। মি. জিন্নাহর অসুস্থতার প্রকৃত স্বরূপ গোপন রাখার গুরুত্ব পরবর্তীকালে ল্যারি কলিন্স এবং ডমিনিক ল্যাপিয়ের প্রকাশ করেন, যার উল্লেখ “ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট” বইটিতে রয়েছে।

অভাবনীয় গোপনীয়তা

ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট বইতে লেখা হয়েছে যে, ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে যদি লর্ড মাউন্টব্যাটেন, জওহরলাল নেহেরু বা মোহনদাস গান্ধী এই অভাবনীয় গোপন তথ্যটি জানতেন, তাহলে হয়তো ভারত ভাগ এড়ানো যেত।

মি. জিন্নাহতার মুসলিম দেশবাসীর জন্য একটি পৃথক মাতৃভূমি নিশ্চিত করতে এতটাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে তিনি শেষ ভাইসরয়কে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বাধ্য করেছিলেন বলে বইতে উল্লেখ আছে। মি. ডমিনিক পরে বলেছিলেন যে, যখন তিনি লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কাছে এই তথ্যগুলো প্রকাশ করেন, তখন তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি বলেছিলেন যে, যদি তিনি তখন মি. জিন্নাহর অসুস্থতার ভয়াবহতা সম্পর্কে জানতেন, তাহলে আলাদা করে পাকিস্তানের অস্তিত্ব থাকত না।

‘যদি আমি তখন এই সবকিছু জানতাম, তাহলে ইতিহাসের গতিপথ ভিন্ন হতো। আমি স্বাধীনতা দেওয়ার সিদ্ধান্তটি বেশ কয়েক মাস বিলম্বিত করে দিতাম। পাকিস্তানও তৈরি হত না।’ ‘তিনি প্রথমে বললেন, আমি এটা বিশ্বাস করি না। তারপর গভীর বিস্ময়ে হাঁপিয়ে উঠে বললেন, “হে ঈশ্বর!” তখন তার সাধারণত শান্ত নীল চোখ দুটি তীব্র আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে।’ বইটি অনুসারে, এই গোপনীয়তা এতটাই সুরক্ষিত রাখা হয়েছিল যে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থাও এ বিষয়ে কিছুই জানতে পারেননি। স্বাধীনতার ঠিক এক বছর পর, ১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মাসে মি. জিন্নাহ ফুসফুসের যক্ষ্মায় মারা যান। পাকিস্তানের পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং পুরস্কার কমিটির চেয়ারম্যান আহসান ইকবাল একটি মন্তব্যে লিখেছেন যে, ড. জল রতনজি প্যাটেল এবং ড. জল ডেবু-এর পেশাগত আনুগত্য তাদের অজান্তেই পাকিস্তান তৈরিতে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল।

ভারত সরকার ১৯৬২ সালে ড. জল রতনজি প্যাটেলকে তৃতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার পদ্মভূষণ প্রদান করেছিল। পাকিস্তান এই বছরের ১৪ই আগস্ট ড. জল ডেবু-র সঙ্গে তাকেও “নিশান কায়েদে আজম” পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা করেছে। আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৭ সালে ২৩শে মার্চ একটি অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কারটি প্রদান করা হবে।

শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের রাজনীতি ভূ রাজনীতি; গণতন্ত্র এবং ইতিহাসের নবতর মোড়..

সুনীল মাইতি (সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

বাংলাদেশের রাজনীতি কখনো সরলরেখায় হাঁটে না; এর গতিপ্রকৃতি সর্বদা নাটকীয়তা; রক্তক্ষয় এবং অভাবনীয় প্রত্যাবর্তনের ইতিহাসে সমৃদ্ধ। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৮১ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান মোড়। ঠিক পাঁচ দশক পর; ২০২৪ সালের আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের ফলে শেখ হাসিনার ভারত গমন এবং তৎপরবর্তী রাজনৈতিক অচলাবস্থা বাংলাদেশকে এক নজিরবিহীন সন্ধিক্ষণে দাঁড় করিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ‘শেখ হাসিনার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন’ কেবল একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দেশে ফেরার প্রশ্ন নয়; এটি ভারতের আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতি; বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা এবং দক্ষিণ এশিয়ার গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের এক জটিল সমীকরণ। ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন ছিল সাময়িক স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের এক নতুন সূচনা। সে সময় তিনি ছিলেন স্বজনহারা এক শোকাতুর তরুণী; যার পেছনে ছিল সদ্যস্বাধীন দেশের আবেগ এবং বঙ্গবন্ধুর উত্তরাধিকার। কিন্তু ২০২৬ সালের বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তাঁর সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনের পটভূমি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

দীর্ঘ দেড় দশকের শাসনকালে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সত্ত্বেও কর্তৃত্ববাদী শাসন; রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমন এবং নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর আস্থা হারানোর অভিযোগে সরকারের পতন ঘটে। ফলে; আজকের ‘প্রত্যাবর্তন’ কেবল কোনো রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় ফেরার লড়াই নয়; বরং এটি আইনি জবাবদিহিতা; জাতীয় পুনর্মিলন এবং সার্বভৌম জনমতের মুখোমুখি হওয়ার এক কঠিন পরীক্ষা।

সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে লিখতে গিয়ে একজন পর্যবেক্ষক হিসেবে বিচার করলে; শেখ হাসিনার অবস্থান ও তাঁর সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন ভারতের পররাষ্ট্রনীতির জন্য একটি বড় ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ও ভূ-রাজনৈতিক উভয় সংকট। ভারত ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে নিজের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির নিরাপত্তার স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সীমান্ত নিরাপত্তা; সন্ত্রাসবাদ দমন এবং কানেক্টিভিটি বা আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে উভয় দেশ অভূতপূর্ব অগ্রগতি দেখেছিল। কিন্তু শেখ হাসিনার ভারতে দীর্ঘকালীন অবস্থান ঢাকার নতুন শাসকগোষ্ঠী ও জনগণের একটি অংশের মধ্যে ভারতবিরোধী মনোভাব উস্কে দেওয়ার ঝুঁকি তৈরি করেছে। বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচিত প্রশাসন ও পরবর্তী রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি আইনি প্রক্রিয়ায় শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের আনুষ্ঠানিক দাবি জানায়; তবে দিল্লি এক অভূতপূর্বক কূটনৈতিক পরীক্ষার মুখে পড়বে। বন্ধুপ্রতিম দেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধানকে আশ্রয় দেওয়ার ঐতিহ্য বজায় রাখা; নাকি ঢাকার নতুন শক্তির সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক জোরদার করা এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত আঞ্চলিক রাজনীতিকে দীর্ঘমেয়াদে প্রভাবিত করবে।

আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের রাজনীতির অন্যতম প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী শক্তি। শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে দলটি বর্তমানে নেতৃত্বের গভীর সংকট এবং সাংগঠনিক ব্যাকফুটে রয়েছে। বাংলাদেশী তাঁর প্রত্যাবর্তনের ওপরই নির্ভর করছে আওয়ামী লীগের ঘুরে দাঁড়ানো বা পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া।

শেখ হাসিনার দেশে ফেরা কি বাংলাদেশে বিচারিক প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনবে; নাকি তা নতুন করে রাজপথের সহিংসতা ও মেরুকরণ বাড়াবে? ইতিহাস বলে; রাজনৈতিক নির্বাসন বা কারাবরণ কোনো নেতাকে চিরতরে রাজনীতি থেকে মুছে ফেলতে পারে না। কিন্তু বর্তমানের সামাজিক মাধ্যম চালিত তরুণ প্রজন্ম এবং গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি পুরনো রাজনৈতিক ফর্মুলা কে অস্বীকার করছে।

যদি তিনি দেশে ফেরেন; তবে তাকে কেবল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে হবে না; বরং নির্বাচিত সরকার বা নতুন গঠিত সরকারের অধীনে আইনি কাঠামোর মুখোমুখি হতে হবে। আওয়ামী লীগের পুনর্গঠন কতটা শেখ হাসিনার ব্যক্তিত্বকেন্দ্রিক থাকবে; আর কতটা নতুন নেতৃত্বের হাতে যাবে তাও এই প্রত্যাবর্তনের রূপরেখার উপর নির্ভরশীল। শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন বা অপ্রত্যাবর্তন কেবল বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি গোটা দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ভারসাম্যকে প্রভাবিত করবে। চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব; মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির গতিপথ সার্ক বা বিমসটেকের মতো আঞ্চলিক জোটগুলোর কার্যকারিতায় এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে। বাংলাদেশ যদি একটি দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যায়; তবে তা বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের ভূ-অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে বিঘ্নিত করবে। অন্যদিকে; একটি শান্তিপূর্ণ; অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি সকল রাজনৈতিক শক্তির (আওয়ামী লীগসহ) স্থান সুনির্দিষ্ট হয় এবং আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক অবস্থান নির্ধারিত হয়; তবেই এই অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদী শান্তি ফিরে আসা সম্ভব।

রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। ইতিহাস প্রমাণ করে; নির্বাসন কখনোই কোনো রাজবংশ বা রাজনৈতিক শক্তির চূড়ান্ত ট্র্যাজেডি নয়; আবার প্রত্যাবর্তনেই সমস্ত সমস্যার সমাধান লুকিয়ে থাকে না।শেখ হাসিনার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন যদি ঘটে; তবে তা যেন কেবল কোনো প্রতিশোধের রাজনীতির উন্মোচন না হয়। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা আইনের শাসন; মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তি দৃঢ় হোক। ভারতের দায়িত্ব হবে প্রতিবেশীর সার্বভৌম জনমতকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এমন এক কূটনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা; যা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক ভিত্তিকে ক্ষুন্ন না করে। শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের এই জটিল অধ্যায়টি শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের জন্য গণতন্ত্রের উত্তরণ আনবে, নাকি নতুন কোনো রাজনৈতিক সংকটের জন্ম দেবে— তার উত্তর লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ও আভ্যন্তরীণ রাজনীতির পরিণত মানসিকতার ওপর।

তমলুক; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার-
৬২৯৫৫৩৩১০৭

পদ্মপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে দু’দিনের কর্মশালা

ধর্মনগর, ২৪ আগস্ট: পরিবেশ সংরক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পড়ুয়াদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে পদ্মপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে দু’দিনের বিশেষ কর্মশালা। ইয়ুথ অ্যান্ড ইকো ক্লাবের উদ্যোগে, পরিবেশ শিক্ষা কর্মসূচি ও ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের যৌথ সহযোগিতায় ২৪ ও ২৫ আগস্ট এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক ফিরঞ্জন ত্রিপুরা, বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা। উদ্বোধনী পর্বে পরিবেশ রক্ষা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুনর্ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

দু’দিনের এই কর্মশালায় পড়ুয়াদের হাতে-কলমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পুরনো কাপড় পুনর্ব্যবহার করে কীভাবে বিভিন্ন ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী তৈরি করা যায় এবং বর্জ্য কাগজ ব্যবহার করে কীভাবে কাগজের ব্যাগ তৈরি করা যায়, তা শেখানো হবে।

পুরনো কাপড় ও কাগজ ফেলে না দিয়ে সেগুলিকে কীভাবে পরিবেশবান্ধব পণ্যে রূপান্তর করা যায়, সে বিষয়ে পড়ুয়াদের ব্যবহারিক ধারণা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে কাগজের ব্যাগ ব্যবহারের গুরুত্বও তুলে ধরা হচ্ছে।

অপচয় কমানো, পুনর্ব্যবহার ও বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে পড়ুয়াদের সচেতন করার পাশাপাশি তাঁদের সৃজনশীলতা ও ব্যবহারিক দক্ষতা বাড়ানোই এই কর্মশালার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আওয়ামি লিগ নেতাদের অনির্দিষ্টকাল প্রাক-বিচার বন্দিদশা বন্ধের আহ্বান মানবাধিকার সংস্থার

নিউইয়র্ক, ২৪ আগস্ট (আইএএনএস): বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামি লিগ সরকারের সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক নেতা ও অন্যদের দীর্ঘদিনের প্রাক-বিচার বন্দিদশা অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাল মার্কিন মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। সংগঠনটির অভিযোগ, শত শত মানুষ কোনও অপরাধে অভিযুক্ত না হয়েই এখনও কারাগারে রয়েছেন।

এইচআরডব্লিউ জানিয়েছে, ২০২৪ সালের আগস্টে কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা হিংসাত্মক আন্দোলনের পর শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর পুলিশ আওয়ামি লিগের হাজার হাজার নেতা, কর্মী ও সমর্থককে গ্রেফতার করে।

মানবাধিকার সংগঠনটির দাবি, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারেক রহমান দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে অন্তত ১০ জন আওয়ামি লিগের পদাধিকারী কারাগারে মারা গেছেন। তাঁদের অধিকাংশের বিরুদ্ধেই কোনও অপরাধের অভিযোগ আনা হয়নি বলে জানিয়েছে এইচআরডব্লিউ।

বন্দিদের পরিবারের সদস্য ও আইনজীবীদের অভিযোগের উল্লেখ করে সংস্থাটি জানিয়েছে, অনেক বন্দিকেযাঁদের মধ্যে বয়স্ক ব্যক্তি এবং গুরুতর অসুস্থরাও রয়েছেনজামিন ও চিকিৎসার মতো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

এইচআরডব্লিউর এশিয়া বিষয়ক ডিরেক্টর এলেন পিয়ারসন বলেন, "এক সরকারের পর আরেক সরকার, শত শত বিরোধী সদস্যকে প্রমাণ বা যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই বন্দি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকার সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে রাজনৈতিক বিরোধীদের দীর্ঘদিনের স্বেচ্ছাচারী বন্দিদশা বন্ধ করা উচিত।"

ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের প্রস্তাবিত নতুন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিলেরও সমালোচনা করেছে এইচআরডব্লিউ। সংস্থাটির বক্তব্য, বর্তমান রূপে বিলটি পাস হলে অভিযোগভিত্তিক স্বেচ্ছাচারী গ্রেফতারের তদন্তের ক্ষমতা নতুন কমিশনের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে।

এইচআরডব্লিউ জানিয়েছে, অভিযোগ ছাড়াই আটক ব্যক্তিদের মধ্যে প্রাক্তন আওয়ামি লিগ সাংসদ, হাসিনা সরকারের সমর্থক প্রাক্তন আইনপ্রণেতা, কর্মী, আধিকারিক এবং আওয়ামি লিগ সরকারের সমর্থক সাংবাদিকরাও রয়েছেন। আবার নিরাপত্তা বাহিনীর কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে বিচারবহির্ভূত হত্যা, নির্যাতন ও গুমের মতো গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও রয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

মানবাধিকার সংগঠনটির আরও অভিযোগ, মামলাগুলিতে পর্যাপ্ত প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও সরকারি আইনজীবীরা বারবার জামিনের বিরোধিতা করছেন। নিম্ন আদালত ও জেলা আদালতও জামিন দিতে অস্বীকার করে চলেছে বলে দাবি করেছে এইচআরডব্লিউ। এমনকি হাইকোর্ট জামিনের নির্দেশ দেওয়ার পরও সরকারি কর্তৃপক্ষ নতুন মামলা দায়ের করে সেই নির্দেশ এড়িয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে সংস্থাটি।

দীর্ঘদিনের বন্দিদশা এবং হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এইচআরডব্লিউ বলেছে, প্রতিটি বন্দির আটক আইনসঙ্গত ও প্রয়োজনীয় কি না, তা একজন বিচারক বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পর্যালোচনা করা উচিত। বিচারাধীন অবস্থায় আরোপিত যে কোনও বিধিনিষেধ ব্যক্তিস্বাধীনতা, নির্দোষ হিসেবে গণ্য হওয়ার অধিকার এবং সমতার অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি।

এলেন পিয়ারসন বলেন, "কোনও ব্যক্তিকে অভিযোগ গঠনের আগেই কারাগারে মারা যেতে দেওয়া হলে বোঝা যায়, বিচারাধীন আটককে যে ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত, তা আর মানা হচ্ছে না। বাংলাদেশের সরকারের উচিত তাদের আমলে কারাগারে ঘটে যাওয়া সমস্ত মৃত্যুর স্বাধীন তদন্তের নির্দেশ দেওয়া এবং দীর্ঘ সময় ধরে অভিযোগ ছাড়াই মানুষকে স্বেচ্ছাচারীভাবে আটক করা বন্ধ করা।"

সব কিছুই আগরতলা কেন্দ্রিক না হয় তার চেষ্টা চালাচ্ছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। রাজ্যের মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যাপক উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় একটি মেডিক্যাল কলেজ করা হবে বলে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। সেই প্রতিশ্রুতি এখন পূরণ হতে যাচ্ছে।

আজ আমবাসার লালছড়ি এলাকায় এইচ পি ঘোষ মেমোরিয়্যাল মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মেডিক্যাল কলেজের ভূমি পূজা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। প্রায় ২০ একর জমিতে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট এই মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তুলবে এইচ পি ঘোষ মেমোরিয়্যাল ফাউন্ডেশান।

মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এইচ পি ঘোষ মেমোরিয়্যাল ফাউন্ডেশানের কর্ণধার চন্দ্রশেখর ঘোষ ত্রিপুরারই একজন ব্যক্তিত্ব। সর্বভারতীয়স্তরে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। তিনি দেখিয়েছেন ইচ্ছা এবং স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে কাজ করলে সফল হওয়া যায়। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে এবং ধলাই জেলার মানুষের পক্ষ থেকে চন্দ্রশেখর ঘোষকে মেডিক্যাল কলেজ করার উদ্যোগ নেওয়ায় ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ধলাই জেলা হাসপাতালের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এখানে মেডিক্যাল কলেজও গড়ে উঠবে। চেষ্টা করলে একদিন সাফল্য আসবেই। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেভাবে দেশ পরিচালনা করছেন রাজ্য সরকারও সেই দিশায় রাজ্য পরিচালনা করছে। রাজ্যে পদস্থ আধিকারিকগণ প্রধানমন্ত্রীর দেখানো পথেই কাজ করছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সবকিছুই যেন আগরতলা কেন্দ্রিক না হয় তার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। আমবাসায় মেডিক্যাল কলেজ করার পাশাপাশি উদয়পুরের তেপানিয়াতে আয়ুর্বেদিক কলেজ গড়ে তোলা হচ্ছে। আমবাসাতে এই মেডিক্যাল কলেজটি গড়ে উঠলে এখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং আর্থসামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হবে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে প্রায় ৫ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হবে। কলেজের কর্ণধার বলেছেন, ভবিষ্যতে এখানে একটি প্যারামেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলারও উদ্যোগ নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের তথ্যও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ে একটি হেলথ ইউনিভার্সিটি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কিছুদিন আগে আগরতলায় বিজনেস কনক্লেভের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে রাজ্য এবং বর্হিরাজ্য থেকে প্রায় ১২০০ জন শিল্পোদ্যোগী অংশ নিয়েছিলেন। তাদের অনেকেই রাজ্যে শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা এখন জিএসডিপি-তে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে এবং মাথাপিছু আয়েও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। নীতি আয়োগ ত্রিপুরাকে ফ্রন্ট রানার স্টেট হিসেবে ঘোষণা করেছে। রাজ্য সরকারের উন্নয়নমুখী কর্মসূচির সফল রূপায়নের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এলাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানান, তারা যেন এই মেডিক্যাল কলেজটি গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় সব ধরণের সহায়তা করেন। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ে তোলার পাশাপাশি এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তুলতেও তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ভূমি পূজা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, বিধায়ক মনোজকান্তি দেব, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল, বিধায়ক চিত্তরঞ্জন দেববর্মা, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, ধলাই জেলার জেলাশাসক বিবেক এইচ বি, এইচ পি মেমোরিয়্যাল ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর নিলিমা ঘোষ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বন্ধন গ্রুপের চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর ঘোষ। এই অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী ধলাই জেলাশাসকের অফিস কমপ্লেক্সে গড়ে তোলা ধলাই কেফের উদ্বোধন করেন। এই কেফেটি টিআরএলএম পরিচালনা করবে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী জেলাশাসকের অফিসের কনফারেন্স হলে এই জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিষয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেন। বৈঠকে জনপ্রতিনিধিগণ ছাড়াও প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

অযোধ্যায় মাছের ভোজে তপ্ত রাজনীতি, যোগীকে রাইয়ের চ্যালেঞ্জ 'প্রমাণ দিন', পাল্টা বিজেপির তোপ

লখনউ, ২৪ আগস্ট (আইএএনএস): অযোধ্যায় মাছের ভোজ নিয়ে বিতর্কের জেরে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অজয় রাই। তিনি দাবি করেন, তিনি আমিষ খাবার খেয়েছেনএমন প্রমাণ মুখ্যমন্ত্রীকে দিতে হবে। তা না পারলে যোগী আদিত্যনাথকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

অজয় রাই বলেন, "প্রমাণ দিন। তিনি যা দাবি করছেন, তা প্রমাণ করতে পারলে আমি রাজনীতি থেকে ইস্তফা দেব। না হলে তাঁকেই পদত্যাগ করতে হবে।"

রাইয়ের দাবি, অনুষ্ঠানটি নিষাদ সম্প্রদায়ের সদস্যরা আয়োজন করেছিলেন এবং মাছ তাদের ঐতিহ্যবাহী খাদ্য ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন।

অযোধ্যার একটি ব্যাঙ্কোয়েট হলে মাছ রান্না করার একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত। ওই অনুষ্ঠানে অজয় রাই উপস্থিত ছিলেন বলে দাবি করা হয়। পবিত্র শ্রাবণ মাসে হিন্দুদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান অযোধ্যায় আমিষ খাবার আয়োজন নিয়ে একাধিক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও বিজেপি নেতা আপত্তি জানান।

নিজের উপস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়ে রাই বলেন, কংগ্রেস নেতারা একটি কর্মসূচি শেষে মন্দিরে গিয়ে দর্শন করেছিলেন। এরপর নিষাদ সম্প্রদায়ের নেতা রাম নিহাল নিষাদ তাঁদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান। তাঁর বক্তব্য, ওই সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য অনুযায়ী অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য মাছ রান্না করা হয়েছিল।

আইএএনএস-কে রাই বলেন, তাঁরা সকলেই মন্দিরে গিয়ে দর্শন করেছিলেন এবং এরপর রাম নিহাল নিষাদ আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তিনি বলেন, কী রান্না করা হচ্ছে বা কী পরিবেশন করা হচ্ছে, তা আয়োজকের বিষয়। নিষাদ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যের অংশ হিসেবেই ওই খাবার তৈরি করা হয়েছিল।

বিজেপির অভিযোগের জবাব দিতে নিজের জনেউ বা পৈতে প্রদর্শন করেন রাই। ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে বিজেপির দাবিরও সমালোচনা করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, কিছু নেতা শুধুমাত্র মানুষকে বিভ্রান্ত করতে গেরুয়া পোশাক ও ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার করেন।

এর আগে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ অজয় রাইকে নিশানা করে বলেন, কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি হনুমানগড়িতে দর্শন করার পর বাইরে গিয়ে মাছের ভোজে অংশ নিয়েছেন। তিনি এই ঘটনাকে কংগ্রেসের দ্বিচারিতা বলে কটাক্ষ করেন।

যোগী বলেন, "রাম রাম জপতে থাকে, অথচ এমন কাজ করেলজ্জারও একটা সীমা আছে।" তাঁর অভিযোগ, অযোধ্যার মতো পবিত্র স্থানে গিয়ে এমন কর্মকাণ্ড কংগ্রেসের মানসিকতা ও দ্বিচারিতাকে প্রকাশ করে।

এদিকে বিজেপিও এই ইস্যুতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক বলেন, শ্রাবণ মাসে অযোধ্যাধামে এই ধরনের ভোজের আয়োজন অত্যন্ত দুঃখজনক। তাঁর মতে, অযোধ্যা ভগবান রামলালার পবিত্র ভূমি এবং এই ধরনের আয়োজন কংগ্রেসের সংস্কৃতির প্রতিফলন।

উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী সঞ্জয় নিষাদও কংগ্রেসকে নিশানা করেন। তিনি বলেন, মাছ খাওয়া নিষাদ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যের অংশ এবং এই সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য ও শিক্ষার সমস্যা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত।

বিজেপি মুখপাত্র প্রতুল শাহদেও আরও তীব্র আক্রমণ করে বলেন, শ্রাবণ মাসে মাছ খাওয়ার আয়োজন সনাতন ধর্মীয় ভাবাবেগকে আঘাত করেছে। তাঁর দাবি, কংগ্রেস বারবার সনাতন ঐতিহ্যকে অপমান করেছে। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, "সাহস থাকলে মক্কা ও মদিনায় গিয়ে নিষিদ্ধ খাবার খান।"

বিজেপির আক্রমণের জবাবে কংগ্রেস নেতা পবন খেরা প্রশ্ন তোলেন, রাজনৈতিক দলগুলি কি মানুষের ব্যক্তিগত খাবারের পছন্দ নির্ধারণ করতে পারে? তিনি বলেন, অনুষ্ঠানটির আয়োজক রাম নিহাল নিষাদ সম্প্রতি বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। তাঁর বাড়ি বা অনুষ্ঠানে কী রান্না হবে, তা নির্ধারণ করার অধিকার অন্য কারও নেই।

খেরা দাবি করেন, অজয় রাই নিরামিষভোজী। তবে কেউ কী খাবেন বা খাবেন না, সেই সিদ্ধান্ত তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়। নিষাদ সম্প্রদায়ের মানুষ মাছ খেলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা অন্য কোনও সংগঠন তা নির্ধারণ করতে পারে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

কংগ্রেস মুখপাত্র সুরেন্দ্র রাজপুতও বিজেপির বিরুদ্ধে নিষাদ সম্প্রদায়কে অপমান করার অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, নিষাদরাজের বংশধররা ভগবান রামের ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁদের ঐতিহ্য অনুযায়ী অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য এই ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল।

রবিবার অযোধ্যায় গিয়ে অজয় রাই শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দির ও হনুমানগড়ি দর্শন করেন এবং হনুমান চালিসা পাঠ করেন। পরে তরুণ এলাকায় আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে রাজ্য কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজপাল গৌতম, জাতীয় মুখপাত্র অখিলেশ প্রতাপ সিং এবং পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিষেক দত্তও উপস্থিত ছিলেন।

রাম নিহাল নিষাদের কংগ্রেসে যোগদান উপলক্ষে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। সেই খাবারের আয়োজন নিয়েই বর্তমানে বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র হয়েছে।

১১ দফা দাবিতে ই-রিকশা শ্রমিক সংঘের মিছিল জেলা শাসককে ডেপুটেশন

আগরতলা, ২৪ আগস্ট: ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ই-রিকশা শ্রমিক সংঘ, ত্রিপুরা প্রদেশের তরফ থেকে শহরে মিছিল বের করা হয়েছে। এদিনের মিছিলটি রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলা শাসকের কাছে ১১ দফা দাবি সম্বলিত ডেপুটেশন তুলে দেওয়া হয়েছে।

এদিনের কর্মসূচিতে সংগঠনের নেতা তথা বিএমএস-এর অসীম দত্ত অভিযোগ করেন, বিভিন্ন সময়ে ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে ই-রিকশা চালকদের আটক করে জরিমানা করা হচ্ছে। পাশাপাশি পঞ্চায়েত এলাকার ই-রিকশা শহর এলাকায় চলাচল করছে, এই অভিযোগেও পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

তাঁর আরও অভিযোগ, অযথা ই-রিকশা আটক করে চালকদের হয়রানি করা হচ্ছে। এই ধরনের হয়রানি অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানান তিনি। শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়কে সামনে রেখে মোট ১১ দফা দাবি জেলা শাসকের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল, ই-রিকশাতগুলোকে সরকারি পারমিট দিতে হবে সহ একাধিক দাবি জানানো হয়েছে।

খোয়াইয়ের আনন্দ নন্দন গণমাধ্যম কেন্দ্রে বর্ষাকালীন কবিতা উৎসব

খোয়াই, ২৪ আগস্ট: বর্ষাকালের শেষ লগ্নে কবিতার আবেশে মুখর হয়ে উঠল খোয়াইয়ের আনন্দ নন্দন গণমাধ্যম কেন্দ্র। কবিতা ও সাহিত্যচর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে সেখানে আয়োজন করা হয় এক বর্ষাকালীন কবিতা উৎসবের।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবিয়াল তথা প্রাক্তন শিক্ষক মলয় চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই তথা রাজ্যের বিশিষ্ট কবি দীপেন নাথ শর্মা, শিক্ষিকা তথা কবি করুণা দেবনাথ-সহ বেশ কয়েকজন প্রবীণ ও উদীয়মান কবি।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর অনুষ্ঠানের সভাপতি মলয় চক্রবর্তী স্বাগত বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্যের পর তিনি নিজের একটি কবিতা পাঠ করে মূল কবিতা উৎসবের সূচনা করেন।

এরপর একে একে অনুষ্ঠানে উপস্থিত কবিরা নিজেদের লেখা কবিতা পাঠ করেন। তাঁদের কবিতায় উঠে আসে প্রকৃতি, বর্ষা, মানবজীবন, সমাজ ও সমকালীন নানা ভাবনা। কবিদের স্বরচিত কবিতা পাঠে ধীরে ধীরে আনন্দ নন্দন গণমাধ্যম কেন্দ্রের পরিবেশ হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও সাহিত্যঘন।সব মিলিয়ে বর্ষার শেষ লগ্নে আয়োজিত এই কবিতা উৎসব কবি ও সাহিত্যপ্রেমীদের মধ্যে বিশেষ সাড়া ফেলেছে। কবিদের কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে মুখরিত হয়ে ওঠে আনন্দ নন্দন গণমাধ্যম কেন্দ্র।

কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে মাদকবিরোধী কর্মসূচি ও বৃক্ষরোপণ

কৈলাসহর , ২৪ এপ্রিল: মাদকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশ রক্ষার বার্তা নিয়ে কৈলাশহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে আয়োজিত হলো বিশেষ কর্মসূচি। এনএইচএম ইউনাইটেড ফোরাম, ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলা কমিটির উদ্যোগে 'মাদককে না বলুন', 'এক পেড় মা কি নাম'সহ একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি এদিন ঊনকোটি জেলা কমিটির ঘোষণাও করা হয়।

কর্মসূচির শুরুতে প্ল্যাকার্ড হাতে একটি সচেতনতামূলক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালির মাধ্যমে মাদকের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার বার্তা তুলে ধরা হয়। এরপর বিভিন্ন এলাকায় চারা গাছ রোপণ করা হয়। মাদকবিরোধী সচেতনতার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার বার্তাও দেওয়া হয় এই কর্মসূচির মাধ্যমে।

পরবর্তীতে ঊনকোটি কলাক্ষেত্রের মূল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা ও আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, জেলা পরিষদের সদস্য বিমল কর, কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শীর্ষেন্দু চাকমা, এনএইচএম ফোরামের রাজ্য সম্পাদক গৌতম ভট্টাচার্য এবং এনএইচএম ফোরামের রাজ্য উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান অচ্যুত কুমার সাহা।

বক্তারা মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি যুবসমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একইসঙ্গে পরিবেশ রক্ষায় বেশি করে বৃক্ষরোপণ ও গাছের পরিচর্যার আহ্বান জানানো হয়।

ঊনকোটি জেলা এনএইচএম ইউনাইটেড ফোরামের পরিচালনায় আয়োজিত এই মহতী কর্মসূচিতে সংগঠনের সদস্য, স্বাস্থ্যকর্মী, জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় মানুষজনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মাদকবিরোধী সচেতনতা ও পরিবেশ রক্ষার বার্তা নিয়ে আয়োজিত এই কর্মসূচি এলাকায় বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

হাপানিয়ায় মানবিক উদ্যোগ, প্রয়াত টিংকু সাহার স্মরণে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

আগরতলা, ২৪ আগস্ট : মানবিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে হাপানিয়া এলাকায় আয়োজন করা হলো এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। মূলত কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রয়াত এক অটোচালকের চিকিৎসাকালীন রক্তের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।

জানা গেছে, হাপানিয়া এলাকার বাসিন্দা টিংকু সাহা পেশায় একজন অটোচালক ছিলেন। কিডনি-জনিত সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে গত ৯ আগস্ট তিনি প্রয়াত হন। অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন তাঁর বেশ কয়েক ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হয়েছিল। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্নভাবে সেই সময় রক্তের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করেন।

সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং সমাজের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা নিয়ে সোমবার হাপানিয়া হাসপাতালস্থিত তাঁদের বাড়িতে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রয়াত টিংকু সাহার ছোট ভাই তথা হাসপাতালের সহকারী ম্যানেজার বিকাশ সাহার আহ্বানে তাঁর হাসপাতালের সহকর্মী, পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদান করতে এগিয়ে আসেন।

রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডা. জয়ন্ত কুমার পোদ্দার, ডেপুটি সুপার ডা. গনজিৎ দেববর্মা, নার্সিং সুপার বীনামমা থমাস, ওএসডি নন্দন সরকার, প্রয়াত টিংকু সাহার ছোট ভাই ও হাসপাতালের সহকারী ম্যানেজার বিকাশ সাহা-সহ পরিবারের সদস্যরা।

পরিবারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান উপস্থিত সকলে। প্রয়াত টিংকু সাহার স্মৃতিকে সামনে রেখে আয়োজিত এই রক্তদান শিবির শুধু রক্তের সংকট মেটানোর উদ্যোগ নয়, বরং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এক মানবিক বার্তাও বহন করে।

উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৪ আগস্ট: দক্ষিণ জেলা সফরে এসে জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ও সরকারি প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন রাজ্যের পশুপালন উন্নয়ন, মৎস্য ও তপশিলি উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। দক্ষিণ জেলার অভিভাবক মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর সোমবার এই প্রথম জেলা পর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নেন তিনি।

এদিন বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে মন্ত্রী সুধাংশু দাসের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত হয় এই পর্যালোচনা বৈঠক। বৈঠকে দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক, জেলা পরিষদের আধিকারিক ও সদস্য, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, বিধায়ক, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, পুরসভা ও নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সনসহ জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শুরুর আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস জানান, দক্ষিণ জেলায় বর্তমানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের অধীনে একাধিক প্রকল্প, পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। পূর্ত, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আরডি, আরবানসহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে এসব প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তিনি বলেন, জেলার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি চিহ্নিত করে সেগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। পাশাপাশি রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প জেলায় কতটা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ তার কতটা সুবিধা পাচ্ছেন, সে বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হবে। জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানান অভিভাবক মন্ত্রী।

পর্যালোচনা বৈঠকে মন্ত্রী সুধাংশু দাস ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক মোহাম্মদ সাজাদ পি-সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিরা। বৈঠকে জেলার চলমান উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধান নিয়েও আলোচনা হয়।

জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজে প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল বক্তব্যের সরাসরি সম্প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৪ আগস্ট: জাতীয় ক্রীড়া দিবস ২০২৬ উপলক্ষে আগামী ২৭ আগস্ট ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এদিন সকাল ১১টায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচির সরাসরি সম্প্রচার করা হবে কলেজে। এই কর্মসূচি সম্পর্কে গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের অবহিত করতে সোমবার কলেজের অধ্যক্ষের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে কলেজের অধ্যক্ষ ড. মনোরঞ্জন দাস জানান, মেরা যুব ভারত, যুব বিষয়ক বিভাগ এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের উদ্যোগে আগামী ২৭ আগস্ট দেশব্যাপী 'বিকশিত ভারত যুব সংযোগ কর্মসূচিজাতীয় ক্রীড়া দিবস ২০২৬' অনুষ্ঠিত হবে।

এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন জেলার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল বক্তব্য সরাসরি সম্প্রচার করা হবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজেও। কর্মসূচিতে কলেজের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মসূচির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় ক্রীড়া দিবসের তাৎপর্য এবং মহান হকি খেলোয়াড় মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মবার্ষিকী স্মরণ, 'বিকশিত ভারত যুব সংযোগ কর্মসূচি'র উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সরাসরি সম্প্রচার এবং যুবসমাজকে ক্রীড়া, শৃঙ্খলা, সুস্বাস্থ্য ও জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ।

এছাড়াও ক্রীড়া সংস্কৃতি, ক্রীড়া পরিকাঠামো এবং ভারতের ভবিষ্যৎ ক্রীড়াক্ষেত্র নিয়ে যুবসমাজের মতামত ও অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। 'যুব সংলাপ'-এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের ভাবনা, মতামত ও আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অধ্যক্ষ ড. মনোরঞ্জন দাস বলেন, জাতীয় ক্রীড়া দিবস শুধুমাত্র একটি ক্রীড়া দিবস নয়; এটি যুবসমাজকে সুস্বাস্থ্য, শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব এবং জাতীয় চেতনার সঙ্গে যুক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল বক্তব্য সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে।

তিনি কলেজের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মচারী এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের কর্মসূচিটি সফল করতে সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্য, ক্রীড়ার মাধ্যমে সুস্থ, সুশৃঙ্খল, দায়িত্বশীল ও আত্মনির্ভর যুবসমাজ গড়ে তোলার পাশাপাশি 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্যে যুবশক্তিকে সম্পৃক্ত করাই এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য।সাংবাদিক সম্মেলনে অধ্যক্ষ গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান, জাতীয় ক্রীড়া দিবসের এই কর্মসূচির বার্তা বৃহত্তর সমাজ ও যুবসমাজের কাছে পৌঁছে দিতে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দক্ষিণ ত্রিপুরার যুবসমাজের মধ্যে ক্রীড়া ও জাতীয় উন্নয়নের প্রতি আরও আগ্রহ ও সচেতনতা তৈরি হবে।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

কাঁচা সবজির স্যালাড খাচ্ছেন শরীরে কী কী ঘটছে জানেন তো?

পুষ্টিবিদের মতে, কাঁচা সবজিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার ও পুষ্টি থাকলেও তা হজম করা শরীরের পক্ষে বেশ কঠিন। সবজির কোষ প্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে তৈরি, যা এক ধরনের অদ্রবণীয় ফাইবার। আমাদের পাকস্থলী এবং অন্ত্রকে এই সেলুলোজ ভাঙতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। আর ঠিক সেই কারণে যাদের হজমশক্তি কিছুটা দুর্বল, তাদের ক্ষেত্রে এই কাঁচা সবজি হিতে বিপরীত ঘটায়।

ডায়েট মানেই এক বাটি কাঁচা সবজির স্যালাড এমন ধারণা অনেকেরই। ওজন কমাতে হোক বা ফাইবার বাড়াতে, শসা, গাজর বা টমেটোর কুচিকেই মহৌষধ মনে করছেন? কিন্তু আপনার শরীরের জন্য এই 'স্বাস্থ্যকর' অভ্যাসটিই কাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে না তো? সম্প্রতি পুষ্টিবিদ নেহা রাঙ্গলানি একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে দাবি করেছেন, কাঁচা স্যালাড সবার জন্য আশীর্বাদ নয়, বরং অনেকের ক্ষেত্রে এটি বিপদের কারণ হতে পারে।

কেন কাঁচা সবজি হজমে সমস্যা করে? পুষ্টিবিদের মতে, কাঁচা সবজিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার ও পুষ্টি থাকলেও তা হজম করা শরীরের পক্ষে বেশ কঠিন। সবজির কোষ প্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে তৈরি, যা এক ধরনের অদ্রবণীয় ফাইবার। আমাদের পাকস্থলী এবং অন্ত্রকে এই সেলুলোজ ভাঙতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। আর ঠিক সেই কারণে যাদের হজমশক্তি কিছুটা দুর্বল, তাদের ক্ষেত্রে এই কাঁচা সবজি হিতে বিপরীত ঘটায়।

গবেষণা বলছে, কাঁচা সবজি অনেক সময় অন্ত্রে গিয়ে ফারমেন্টেশন বা গাঁজন প্রক্রিয়া শুরু করে। এর ফলে পেটে গ্যাস, পেট ভার হয়ে থাকা এবং অস্বস্তির মতো উপসর্গ দেখা দেয়। বিশেষ করে যারা আইবিএস বা এসআইবিও-র মতো সমস্যায় ভুগছেন, তাদের জন্য কাঁচা স্যালাড যন্ত্রণার কারণ হতে পারে। অনেকেই মনে করেন মেয়োনিজ বা অলিভ অয়েলের ড্রেসিং দিলে বোধহয় স্যালাড ভালো হজম হয়। কিন্তু আসল সত্যিটা উল্টো। যদি আপনার পিত্তরসের প্রবাহ ঠিকঠাক না থাকে, তবে এই ভারী ড্রেসিং হজম প্রক্রিয়ার গতি কমিয়ে দেয়। ফলে পেট ফাঁপার সমস্যা আরও বেড়ে যায়। কী বলছেন পুষ্টিবিদরা? কাঁচা খাওয়ার চেয়ে সবজি হালকা ভাপিয়ে বা সেঁকে খাওয়া অনেক বেশি নিরাপদ। এর কারণ হল:

রান্না করলে সবজির শক্ত তন্তু বা ফাইবার ভেঙে যায়, যা হজমে সাহায্য করে। হালকা রান্না করা সবজি থেকে খনিজ শোষণ করা শরীরের পক্ষে সহজ হয়।

পাকস্থলীকে বাড়তি পরিশ্রম করতে হয় না। স্যালাড খাওয়ার সঠিক উপায় কাঁচা স্যালাড ছাড়া কী আপনার একেবারেই চলে না? তাহলে খান এভাবে সবজিগুলো খুব ছোট ছোট করে কাটুন এবং অনেকটা সময় নিয়ে চিবিয়ে খান। হজমের সুবিধার জন্য লেবুর রস বা আপেল সিডার ভিনেগার মিশিয়ে নিতে পারেন। রাতে কখনওই কাঁচা স্যালাড খাবেন না। সবজিগুলো হালকা স্টিম বা স্টার-ফ্রাই করে নিন। মনে রাখবেন, সব খাবার সবার শরীরের জন্য এক নয়। তাই ডায়েট করার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

লাঞ্চের জন্য বানিয়ে নিন দারুণ স্বাদের 'ওয়ান পট' মেক্সিকান রাইস

এই রান্নার সবচেয়ে বড় গুণ হল এর পুষ্টিগুণ এবং এই খাবার সহজে নষ্ট হয়ে যায় না। ফ্রিজে রাখলে প্রায় ৪ দিন পর্যন্ত এটি একদম ঠিক থাকে। অফিসের জন্য ঝটপট কন্টেনারে ভরে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায় এবং ওভেনে গরম করে নিলেই মনে হবে একদম টাটকা রান্না।

সারা সপ্তাহের কাজের চাপে অনেক সময় নিজের খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর দেওয়ার সময়ই হয় না অনেকের। বিশেষ করে অফিসের লাঞ্চে রোজ সেই একঘেয়ে খাবার খেতে কারই বা ভালো লাগে? তাই ছুটির দিনে যদি একটু বুদ্ধি খাটিয়ে রান্না করে রাখতে পারেন, তবে গোটা সপ্তাহটা বেশ নিশ্চিন্তে কাটবে। আর এই মুশকিল আসান করতে পারে 'মেক্সিকান ফিয়েস্তা রাইস'। একটি মাত্র পাত্রেই তৈরি হয়ে যায় এই পদ, তাই বাসন মাজার ঝক্কিও নেই আর স্বাদও একেবারে রেস্তোরাঁর মতো।

কেন এই রেসিপি সেরা? এই রান্নার সবচেয়ে বড় গুণ হল এর পুষ্টিগুণ এবং এই খাবার সহজে নষ্ট হয়ে যায় না। ফ্রিজে রাখলে প্রায় ৪ দিন পর্যন্ত এটি একদম ঠিক থাকে। অফিসের জন্য ঝটপট কন্টেনারে ভরে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায় এবং ওভেনে গরম করে নিলেই মনে হবে একদম টাটকা রান্না।

উপকরণ যা যা লাগবে: বাসমতি চাল (১ কাপ --- ২০ মিনিট ভেজানো) রসুন কুচি (৩-৪ কোয়া) ও ছোট পেঁয়াজ কুচি (১টি) ক্যাপসিকাম ও ভুট্টার দানা (আধ কাপ করে) সেদ্ধ করা রাজমা বা ব্ল্যাক বিনস (আধ কাপ) টমেটো পিউরি (১ কাপ) সবজি সেদ্ধ জল বা ভেজিটেবল স্টক (দেড় কাপ) জিরো গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো এবং ওরিগানো লেবুর রস ও ধনেপাতা কুচি পরিমাণমতো নুন ও তেল

প্রথমে চাল ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। একটি কড়াই বা পাত্রে তেল গরম করে তাতে রসুন কুচি দিয়ে ২০ সেকেন্ড নাড়াচাড়া করুন। সুগন্ধ বেরোলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিন। পেঁয়াজ নরম হয়ে এলে তাতে ক্যাপসিকাম, ভুট্টা এবং রাজমা মিশিয়ে মিনিট দুয়েক ভাজতে হবে। সবজির রঙ যখন উজ্জ্বল হয়ে আসবে, তখন জল ঝরানো চাল দিয়ে দিন। চালটা হালকা ভাজা হলে এক অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ বেরোবে।

নিত্যদিনের ৫ জিনিস যা নিয়মিত না পাল্টালে বিপদ

বাসন মাজা স্পঞ্জ দেখতে পরিষ্কার হলেও ভিতরে জমে থাকতে পারে অসংখ্য জীবাণু। জার্মানির একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ব্যবহৃত স্পঞ্জে লক্ষ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া বাসা বাঁধতে পারে। তাই সপ্তাহে অন্তত একবার বদলানো বা গরম জলে জীবাণুমুক্ত করা জরুরি।

প্রতিদিন ব্যবহার করছেন। হাতের কাছেই থাকে। কিন্তু শেষ কবে বদলেছেন- সেটা কি মনে আছে? দামি জিনিস যত্নে রাখেন সকলেই, অথচ ছোট ছোট নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বছরের পর বছর ব্যবহার করেন। আর সেখানেই লুকিয়ে থাকে জীবাণু এমনকী, বড়সড় শারীরিক ঝুঁকিও। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঘরের কয়েকটি সাধারণ জিনিস সময় মতো না বদলালে তা সরাসরি স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। কী কী বদলাবেন?

টুথব্রাশ - দাঁত মাজার ব্রাশ তিন মাসের বেশি ব্যবহার করা ঠিক নয় এ কথা বহুদিন ধরেই বলে আসছে দন্তচিকিৎসকরা। আমেরিকার ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের গবেষণায় দেখা গিয়েছে, তিন মাস পর ব্রাশের রোঁয়া নরম হয়ে যায়, পরিষ্কার করার ক্ষমতা কমে। পাশাপাশি ভেজা থাকায় জীবাণু জমার আশঙ্কাও বাড়ে। সর্দি-কাশি হলে তো সঙ্গে সঙ্গে ব্রাশ বদলানোই ভালো। রান্নাঘরের স্পঞ্জ - বাসন মাজা স্পঞ্জ দেখতে পরিষ্কার হলেও ভিতরে জমে থাকতে পারে অসংখ্য জীবাণু। জার্মানির একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ব্যবহৃত স্পঞ্জে লক্ষ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া বাসা বাঁধতে পারে। তাই সপ্তাহে অন্তত একবার বদলানো বা গরম জলে জীবাণুমুক্ত করা জরুরি। বালিশ - একই বালিশ পাঁচ-ছয় বছর ধরে ব্যবহার করছেন? তাহলে সতর্ক হোন আজই। সময়ের সঙ্গে বালিশে জমে ধুলো, মৃত ত্বক আর ডাস্ট মাইট। এতে অ্যালার্জি, ঘাড়ে ব্যথা বা ঘুমের সমস্যা বাড়তে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেড় থেকে দুই বছর অন্তর বালিশ বদলানো উচিত। রেজর - একটি ব্লেড বা রেজর বারবার ব্যবহার করলে সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়। তিন থেকে পাঁচবার ব্যবহারের পর ব্লেড বদলানোই নিরাপদ। বিশেষ করে ভেজা বাথরুমে রেখে দিলে মরচে পড়ে ব্যাকটেরিয়া বাড়তে পারে।

জুতো প্রিয় জুতো ফেলে দিতে মন চায় না, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন প্রতিদিন ব্যবহার করা জুতো ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে বদলানো ভালো। পুরনো জুতোর সোল ক্ষয়ে গেলে হাঁটার ভঙ্গি বদলে যায়, ফলে হাঁটু বা কোমরে ব্যথা বাড়তে পারে।

শিশুর গলায় খাবার আটকে গেলে কী করবেন? আতঙ্ক নয়, সঠিক পদ্ধতি জানুন

তবে প্রথমে বুঝবেন কী করে? যদি শিশু কাশতে থাকে, কাঁদতে পারে, শব্দ বেরোয়- তবে পুরোপুরি শ্বাসনালি বন্ধ হয়নি। সে ক্ষেত্রে আতঙ্কিত হয়ে মুখে হাত ঢোকাবেন না। এতে খাবার আরও ভিতরে ঢুকে যেতে পারে। বরং শিশুকে কাশতে দিন। কাশি অনেক সময় নিজেই সমস্যার সমাধান করে।

এক মুহূর্ত আগেও হাসছিল, খেলা করছিল। হঠাৎই খাওয়ার সময় মুখটা লাল হয়ে উঠল, শব্দ বন্ধবাচ্চার গলায় যেন কিছু আটকে গিয়েছে! বাড়ির ভিতর তখন আতঙ্কের ঝড়। এই ঘটনার সম্মুখীন হন অনেকেই। এই কয়েক সেকেন্ডেই অনেক সময় ভুল ঢোকাবেন না। এতে খাবার আরও ভিতরে ঢুকে যেতে পারে। বরং শিশুকে কাশতে দিন। কাশি অনেক সময় নিজেই সমস্যার সমাধান করে।

কিন্তু যদি শিশুর মুখ নীলচে হয়ে যায়, শব্দ না বেরোয়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়- তবে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। এক্ষেত্রে এক বছরের কম বয়সি শিশুকে উপুড় করে আপনার কাঁধ বা উরুর উপর রাখুন, মাথা একটু নীচের দিকে। পিঠের মাঝামাঝি জায়গায় হাতের তালু দিয়ে পাঁচ বার দৃঢ়ভাবে চাপড় দিন। কাজ না হলে শিশুকে চিত করে বুকে দু'আঙুল দিয়ে পাঁচ বার চাপ দিন। এই পদ্ধতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও শিশুস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের

সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন বড়রা। অথচ বিশেষজ্ঞদের মতে, সঠিক পদক্ষেপ নিলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব।

শিশুর গলায় খাবার আটকে যাওয়াকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'চোকিং'। শিশু বিশেষজ্ঞদের মতে, ছ'মাস থেকে তিন বছর- এই সময়টাতেই ঝুঁকি বেশি। কারণ, দাঁত পুরো গজায় না, গিলতে শেখার প্রক্রিয়াও সম্পূর্ণ হয় না। ভারতীয় শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদের সংগঠনগুলির পরামর্শ অনুযায়ী, শক্ত, গোল বা পিচ্ছিল খাবার-যেমন আঙুর, বাদাম, শক্ত বিস্কুট- এই বয়সে সাবধানে দিতে হবে।

তবে প্রথমে বুঝবেন কী করে? যদি শিশু কাশতে থাকে, কাঁদতে পারে, শব্দ বেরোয়- তবে পুরোপুরি শ্বাসনালি বন্ধ হয়নি। সে ক্ষেত্রে আতঙ্কিত হয়ে মুখে হাত প্রশিক্ষণে শেখানো হয়। এক বছরের বেশি বয়সের বাচ্চা হলে 'হাইমলিক পদ্ধতি' প্রয়োগ করা যায়- যদিও তা সঠিকভাবে না শিখে একেবারেই প্রয়োগ করবেন না। ভুলভাবে করলে আঘাতের আশঙ্কা থাকে। তাই অনেক বিশেষজ্ঞই অভিভাবকদের প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরামর্শ দেন।

আরও একটি বড় ভুল হল আঙুল বা চামচ দিয়ে খাবার বের করতে যাওয়া। চোখে না দেখলে কখনওই মুখে হাত দেবেন না। এতে শ্বাসনালি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এমন পরিস্থিতিতে শিশুকে একা ছেড়ে দেবেন না। খাওয়ানোর সময় বসিয়ে রাখুন, দৌড়তে দৌড়তে বা খেলতে খেলতে খাবার দেবেন না। খাবার ছোট ছোট টুকরো করে দিন।

গ্যাসে কষ্ট? রসুনের আচারেই মিলতে পারে আরাম

রসুনের আচারের উপকারিতা এখানেই শেষ নয়। এতে ব্যবহৃত জিরে, মেথি ও সর্ষের মতো মশলা হজমশক্তি বাড়ায়। পেটের গ্যাস, অম্বল ও হালকা পেটব্যথা কমাতেও কার্যকর হতে পারে।

আয়ুর্বেদের মতে, রসুন শরীরের 'উষ্ণতা' বাড়িয়ে সর্দি-কাশির ঝুঁকি কমায়।

পেটটা কি মাঝেমধ্যেই ফুলে থাকে? খাওয়ার পর অস্বস্তি, ঢেকুর, অম্বলএই সমস্যায় অনেকেই নাজেহাল। ওষুধ খেয়ে সাময়িক স্বস্তি মিললেও ঝামেলা আবার ফিরে আসে। অথচ সমাধানটা হয়ত আপনার রান্নাঘরেই আছে। গরম ভাতে সামান্য ঘি আর একচামচ রসুনের আচারএই সহজ সংযোজনেই আপনার হজমের সমস্যার সমাধান হতে পারে। আচার শুধু রুচি বাড়ায় না, অনেক সময় শরীরেরও উপকার করে। রসুনের আচার তার মধ্যে অন্যতম।

পুষ্টিবিদদের মতে, রসুনে থাকা অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নিয়মিত ও মাপমতো রসুন খেলে কোলেস্টেরল কমে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

রসুনের আচারের উপকারিতা এখানেই শেষ নয়। এতে ব্যবহৃত জিরে, মেথি ও সর্ষের মতো মশলা হজমশক্তি বাড়ায়। পেটের গ্যাস, অম্বল ও হালকা পেটব্যথা কমাতেও কার্যকর হতে পারে।

আয়ুর্বেদের মতে, রসুন শরীরের 'উষ্ণতা' বাড়িয়ে সর্দি-কাশির ঝুঁকি কমায়।

বাস্তুশাস্ত্রে ফ্রিজ রাখার জন্য সবথেকে প্রশস্ত দিক হলো আগ্নেয় কোণ

বাস্তুশাস্ত্রে ফ্রিজ রাখার জন্য সবথেকে প্রশস্ত দিক হলো আগ্নেয় কোণ অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব দিক। শাস্ত্র মতে, বিদ্যুৎচালিত যে কোনও সরঞ্জাম রাখার জন্য এই দিকটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এছাড়া যদি রান্নাঘরে জায়গা কম থাকে, তবে নৈঋত কোণ বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকেও ফ্রিজ রাখা যেতে পারে। মনে করা হয়, এই দুই দিকে ভারি সরঞ্জাম রাখলে পরিবারে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে এবং শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

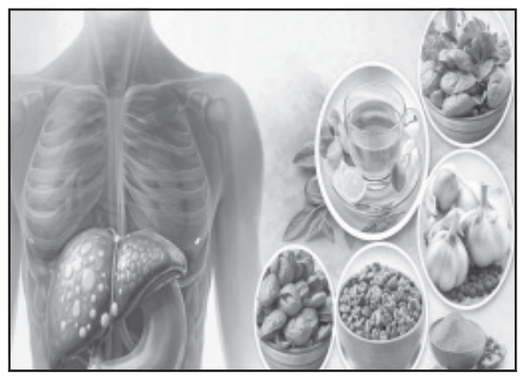

ঘর সাজানোর সময় আমরা অনেক ক্ষেত্রেই নন্দনতত্ত্বকে গুরুত্ব দিই, কিন্তু বাস্তু নিয়মকে উপেক্ষা করি। বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী, ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম বা ভারি আসবাবপত্রের জন্য নির্দিষ্ট কিছু দিক নির্ধারিত রয়েছে। ফ্রিজ যেহেতু একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র এবং এটি ঠান্ডা ও গরম উভয় শক্তির আধার, তাই এর সঠিক অবস্থান নির্ধারণ করা জরুরি। বাস্তুশাস্ত্রে ফ্রিজ রাখার জন্য সবথেকে প্রশস্ত দিক হলো আগ্নেয় কোণ অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব দিক। শাস্ত্র মতে, বিদ্যুৎচালিত যে কোনও সরঞ্জাম রাখার জন্য এই দিকটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এছাড়া যদি রান্নাঘরে জায়গা কম থাকে, তবে নৈঋত কোণ বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকেও ফ্রিজ রাখা যেতে পারে। মনে করা হয়, এই দুই দিকে ভারি সরঞ্জাম রাখলে পরিবারে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে এবং শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

ভুল করেও উত্তর-পূর্ব কোণ অর্থাৎ ঈশান কোণ, উত্তর দিক বা সরাসরি পূর্ব দিকে ফ্রিজ রাখবেন না। বাস্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, এই দিকগুলি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং এখানে ফ্রিজ রাখলে আর্থিক ক্ষতি বা শারীরিক অসুস্থতার যোগ তৈরি হতে পারে।

ফ্রিজ সংক্রান্ত কিছু জরুরি বাস্তু নিয়ম: দরজার অবস্থান: ফ্রিজটি এমনভাবে রাখুন যাতে এর দরজা খোলার সময় তা পূর্ব বা দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকে।

উনুনের থেকে দূরত্ব: রান্নার গ্যাস বা উনুনের ঠিক পাশেই কখনও ফ্রিজ রাখবেন না। অগ্নি এবং শীতলতা এই দুই বিপরীত শক্তির সহাবস্থান বাস্তু মতে অশুভ।

পরিচ্ছন্নতা: ফ্রিজের ভেতরে কখনও পচা বা নষ্ট খাবার জমিয়ে রাখবেন না। এতে নেতিবাচক শক্তি বাড়ে। ফ্রিজ সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যিক।

অতিরিক্ত বোঝা নয়: ফ্রিজের ভেতরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস ঠাসাঠাসি করে রাখবেন না। বায়ু চলাচলের জায়গা থাকলে তা ঘরের শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখে।

রান্নাঘরের এই ছোট ছোট পরিবর্তনই আপনার জীবনে ইতিবাচক শক্তির সঞ্চার করতে পারে। বাস্তু মেনে গুছিয়ে নিন আপনার প্রিয় হেঁশেলটি।

এবার এতে টমেটো পিউরি, জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো এবং নুন দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে আগে থেকে গরম করে রাখা ভেজিটেবল স্টক বা জল ঢেলে দিন। আঁচ কমিয়ে ঢাকা দিয়ে ১৫ মিনিট রান্না হতে দিন। জল শুকিয়ে চাল সেদ্ধ হয়ে গেলে আঁচ বন্ধ করে আরও ৫ মিনিট দমে রাখুন। সবশেষে ওপর থেকে লেবুর রস আর ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিলেই তৈরি আপনার মেক্সিকান ফিয়েস্তা রাইস। পরিবেশনের সময় চাইলে সামান্য চিজ বা টক দই মিশিয়ে নিতে পারেন।

ফ্যাটি লিভার এখন ঘরে ঘরে কোন খাবার খেলে কমবে বিপদ?

চিকিৎসকদের মতে, ফ্যাটি লিভার মূলত জীবনযাত্রাজনিত সমস্যা। অতিরিক্ত জাঙ্ক ফুড, প্রক্রিয়াজাত খাবার, চিনিযুক্ত পানীয়, দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ, ওবেসিটি, ডায়াবেটিস সব মিলিয়ে লিভারের কোষে ফ্যাট জমতে শুরু করে। প্রথম দিকে কোনও লক্ষণ থাকে না। কিন্তু সময়মতো নিয়ন্ত্রণ না করলে তা লিভারের প্রদাহ, ফাইব্রোসিস এমনকি সিরোসিসও হতে পারে। তবে গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শরীরের মোট ওজনের মাত্র ৭-১০ শতাংশ কমাতে পারলে লিভারের চর্বি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে। অর্থাৎ সঠিক ডায়েট ও নিয়মিত ব্যায়ামই বড় হাতিয়ার।

লিভার আমাদের শরীরের 'সাইলেন্ট ওয়ার্কার'। দিনরাত কাজ করে যায়, কিন্তু ভীষণ ভাবে বিগড়ে না যাওয়া পর্যন্ত জানতেই দেয় না যে কিছু সমস্যা হয়ে আছে। আর সেই লিভারকেই এখন গ্রাস করছে ফ্যাটি লিভারের সমস্যা। সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, বিষয়টা আর একেবারেই হালকা করে দেখলে হবে না।

অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভারে ভুগছেন। অর্থাৎ মদ্যপান না করলেও লিভারে অতিরিক্ত চর্বি জমছে।

আন্তর্জাতিক চিকিৎসা পত্রিকা The Lancet-এও দক্ষিণ এশিয়ায় এই রোগের দ্রুত বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

চিকিৎসকদের মতে, ফ্যাটি লিভার মূলত জীবন যাত্রাজনিত সমস্যা। অতিরিক্ত জাঙ্ক ফুড, প্রক্রিয়াজাত খাবার, চিনিযুক্ত পানীয়, দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ, ওবেসিটি, ডায়াবেটিস সব মিলিয়ে লিভারের কোষে ফ্যাট জমতে শুরু করে। প্রথম দিকে কোনও লক্ষণ থাকে না। কিন্তু সময়মতো নিয়ন্ত্রণ না করলে তা লিভারের প্রদাহ, ফাইব্রোসিস এমনকি সিরোসিসও হতে পারে। তবে গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শরীরের মোট ওজনের মাত্র ৭-১০ শতাংশ কমাতে পারলে লিভারের চর্বি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে। অর্থাৎ সঠিক ডায়েট ও নিয়মিত ব্যায়ামই বড় হাতিয়ার।

কোন ৫ খাবার রাখবেন রোজের তালিকায়?

সবুজ শাকসবজি— পালং, মেথি, ব্রকোলির মতো সবজি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। এগুলো লিভারের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। তাই খাদ্যতালিকায় এই সবজি রাখতে ভুলবেন না।

গ্রীন টি— এতে ক্যাটেচিন থাকে যা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায়। নিয়মিত গ্রিন টি লিভারের জন্য উপকারী।

রসুন— কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রসুন লিভারের ফ্যাটের মাত্রা কমাতে সহায়ক। এতে থাকা সালফার যৌগ বিপাকক্রিয়া সক্রিয় রাখে।

বাদাম— আখরোট ও কাঠবাদামের মতো বাদামে রয়েছে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট। এগুলো লিভারের জন্য ভালো।

হলুদ ও গোলমরিচ- হলুদের কারকিউমিন প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। গোলমরিচের সঙ্গে খেলে উপকার বেশি।

এর পাশাপাশি চিনিযুক্ত পানীয়, অতিরিক্ত ভাজাভুজি ও ট্রান্স ফ্যাট যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের। সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট দ্রুত হাঁটা এবং মাঝারি ব্যায়ামও জরুরি বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা।

নিয়মিত পরিষ্কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নিয়মিত ফ্রিজ পরিষ্কার করা। সপ্তাহে অন্তত একবার ভিতরের তাক ও ড্রয়ার মুছে নিন। মাসে একবার প্লাগ খুলে পুরোটা পরিষ্কার করলে আরও ভালো। আর গরম খাবার সরাসরি ফ্রিজে না রাখাই শ্রেয় এতে আর্দ্রতা বেড়ে গন্ধ তৈরি হয়। শুধু গন্ধ দূর করাই নয়, এই অভ্যাসগুলো ফ্রিজের আয়ুও বাড়ায়। তাই অকারণে টাকা খরচ না করে, আগে এই সহজ পদ্ধতিগুলোই ব্যবহার করে দেখুন। হয়ত কাল থেকেই ফ্রিজ খুললে আর নাক কুঁচকোতে হবে না!

ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদারে স্থলবন্দর ও সীমান্ত হাট চালুর উদ্যোগ

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২৪।। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও গতিশীল করতে বন্ধ থাকা সীমান্ত হাট পুনরায় চালু, স্থলবন্দরগুলোকে পূর্ণ সক্ষমতায় কার্যকর করা এবং স্থলপথে সুতা আমদানির ওপর বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।সোমবার (২৪ আগস্ট) বাংলাদেশ সচিবালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদিরের সঙ্গে ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও ব্যবসায়িক প্রতিবন্ধকতা দূর করার বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে।বৈঠক শেষে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বর্তমানে প্রায় ১৩ বিলিয়ন ডলারের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য রয়েছে। তবে গত দেড় বছরে কিছু প্রতিবন্ধকতা তৈরি হওয়ায় বাণিজ্যিক কার্যক্রমে কিছুটা ধীরগতি এসেছে। এসব সমস্যা চিহ্নিত করে কীভাবে ভবিষ্যতে দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক আরও সহজ ও কার্যকর করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, চীনের পর ভারত বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। বৈঠকে স্থলবন্দরগুলো পুরোপুরি কার্যকর করা, বন্ধ থাকা সীমান্ত হাট পুনরায় চালু করা এবং স্থলপথে সুতা আমদানির ওপর বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছে।বাণিজ্যমন্ত্রী আরও বলেন, দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে একটি যৌথ টাস্কফোর্স গঠন এবং ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়নের বিষয়েও প্রস্তাব এসেছে। এর মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি, ব্যবসায়িক সম্পর্ক সম্প্রসারণ এবং বাণিজ্যে গতি আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভারতীয় হাইকমিশনারের উদ্যোগে আগামী দিনে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা নতুন মাত্রা পাবে।বৈঠকে ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে কিছু মতপার্থক্য থাকলেও সাধারণ মানুষ উন্নয়ন ও অগ্রগতি চায়। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যতের জন্য দুই দেশকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশ ও ভারত দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ। কেউ বড় বা ছোট নয়, সবাই সমান। এই সমতার ভিত্তিতেই দুই দেশকে কাজ করে যেতে হবে বলেও যোগ করেন তিনি।দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহযোগিতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক সম্পর্ক শক্তিশালী হলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাবে। ভারতীয় হাইকমিশনার যৌথ বিনিয়োগ ও উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত সফল। এই খাতে ভারত জিপার, মেশিনারি, বোতামসহ বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে সহযোগিতা করতে পারে। এতে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা আরও বাড়বে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে ‘মেড ইন বাংলাদেশ’ লেখা পোশাক দেখে তিনি গর্ব অনুভব করেন। বাংলাদেশের গার্মেন্টিস খাত দুই দেশের যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে আরও বড় পরিসরে এগিয়ে যেতে পারে। দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি, নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্র তৈরি এবং সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আগামী দিনে আরও সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

PNIET No:-14/EE/TJB/DIV-I/AGT/2026-27 dated 21-08-2026

Single bid percentage rate e-tender is invited for 2(two) nos. works viz.

1. D'NIET No. 28/EE/TJB/DIV-I/AGT/2026-27
2. D'NIET No. 17 /EE /TJB/DIV-I/AGT/2026-27

Deadline for online bidding:-Up to 15:00 hrs. 31-08-2026

Any subsequent corrigendum will be available in the website only. For more details please visitwww.tripuratenders.gov.in.
For query please e-mail:dwsdivagartalal@gmail.com.

(For and on behalf of Governor of Tripura)

ICA/C-1715/26 **Executive Engineer**
Tripura Jal Board Division-.I
Agartala, Tripura (W).

NOTICE INVITING e-TENDER (e-NIT).

TENDER FOR ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT (A.M.C.) FOR REPAIRING/MAINTENANCE OF DIFFERENT MODELS OF COMPUTERS ALONG WITH SPARE PARTS IN THE DIFFERENT SECTIONS OF THE DIRECTORATE OF ARDD, STATE D.I. LAB., ABHOYNAGAR, VTI, R.K. NAGAR FOR THE PERIOD OF 2(TWO) YEARS FROM THE DATE OF AWARD OF CONTRACT.

e- Tender is hereby invited on behalf of the Animal Resources Development Deptt. Government of Tripura from the Reputed, Bonafied, Registered Firms or their Local Authorized Distributors "FOR ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT (A.M.C.) FOR REPAIRING/MAINTENANCE OF DIFFERENT MODELS OF COMPUTERS ALONG WITH SPARE PARTS IN THE DIFFERENT SECTIONS OF THE DIRECTORATE OF ARDD, STATE D.I. LAB., ABHOYNAGAR, VTI, R.K. NAGAR FOR THE PERIOD OF The Details of 2(TWO) YEARS FROM THE DATE OF AWARD OF CONTRACT." Tender, Quantity, Specification and Tender Documents are made available in the websites (http://tripuratenders.gov.in and www.ardd.tripura.gov.in). The last date/time of submission of the Tender Documents by online is on 03/09/2026, 5 PM.
All future Modification/Corrigendum shall be made available in the e-Procurement Portal, so Bidders are requested to get the update themselves from the e-Procurement
web portal only.

ICA/C-1725/26 **(Dr. N.K. Chanchal, IFS)**
Director
Animal Resources Development Deptt.
P.N. Complex: Agartala

Sl.No	Short Notice Inviting Tender
1	Short Tenders is hereby invited in plain paper vide No.F.5-14/Store/DSZP/LPC/ Construction/2026/3237-3273 dated :-17/08/2026 Annual Rate Contract for supply of construction Materials for Maintenance of Animal Enclosures under Sepahijala Zoological Park for the financial year 2026-27 by the Director, Sepahijala Zoological Park, Forest Department, Government of Tripura, Sepahijala (on behalf of the Governor of Tripura) from the resourceful, experienced, reliable, bonafide, renowned, licensed Manufacturers/Importer/Local Distributors to the office of the Director, Sepahijala Zoological Park. The terms and condition etc may be collected from O/o the Director, Sepahijala Zoological Park and Tripura Forest Department, website.

ICA/C-1731/26 **Sd/-**
Director
Sepahijala Zoological Park

P'NIET No.:- 90/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27 Dated: 21/08/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized service dealer/channel partners or OEM authorized service providers, duly authorized to supply, install and provide after-sales service for the tendered work, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service center at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:

DNIT No :	46/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27
Name of Work :	Providing, Installationand commissioning of 1.5/2.0 TR Split type air conditioning system in different rooms of Modern Psychiatric Hospital, Agartala during the year 2026-27 (2nd Call)
Estimated Cost :	Rs. 2,59,730.00
Time of Completion :	15 Days
Bid Fee :	Rs.1,000.00
Earnest Money :	Rs 5,195.00
Last date and time of Submission of Bid :	31/08/26, 15:00 Hours

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-1721/26 **Executive Engineer**
Mechanical Division, Tripura.

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
O/O THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)
DURGACHOUMUHANI, TRIPURA (WEST)
Notice Inviting Tender No-28(2026-27)

Sealed Tender is invited by the Executive Engineer (Electrical), Agartala Municipal Corporation on behalf of The Administrator, Agartala Municipal Corporation from the resourceful Firms / Agencies/ suppliers and appropriate class of Electrical Enlistment registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD experienced in similar nature of job, for the following work:-

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost Earnest Money	Time for Completion	Last date of Selling Last Date of Receivin (Upto 3.00 PM)
1	Providing supply & installation of LED rope light inclu. All accessories & circuit wiring along with panel for beautification of road in various location of Ward No-33 under Agartala Municipal Corporation.	Rs. 2,53,944.00 Rs. 5,079.00	07(Seven) Days	27/08/2026 30/08/2026

Details of work in the form of "Schedule of Work" and general / special terms & conditions can be seen in the office of the undersigned on any working day in between 10.00 A.M to 5.00 PM. up to 27-08-2026.

(Er. Joydeb Chakraborty)
Executive Engineer (Electrical)
Agartala Municipal Corporation

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় বাংলাদেশের তিন সাংবাদিক কারাগারে

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২৪।। বাংলাদেশে চব্বিশের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন করার নামে উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় বাংলাদেশের তিন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ২৫ অক্টোবর দিন ধার্য করা হয়েছে।সোমবার (২৪ আগস্ট) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২-এর সদস্য বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদের নেতৃত্বাধীন দুই সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ আদেশ দেন। প্যানেলের অপর সদস্য বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।তিন সাংবাদিক হলেন, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত, একাত্তর টেলিভিশনের সাবেক প্রধান সম্পাদক মোজাম্মেল বাবু এবং একই প্রতিষ্ঠানের সাবেক প্রধান প্রতিবেদক ফারজানা রুপা। ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশনের পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর ফারুক আহাম্মদ। সঙ্গে ছিলেন জহিরুল আমিন, মার্জিনা রায়হান, তারেক আবদুল্লাহসহ অন্যান্য প্রসিকিউটর।শুনানিতে প্রসিকিউটর ফারুক আহাম্মদ জানান, জুলাই গণঅভ্যুত্থান-সংশ্লিষ্ট মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় তিন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ১৭ আগস্ট প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের আজ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে। এ মামলায় তিনজনকেই গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর আবেদন করছে প্রসিকিউশন। একই সঙ্গে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দুই মাস সময় চান তিনি। শুনানি শেষে প্রসিকিউশনের আবেদন মঞ্জুর করে শ্যামল দত্ত, মোজাম্মেল বাবু ও ফারজানা রুপাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল। পাশাপাশি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করা হয়।প্রসিকিউশন জানায়, ২০২৪ সালের ১৪ জুলাই গণভবনে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ওই দিন তাকে প্রশ্ন করার নামে কিছু উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়েছিলেন কয়েকজন সাংবাদিক। এর পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনকারীদের ‘রাজাকারের বাচ্চা’ ও ‘রাজাকারের নাতিপুতি’ বলেছিলেন শেখ হাসিনা। রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ, ওই উসকানিমূলক প্ররোচনার ধারাবাহিকতায় জুলাইয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়। এ মামলায় ১৪ জুলাইয়ের ওই ঘটনার বিষয়ে তদন্ত চলছে।

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA

PNIe-T-No: 13/EE/Div-I/AMC/2026-27 Dated: 21/08/2026

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

Sl No.	DNIET No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	Construction of Marriage Hall near Hoara River Under AMC, Phase-I. D.N.I.E.T No.41/EE/ DIV-I/AMC/2026-27	1,45,32,622	2,90,652	120(One hundred Twenty) Days

1. Last date and time for document downloading/bidding :31/08/2026 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid : 31/08/2026 at 16.00 Hrs (If Possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
PW Division-I,
Agartala Municipal Corporation

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘দেশবিরোধী কার্যকলাপ’ বন্ধের দাবিতে আজ এবিভিপির মিছিল, কড়া নিরাপত্তা

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (আইএএনএস): যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘দেশবিরোধী বামপন্থী কার্যকলাপ’ বন্ধের দাবিতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর মিছিলকে কেন্দ্র করে সোমবার দক্ষিণ কলকাতায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ধাকুরিয়া ক্রসিং থেকে শুরু হয়ে যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ডে মিছিল শেষ হবে। মিছিলের রুটের মধ্যেই পড়ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল ক্যাম্পাস।

এবিভিপি নেতৃত্বের দাবি, শান্তিপূর্ণভাবেই মিছিল নির্ধারিত পথে যাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশের কোনও চেষ্টা করা হবে না। তবে সম্ভাব্য উত্তেজনা ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে কলকাতা পুলিশ সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে।উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপি এবং সিপিআই(এম)-এর ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে দু'বার সংঘর্ষ হয়। দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন পড়ুয়া ওই ঘটনায় আহত হন।এদিকে, সংঘর্ষের তদন্তে গঠিত তিন সদস্যের কমিটির ভবিষ্যৎ নিয়েও সোমবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে সিদ্ধান্ত জানানো হতে পারে। তদন্ত কমিটির প্রধান এবং নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন উপাচার্য শুভশঙ্কর সরকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ই-মেল করে কমিটির নেতৃত্ব দিতে অনিচ্ছার কথা জানানোয় তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।কমিটির অন্য দুই সদস্য হলেন বাবাসাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অরুণাশিস গোস্বামী এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স সেলের (আইকিউএসি) ডিরেক্টর সৌমেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ২য় পক্ষকে অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৬০-এর ধারা ১৪ অনুযায়ী রুজুকৃত রাজস্ব মামলা নং- ০৪/REV/Allot.Cancel/ 2026, ১ম পক্ষ- শ্রী সুবিন্দ্র দেববর্মা, পিতা- মৃত বিশ্বকুমার দেববর্মা বনাম ২য় পক্ষ- শ্রী শ্রীষ চন্দ্র মালাকার, পিতা- নারায়ণ মালাকার ও শ্রীমতি মিলন বালা মালাকার, স্বামী- শী শীষ চন্দ মালাকার, খতিয়ান নং- ৬৭১ এর অন্তর্গত হাল দাগ নং- ৭২৭/অংশ, জমির পরিমান ০.২০ একর, মৌজা- পূর্ব ডলুছড়া, সালেমা তহশিল-এর ভূমি বন্দোবস্ত বাতিলকরণ সংক্রান্ত মামলাটি অধস্তন স্বাক্ষরকারীর নিকট বিচারাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত মামলার ২য় পক্ষের নিকট যথাযথভাবে নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও নোটিশ প্রদান করা সম্ভব হয়নি এবং তারা তাদের পরিচিত ঠিকানা, অর্থাৎ গ্রাম- সালেমা ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব ডলুছড়া-এ বর্তমানে অনুপস্থিত রয়েছেন;

অতএব, উক্ত ২য় পক্ষগণ অথবা ২য় পক্ষের যে কোনো বৈধ উত্তরাধিকারীগণকে এই মর্মে অবহিত ও অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, উপরোক্ত মামলার বিষয়ে তাদের কোনো বক্তব্য, আপত্তি অথবা দাবি বা প্রমাণ (যদি থাকে) দাখিলের জন্য এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হতে **৩০ (ত্রিশ)** দিনের মধ্যে মহকুমা শাসক, কমলপুর-এর কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো যোগাযোগ বা জবাব প্রাপ্ত না হলে, প্রচলিত আইন ও বিধি অনুসারে মামলাটি একতরফাভাবে (Ex-Parte) নিষ্পত্তি করা হবে।

(স্বাক্ষরিত /-)
মহকুমা শাসক
ICA/D-869/26 **কমলপুর মহকুমা**
ধলাই জেলা, ত্রিপুরা

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

PNIe-T-No: 07/Div-II/AMC/2026-27 Dated: 20/08/2026

Sl No.	D.N.I.e-T No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIeT No.12/ Div-II/AMC/2026-27(2nd Call)	12,55,441.00	25,109.00	90 Days
2	DNIeT No.13/ Div-II/AMC/2026-27(2nd Call)	12,15,822.00	24,316.00	90 Days
3	DNIeT No.17/ Div-II/AMC/2026-27(2nd Call)	40,34,437.00	80,689.00	120 Days
4	DNIeT No.18/ Div-II/AMC/2026-27(2nd Call)	3,30,214.00	6,604.00	60 Days
5	DNIeT No.19/ Div-II/AMC/2026-27(2nd Call)	8,40,517.00	16,810.00	90 Days
6	DNIeT No.20/ Div-II/AMC/2026-27(2nd Call)	42,86,985.00	85,740.00	180 Days

Last date and time for document downloading/bidding: **27-08-2026 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs**
Other necessary details information can be seen in the office hours of undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
Division No.-II
Agartala Municipal Corporation.

পদ্মশ্রী নরেশচন্দ্র দেববর্মাকে নব চন্দনার সংবর্ধনা

আগরতলা।। এক অনাড়ম্বর ও শুচিস্নিগ্ধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পদ্মশ্রী নরেশচন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছে রাজ্যের অগ্রণী প্রকাশন সংস্থা নব চন্দনা প্রকাশনী। গত ২৩শে আগস্ট রামনগর ২ নং রোডস্থিত নব চন্দনার প্রধান কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন রাজ্যের বিশিষ্ট লেখক-গবেষক-প্রাবন্ধিক ড় আশীষ কুমার বৈদ্য, পান্নালাল রায়, সমর চক্রবর্তী, ড় বীথিকা চৌধুরী, প্রতিপ ব্রত ভট্টাচার্য, বাচিকশিল্পী সুমন ভট্টাচার্যসহ আরও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে খোয়াই, ধর্মনগর, শিলচর ইত্যাদি জায়গা থেকে আমন্ত্রিত কবি, লেখক সাহিত্যিকরা তাদের নিজেদের পরিবেশনা ও আলোচনা তুলে ধরেন। ভারত সরকার কর্তৃক ২০২৬ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত ককবরক ভাষাবিদ নরেশচন্দ্র দেববর্মার হাতে এদিন ফুল, উত্তরীয়, স্মারক, অঙ্গবস্ত্র, ফল, এক গুচ্ছ বই তুলে দিয়ে তাঁকে সম্মান জানানো হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন নব চন্দনার কর্ণধার লেখক-সম্পাদক পূর্ণেন্দু গুপ্ত। এদিন অনুষ্ঠানের তাৎপর্য তুলে ধরেছেন কবি-লেখিকা ড় পূর্বিতা গুপ্ত। নান্দনিক এই অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করে খুদে শিল্পী প্রাচী ঘোষ দস্তিদার। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী অর্পিতা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রকাশিকা সুমিতা সেনগুপ্ত। সঞ্চালনা করেন রামপ্রসাদ দাস ও রুমনা দাস।

মহারাষ্ট্রের অমরাবতী হাসপাতালে আগুন, ধোঁয়ায় মৃত্যু ৩ সদ্যোজাতের

অমরাবতী, ২৪ আগস্ট (আইএএনএস): মহারাষ্ট্রের অমরাবতীর জেলা মহিলা হাসপাতালের নিওনেটাল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (এনআইসিইউ) সোমবার ভোরে ভয়াবহ আগুনের ঘটনায় তিন সদ্যোজাতের মৃত্যু হয়েছে। ঘন ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তাদের মৃত্যু হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। আরও ছয় শিশুকে স্থানীয় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, ভোর সাড়ে ৩টে নাগাদ হাসপাতালের সদ্য নির্মিত ভবনের তৃতীয় তলায় এই আগুন লাগে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, একটি ভেন্টিলেটরে বিস্ফোরণ থেকেই আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ও ধোঁয়া এনআইসিইউ-র পুরো অংশে ছড়িয়ে পড়ে। তবে আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও নিশ্চিত নয়। ঘটনাস্থল পরীক্ষা করে বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।আগুন লাগার খবর পাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক, নার্স ও হাসপাতালের কর্মীরা দ্রুত একাধিক শিশুকে এনআইসিইউ থেকে উদ্ধার করেন। হাসপাতালের তৃতীয় তলায় তিনটি এনআইসিইউ ওয়ার্ড রয়েছে, যেখানে মোট ৩৯টি শয্যা রয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে ১৩টি করে শয্যা। যে ইউনিটে আগুন লাগে, সেখানে সেই সময় ৯ থেকে ১২ জন ঝুঁকিপূর্ণ ও অপরিণত অবস্থায় জন্ম নেওয়া সদ্যোজাত চিকিৎসাধীন ছিল বলে জানা গেছে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং হাসপাতালের অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। ভবনটি মাত্র এক বছর আগে উদ্বোধন করা হয়েছিল। অভিযোগ, স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা আগুন লাগার পরও সক্রিয় হয়নি। বিস্ফোরিত ভেন্টিলেটরটি পুরনো ছিল কি না, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছিল কি না, অথবা কোনও গুরুতর প্রযুক্তিগত ত্রুটি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।আগুন লাগার খবর পাওয়ার পর দমকল বাহিনী কত দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিস্ফোরণের সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা ঠিক কোথায় ছিলেন এবং তাঁদের প্রতিক্রিয়া কতটা দ্রুত ছিল, তাও তদন্তের আওতায় রয়েছে। ঘটনার পর ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ-সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন। প্রশাসনিক গাফিলতির জন্য দায় নির্ধারণ করতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।এই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন অমরাবতীর জেলা অভিভাবক মন্ত্রী তথা রাজস্বমন্ত্রী চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে। শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, অমরাবতীর এই মর্মান্তিক ঘটনায় তিনি গভীরভাবে ব্যথিত এবং নিহত সদ্যোজাতদের পরিবারের প্রতি তাঁর সমবেদনা রয়েছে।

মন্ত্রী জানান, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে, আহত শিশুদের চিকিৎসা যাতে কোনওভাবে ব্যাহত না হয় তা নিশ্চিত করতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে জরুরি পদক্ষেপও জারি রয়েছে।

আগামী ২৭শে আগস্ট জাতীয় ক্রীড়া দিবসে দেশজুড়ে ‘খেলো ইন্ডিয়া ডায়ালগ - খেল কি বাত, পি এম মোদী কে সাথ”

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট: জাতীয় ক্রীড়া দিবস ২০২৬ উপলক্ষে আগামী ২৭ আগস্ট দেশজুড়ে আয়োজিত হতে চলেছে বৃহৎ যুব-সম্পৃক্ততা কর্মসূচি ‘খেলো ইন্ডিয়া ডায়ালগ - খেল কি বাত, পিএম মোদি কে সাথ’। দেশের ১,৫০০-রও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একযোগে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। তরুণ প্রজন্ম, উদীয়মান ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব এবং নীতিনির্ধারকদের একই মঞ্চে এনে দেশের ক্রীড়া ও যুব উন্নয়নের ভবিষ্যৎ নিয়ে মতবিনিময়ের সুযোগ তৈরি করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভার্চুয়াল ভাষণ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তরুণ ও উদীয়মান ক্রীড়াবিদদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী ক্রীড়া, যুব নেতৃত্ব এবং বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে তাঁদের ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখবেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পর অংশগ্রহণকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে একযোগে শুরু হবে বিভিন্ন সরাসরি কর্মসূচি। আইআইটি, আইআইএম, এনআইটি, এইমস, বিভিন্ন নামী মেডিক্যাল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় এই কর্মসূচিতে অংশ নেবে। এর মাধ্যমে দেশের তরুণদের ভাবনা, পরামর্শ ও উদ্ভাবনী চিন্তাকে ক্রীড়া ও যুবনীতি প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে মূলত চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে রাখা হয়েছে। প্রথমত, দেশের ক্রীড়া পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করা এবং তৃণমূল স্তরে ক্রীড়া সুবিধা, প্রশিক্ষণ ও সুযোগ সম্প্রসারণ। দ্বিতীয়ত, ২০৩৬ সালের অলিম্পিকের লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রতিভা চিহ্নিতকরণ ও ক্রীড়াবিদদের উন্নয়ন। তৃতীয়ত, যুব নেতৃত্বকে শক্তিশালী করা এবং প্রশাসন ও শাসন ব্যবস্থায় তরুণদের অংশগ্রহণ বাড়ানো। চতুর্থত, ভবিষ্যৎমুখী দক্ষতা অর্জন, স্বেচ্ছাসেবা এবং দেশ গঠনের কাজে যুবসমাজকে আরও সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা।কর্মসূচির একটি বিশেষ আকর্ষণ হবে তরুণ ক্রীড়াপ্রেমীদের সঙ্গে দেশের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও পদকজয়ীদের সরাসরি মতবিনিময়। দীপা কর্মকার, সাইনা নেহওয়াল, গগন নারং, শ্রীজেশ, মেরি কম, বাইচুং ভুটিয়া, গোপীচাঁদ, অঞ্জু ববি জর্জ, কর্ণম মল্লেশ্বরী, মীরাবাই চানু এবং পি. টি. ঊষার মতো বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদরা তরুণদের সঙ্গে তাঁদের ক্রীড়াজীবনের অভিজ্ঞতা, সংগ্রাম ও সাফল্যের কথা ভাগ করে নেবেন। বিশিষ্ট ক্রিকেটাররাও এই আলোচনায় অংশ নেবেন। শুধু ক্রীড়াবিদরাই নন, সাংসদ, বিধায়ক, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং বিভিন্ন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীরাও তরুণদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন এবং নির্ধারিত চারটি বিষয়ে তাঁদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করবেন।কর্মসূচির অংশ হিসেবে ‘বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ কুইজ’-এর আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি তরুণদের মাই ভারত পোর্টাল-এ নাম নথিভুক্ত করতে উৎসাহিত করা হবে। এর ফলে একদিনের এই কর্মসূচির পরেও যুবসমাজকে বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচি ও দেশ গঠনের উদ্যোগের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদে যুক্ত রাখার সুযোগ তৈরি হবে।

রুদ্ধশ্বাস টাইব্রেকারে রিয়েল ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে ফাইনালে আর্য কলোনি গোলমাল একাদশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৪ আগস্ট: বিলোনিয়া বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাব আয়োজিত প্রাইজমানি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে জায়গা করে নিল আর্য কলোনি গোলমাল একাদশ। সোমবার বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সেমিফাইনালে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর টাইব্রেকারে বিলোনিয়া রিয়েল ফ্রেন্ডসকে ৩-২ গোলে পরাজিত করে ফাইনালের ছাড়পত্র পায় তারা।

এদিন বিকেল ৪টা নাগাদ শুরু হয় দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। মুখোমুখি হয় রিয়েল ফ্রেন্ডস ও আর্য কলোনি গোলমাল একাদশ। ম্যাচ ঘিরে দর্শকদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উন্মাদনা। ফুটবলপ্রেমীদের ভিড়ে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়াম।

খেলার প্রথমার্ধে দুই দলই একাধিকবার গোল করার সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি। ফলে গোলশূন্য অবস্থাতেই শেষ হয় প্রথমার্ধ। দ্বিতীয়ার্ধেও আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে জমে ওঠে ম্যাচ। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেও কোনও দল গোল করতে না পারায় ম্যাচের নিষ্পত্তি হয় টাইব্রেকারে।

টাইব্রেকারে রিয়েল ফ্রেন্ডস দুটি গোল করতে সক্ষম হলেও আর্য কলোনি গোলমাল একাদশ তিনটি গোল করে জয় নিশ্চিত করে। ফলে ৩-২ গোলে জয় পেয়ে টুর্নামেন্টের ফাইনালে পৌঁছে যায় গোলমাল একাদশ। আগামী ২৬ আগস্ট, বুধবার ফাইনালে সাব্রুমের বিন্দাস বয়েজ-এর মুখোমুখি হবে আর্য কলোনি গোলমাল একাদশ। ফাইনাল ম্যাচকে ঘিরে ইতিমধ্যেই ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে শুরু হয়েছে জোর আলোচনাচ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি কার হাতে উঠবে, তা নিয়ে চলছে নানা জল্পনা।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল ১০টা থেকে বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে শুরু হবে সমাপনী অনুষ্ঠান। থাকবে খ্যাতনামা সংগীতশিল্পীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং অতিথিদের বক্তব্য। এরপর চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের হাতে প্রাইজমানি ও ট্রফি তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি হবে।

ফাইনালে সাব্রুমের বিন্দাস বয়েজ নাকি আর্য কলোনি গোলমাল একাদশকে শেষ হাসি হাসবে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরার ফুটবলপ্রেমীরা।

পুতিনের সঙ্গে জয়শঙ্করের বৈঠক

● **প্রথম পাতার পর** কমিশন অন ট্রেড, ইকোনমিক, সায়েন্টিফিক, টেকনোলজিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল কো-অপারেশনের ২৭তম অধিবেশনে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন।

বৈঠকে পুতিন জানান, দুই দেশের আলোচনায় জ্বালানি ছাড়াও ভারতের কৃষকদের জন্য সার সরবরাহ, পারমাণবিক শক্তি, উচ্চপ্রযুক্তি-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। ভারতের কৃষকদের প্রয়োজন মেটাতে সার সরবরাহ আরও বাড়ানোর জন্য রাশিয়া প্রস্তুত বলেও জানান তিনি। জয়শঙ্কর বলেন, আন্তঃসরকারি কমিশনের বৈঠকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, পারমাণবিক শক্তি, সার সরবরাহ-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। দুই দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এবং ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে একটি শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্ব রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বিদেশমন্ত্রী আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদি এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে পুতিনের সঙ্গে দেখা করার জন্য আগ্রহী। পাশাপাশি ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলা স্কুটুজ্জঙ্খছ শীর্ষ সম্মেলনেও পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

‘হর হর মহাদেব’ ধ্বনিতে মুখর কমলপুর, শিববাড়ির পথে হাজারো ভক্তের কাওয়ার যাত্রা

আগরতলা, ২৪ আগস্ট: ভক্তি, বিশ্বাস আর মহাদেবের প্রতি অগাধ ভালোবাসায় আজ আধ্যাত্মিক আবহে মুখর হয়ে উঠল কমলপুর মহকুমা। কাঁধে কাওয়ার এবং মুখে ‘হর হর মহাদেব’ ধ্বনি তুলে পবিত্র কাওয়ার যাত্রায় শামিল হলেন হাজার হাজার শিবভক্ত।

শিববাড়ি বলবম পরিচালন কমিটির উদ্যোগে আজ আয়োজন করা হয় পবিত্র কাওয়ার যাত্রার। সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকা থেকে ভক্তরা সমবেত হতে শুরু করেন। এরপর ধর্মীয় রীতি-নীতি মেনে শুরু হয় কাওয়ার যাত্রা। শিবের নাম জপ করতে করতে ভক্তদের দীর্ঘ মিছিল এগিয়ে যায় শিববাড়ির উদ্দেশ্যে।

পুরো যাত্রাপথ জুড়ে শোনা যায় ‘হর হর মহাদেব’, ‘বোল বম’ সহ বিভিন্ন ধর্মীয় ধ্বনি। কাঁধে কাওয়ার নিয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহু ভক্ত এই পুণ্যযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। ভক্তদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় গোটা এলাকা যেন পরিণত হয় এক আধ্যাত্মিক মিলনক্ষেত্রে।

পাহাড়ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এই কাওয়ার যাত্রাকে ঘিরে ভক্তদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ। অনেকের কথায়, কমলপুরের পাহাড়ের কোলে শিববাড়ির এই পরিবেশ যেন ‘এক টুকরো অমরনাথ’-এর অনুভূতি এনে দেয়।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মহাদেবের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করা এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যকে সামনে রেখে এই কাওয়ার যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। যাত্রাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়।

হাজারো ভক্তের উপস্থিতি ও ‘হর হর মহাদেব’ ধ্বনিতে এদিন কমলপুরজুড়ে তৈরি হয় এক উৎসবমুখর ও ভক্তিময় পরিবেশ।

খোয়াই জেলা হাসপাতালে জটিল স্ত্রীরোগের সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট: খোয়াই জেলা হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অ্যামাল্য দেববর্মা এবং অপারেশন থিয়েটারের দক্ষ টিমের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আরও একটি জটিল স্ত্রীরোগের সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে।

খোয়াই জেলার সোনাতলা এলাকার ৪০ বছর বয়সি মানদা দেবনাথ, স্বামী রাম দেবনাথ, গত প্রায় ছয় মাস ধরে জটিল স্ত্রীরোগজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। বিশেষ করে মাসিকের সময় তিনি অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের সমস্যায় ভুগছিলেন। সমস্যার কারণে তিনি খোয়াই জেলা হাসপাতালের এমসিএইচ ক্লিনিকে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অর্ঘ্যমল্য দেববর্মার পরামর্শ নেন। রোগীর প্রয়োজনীয় রক্তপরীক্ষা, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ও অন্যান্য চিকিৎসাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করার পর পরিবারের সদস্যদের সম্মতিতে চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে ১৯ আগস্ট তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

২১ আগস্ট আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট ধরে রোগীর জটিল অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এই ধরনের অস্ত্রোপচারকে টোটাল আবডোমিনাল হিস্টারেক্টোমি উইথ বিলা টোরাল সালপিঙ্গু অপারেকটমি বলা হয়। চিকিৎসক ও অপারেশন থিয়েটারের সদস্যদের দক্ষতা, সমন্বিত প্রচেষ্টা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে অস্ত্রোপচারটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। বর্তমানে রোগী সুস্থ রয়েছেন। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে সুস্থ হয়ে ওঠার পর আজ তিনি বাড়ি পৌঁছেছেন।

অস্ত্রোপচার টিমে উপস্থিত ছিলেন প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অর্ঘ্যমল্য দেববর্মা, অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডাঃ বিশ্বজিৎ দেববর্মা, নার্সিং অফিসার ত্রিনময় দেববর্মা ও সুজাতা দাস, ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সান্তা কুমার ত্রিপুরা এবং জিডিএ কর্মী অরবিন্দ নম।আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হওয়ায় রোগীর পরিবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বিলোনীয়া মহকুমা স্থিত মনুরমুখ রামঠাকুর মন্দিরে ঝুলন যাত্রা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২৪ শে আগস্ট:-বিলোনীয়া মহকুমা স্থিত মনুরমুখ রামঠাকুর মন্দির প্রাঙ্গনে রাধা গোবিন্দের ৬ দিন ব্যাপী পবিত্র ঝুলনযাত্রার শুভ উদ্বোধন হল। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ধর্মগুরু ১০৮ নিধি দাস বাবাজী মহারাজ, শঙ্কর মঠ ও মিশনের স্বামী ধ্যানাত্মনন্দ মহারাজ, উৎসব সভাপতি রাজেশ্বর সেন, গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক যাত্রামোহন সরকার, মানিক সোম ও দীলিপ বিশ্বাস, সমাজ সেবী রনেন্দু মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ২০১৯ সালে শুরু হওয়া এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান কে কেন্দ্র করে রাজ্য ও বহি:রাজ্য থেকে আগত সাধু সন্ত, বৈষ্ণব, ধর্মগুরু দের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা রসিক সিন্ধু ব্রহ্মচারী সকল অংশের মানুষের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন। উদ্বোধক ১০৮ নিধি বাবাজী মহারাজ তাঁর মূল্যবান ভাষণে সকল অংশের মানুষ কে কৃষ্ণনাম এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন। প্রদীপ প্রজ্বলন এবং স্বামী ধ্যানাত্মনন্দ মহারাজের ন্ট্রে উচ্চারিত বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ এবং কৃষ্ণময় ভাবনার মধ্যে দিয়ে শুরু হওয়া এই ঝুলনযাত্রার উদ্বোধনী পর্বে রাজ্যের গুনী শিল্পীদের মধ্যে সত্যজিৎ পাল, পায়েল সাহা, অন্বেষা বৈদ্য, অলোক পাল, প্রীতি দে, প্রতুষ্ণ দেবনাথ, চয়ন দাস প্রমুখ অপূর্ব সঙ্গীতানুষ্ঠনে অংশগ্রহণ করেন।

শিল্পীদের দ্বারা সঙ্গীত ও বাদ্য যন্ত্রের সঙ্গতে যেন এক অন্যরকম আবেগ সৃষ্টি হয়। উপস্থিত ভক্তমন্ডলী,দর্শক, অতিথি, গ্রামবাসীরা আজকের এই আনন্দময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোক্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারাণী কে দোলনায় দুলিয়ে সকল ভক্তবৃন্দ শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করেছেন। এদিকে উৎসব কে কেন্দ্র করে মেলার পরিবেশ তৈরী হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মনুরমুখ গ্রামটি বিলোনীয়ার প্রবেশদ্বার হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত তাই বিলোনীয়া শহর বাদেও সাব্রুম, উদয়পুর, শান্তিরবাজার, অমরপুর, করবুক থেকে জাতি-জনজাতির সকল ভক্তরা এখানে সমবেত হয়েছেন। বর্তমান সমাজে যেভাবে নেশার প্রকোপ বেড়েছে তাতে যুব সমাজ ক্রমাগত ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে তাই এই মুহুর্তে আধ্যাত্মিকতাই একমাত্র মানুষ

মালিকের অনুপস্থিতিতে

● **আটের পাতার পর** জড়িত থাকার বিষয়টি এখনও নিশ্চিত নয়। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে গোটা ঘটনা ও চুরি যাওয়া সামগ্রীর বিষয়ে বিস্তারিত জানান বাড়ির মালিক শিবা দেববর্মা। ঘটনায় পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়েছে কি না এবং তদন্তে কী উঠে আসে, এখন সেদিকেই নজর এলাকাবাসীর।

পুলিশ রিমান্ডের আবেদন

● **আটের পাতার পর** এলাকাকে চোরমুক্ত করার লক্ষ্যে পুলিশের অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলেও জানান তিনি।

এদিন ধৃত অভিজিৎ গোয়ালাকে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশের ধারণা, তাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে চুরি চক্রের সঙ্গে যুক্ত আরও কয়েকজনের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ।

৫ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে

● **প্রথম পাতার পর** সন্তান হারানো পরিবারগুলির সঙ্গে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ হিসেবে দেখছে তারা।

৫ সেপ্টেম্বরের মিছিলে বিপুল সংখ্যায় পড়ুয়া, যুব সংগঠন এবং তরুণ নাগরিকদের যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে সিজেপি। দলের বক্তব্য, মৃতদের পরিবারের সদস্য এবং পুলিশের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরাই মিছিলের সামনে থাকবেন। তাঁদের সঙ্গে পা মেলাবেন দেশের তরুণ প্রজন্ম। তাঁদের মূল দাবি একটাই, সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে।

দীর্ঘ ১০ বছর পর ভিলেজ কমিটি নির্বাচন, প্রস্তুতি শুরু রাজ্য নির্বাচন কমিশনের

আগরতলা, ২৪ আগস্ট: দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর ধরে রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়নি ভিলেজ কমিটির নির্বাচন। অবশেষে শীর্ষ আদালতের নির্দেশে রাজ্যে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। মোট ৫৮৭টি আসনে এই নির্বাচন হবে। যদিও এখনও নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়নি, তবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে সোমবার আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে রিটার্নিং অফিসারদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে নির্বাচনী আইন, আদর্শ আচরণবিধি, মনোনয়নপত্র জমা ও যাচাই-বাছাই, প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, ভোটগ্রহণ এবং ভোট গণনাসহ নির্বাচনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে রিটার্নিং অফিসারদের বিস্তারিতভাবে অবহিত করা হয়।

বৈঠকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার প্রদীপ চক্রবর্তী জানান, নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকরা যাতে নির্দিষ্ট নিয়ম ও আইন মেনে সুষ্ঠুভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন, সে বিষয়ে তাঁদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানান, এদিন রিটার্নিং অফিসারদের হাতে-কলমে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিভিন্ন নিয়মকানুন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। নির্বাচনের সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের বিভিন্ন ধরনের ভুলত্রুটি নিয়ে অভিযোগ ওঠার নজির রয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের সমস্যা এড়ানো যায় এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়, সেদিকেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বৈঠকে।

সোমবারের বৈঠকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ এক দশক পর ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলায় ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে তৎপরতা শুরু হয়েছে। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পর প্রস্তুতি আরও জোরদার হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সীমান্ত সমস্যা নিয়ে

● **প্রথম পাতার পর** এবং গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়েও দুই পক্ষ মতবিনিময় করবে বলে জানান তিনি।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, বেজিং সফরে অজিত ডোভাল চিনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হান ঝেং-এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন।

ভারত বরাবরই বলে এসেছে, সীমান্ত পরিস্থিতির সঙ্গে সামগ্রিক ভারত-চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবস্থার সরাসরি যোগ রয়েছে। চলতি মাসের শুরুতে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছিলেন, সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখা ভারতের কাছে সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিষয়। ৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত ভারত-চীন সীমান্ত বিষয়ক ওয়ার্কিং মেকানিজম ফর কনসালটেশন অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন (ডব্লিউএমসিসি)-এর ৩৬তম বৈঠকেও দুই পক্ষ প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি) বরাবর পরিস্থিতি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছিল।

জয়সওয়াল জানিয়েছিলেন, ভারত আবারও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখা সামগ্রিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে অমীমাংসিত বিষয়গুলির সমাধান এবং এলএসি বরাবর ভুল বোঝাবুঝি বা ভুল হিসাবের সম্ভাবনা এড়াতে বিদ্যমান কূটনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থাগুলি ব্যবহার করে যাওয়ার বিষয়ে দুই দেশ সম্মত হয়েছে।

এখন পর্যন্ত ৫১ জন

● **প্রথম পাতার পর** অপরাধীদের বিষয়টি দেশের সার্বভৌমত্ব, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, আইনশৃঙ্খলা এবং জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

পলাতক অপরাধীদের বিরুদ্ধে সরকারের কৌশল তিনটি মূল স্তম্ভের উপর গড়ে উঠেছেআন্তর্জাতিক পরিসরে যোগাযোগ বৃদ্ধি, সংস্থাগুলির মধ্যে আরও শক্তিশালী সমন্বয় এবং কূটনৈতিক তৎপরতা।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, পলাতক অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনি কাঠামোও উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করা হয়েছে। ২০১৮ সালের ফিউজিটিভ ইকোনমিক অফেন্ডার্স অ্যাক্ট, ২০১৯ সালে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) অ্যাক্ট এবং বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (ইউএপিএ)-এর সংশোধন এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস)-এর ৩৫৫ ও ৩৫৬ ধারার মাধ্যমে অনুপস্থিতিতেও বিচার চালানোর বিধান আনা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আরও জোরদার করতে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ভারতপোল চালু করা হয়। এই সমন্বিত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ১,৪০০-রও বেশি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ইন্টারপোলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

বিজেপি ও মথার মধ্যে

● **প্রথম পাতার পর** স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

এদিনের কর্মসূচিতে ১২৫তম সংবিধান সংশোধনী বিল দ্রুত পাস করার দাবিও জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার অধিকার, স্বশাসন ও সাংবিধানিক সুরক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এই বিল গুরুত্বপূর্ণ। তাই দীর্ঘসূত্রিতা না করে বিলটি দ্রুত সংসদে পাস করার জন্য কেন্দ্রের কাছে দাবি জানানো হয়।

অবস্থান বিক্ষোভে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী এডিসির নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে সরব হন এদিন। তিনি অভিযোগ করেন, কোনও ধরনের তদন্ত, নোটিশ কিংবা নির্ধারিত নিয়মকানুন অনুসরণ না করেই এডিসিতে প্রায় ২৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

বেআইনি নিয়োগের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার দাবিতে এই গণ অবস্থান বলে জন্য তিনি।

এদিন তিনি বিজেপি ও তিপ্রা মথার বিরুদ্ধে একে অপরের সঙ্গে সমঝোতার রাজনীতি করার অভিযোগও তোলেন। তাঁর দাবি, দীর্ঘ প্রায় দশ বছর ধরে এডিসিতে সঠিকভাবে নির্বাচন না হওয়ায় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নানা ধরনের অনিয়মের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বিরোধী দলনেতা আরও অভিযোগ করেন, ত্রিপুরার আদিবাসী অংশের নতুন প্রজন্মকে নানা সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তিপরাল্যান্ড, ভূমি ও সংস্কৃতির মতো বিষয়গুলিকেও রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন।

বিজেপি ও তিপ্রা মথার বিরুদ্ধে এডিসি এবং সরকারের সম্পদ লুটের রাজনীতি করার অভিযোগ তুলে এর অবসানের দাবিতে এই অবস্থান-বিক্ষোভের আয়োজন বলে জানান বিরোধী দলনেতা। তিনি দাবি জানান, অবিলম্বে নিয়োগ প্রক্রিয়ার তদন্ত করে অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং এডিসিতে স্বচ্ছ ও নিয়ম মেনে নিয়োগ ও নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে।

এডিসির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে স্বচ্ছ নিয়োগ নিশ্চিত করা এবং সাংবিধানিক অধিকার ও সুরক্ষা আরও শক্তিশালী করা সময়ের দাবি। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দাবি জানানো হলেও এখনও প্রত্যাশিত সমাধান মেলেনি। ফলে বাধ্য হয়েই তাঁরা আন্দোলনের পথে নেমেছেন।

কর্মসূচি থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এডিসির নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলি পুনর্বিবেচনা করে স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করা, শূন্যপদ দ্রুত পূরণ করা এবং ১২৫তম সংবিধান সংশোধনী বিল দ্রুত পাসের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

এদিনের অবস্থান কর্মসূচিকে ঘিরে স্বামী বিবেকানন্দ মাঠ এলাকায় সংগঠনের সদস্য-সমর্থকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন দাবিতে স্লোগান তুলে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেন আন্দোলনকারীরা।

নদীতে তলিয়ে যাওয়া শিশুর

● **প্রথম পাতার পর** শিশুটির সন্ধান মেলেনি। সোমবার ফের উদ্ধার অভিযান শুরু করা হয়। অবশেষে দুপুরে নদী থেকে আজমিরের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

ঘটনায় শোক প্রকাশ করে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক ঘটনা এটি। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর অবশেষে বিশালগড়ের নবীনগরে নদীতে তলিয়ে যাওয়া ৮ বছরের নিষ্পাপ শিশুটির নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এই হৃদয়বিদারক ঘটনায় তিনি গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। এই অপূরণীয় ক্ষতি মেনে নেওয়া যায় না। পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন তিনি।

এদিকে, উদ্ধারকাজে দেরি ও তৎপরতার অভাব নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর উদ্ধারকাজে প্রত্যাশিত তৎপরতা দেখা যায়নি। এমনকি দমকল কর্মীদের বিরুদ্ধে মোবাইলে ভিডিও করার অভিযোগও উঠেছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনায় দ্রুত ও কার্যকর উদ্ধার অভিযান নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

শিক্ষক সংকটে জাতীয়

● **প্রথম পাতার পর** সড়কে অবস্থান নেয় আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীরা। তাঁদের অবরোধের জেরে নবীনচড়া এলাকায় জাতীয় সড়কের দু’পাশে প্রচুর যানবাহন আটকে পড়ে। দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হওয়ায় এলাকায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।

খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পেঁচারথল থানার পুলিশ। পাশাপাশি ঊনকোটি জেলার শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকসহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তাঁরা আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার বিষয়টি শোনেন এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন। প্রশাসনের আশ্বাসে দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ অবরোধ তুলে নেয় পড়ুয়ারা। এরপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় জাতীয় সড়কে যান চলাচল।

তবে আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, অবিলম্বে বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ না করা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে। শিক্ষক সংকটের দ্রুত সমাধান করে বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পঠনপাঠনের পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছে তারা।

বিশ্রামগঞ্জ আরডি অফিসে

● **প্রথম পাতার পর** পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অফিস চত্বরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ঠিক কী কারণে এই হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত এবং হামলার নেপথ্যে সঠিক কারণ কী, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সরকারি দপ্তরে হামলা, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর এবং নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা টিএসআর জওয়ানের ওপর হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ঘটনার পর বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে প্রশাসন। তদন্ত সম্পন্ন হলে হামলার প্রকৃত কারণ ও ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সামনে আসবে বলে জানা গেছে।

পৃথক স্থানে পুকুর থেকে উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর** সন্ধ্যা পর্যন্ত অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে কাজও করেছিলেন তিনি। কিন্তু এরপর থেকেই তাঁর আর কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পাননি।

অবশেষে সোমবার দুপুরে স্থানীয় একটি পুকুরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ ভাসতে দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায়। পরে মৃতদেহটি উত্তম চৌধুরীর বলে শনাক্ত করা হয়।

মৃতের মেয়ের দাবি, উত্তম চৌধুরীর এটি ছিল দ্বিতীয় সংসার। তাঁর স্থায়ী বাড়ি সাব্রুমে হলেও কুমারঘাটের পণ্ডিত দীনদয়াল সরণী এলাকায় স্ত্রী ও তিন সন্তানকে নিয়ে বসবাস করতেন তিনি।

তবে কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুকুরে কীভাবে তাঁর মৃত্যু হলো, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছেতা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

এদিকে, সিধাই থানাধীন মোহনপুর বিধানসভার ছেচুরিয়া বাজার এলাকায় একটি পুকুর থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গেছে, ছেচুরিয়া বাজার পাড়ার বাজারের পিছনে একটি রাবার বাগানের পুকুরে বুধবার সকালে স্থানীয়রা এক ব্যক্তির মৃতদেহ ভাসতে দেখতে পান। স্থানীয় কয়েকজন জানান, সকালে জমিতে কাজ করতে যাওয়ার সময় তাঁদের নজরে আসে পুকুরের জলে মৃতদেহটি ভাসছে। এরপর বিষয়টি দ্রুত স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি পুলিশকে জানানো হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। স্থানীয়দের দাবি, মৃত ব্যক্তির পরনে কোনো পোশাক ছিল না এবং এখনও পর্যন্ত তাঁর পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। এমনকি আশপাশের এলাকায় সম্প্রতি কোনো ব্যক্তি নিখোঁজ হওয়ার খবরও তাঁদের জানা নেই।

মৃত ব্যক্তির পরিচয় এবং কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা নিয়ে এলাকায় নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ঘটনাটি পুলিশকে জানানো হয়েছে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় গোটা ছেচুরিয়া বাজার এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান

● **প্রথম পাতার পর** বিরুদ্ধে সরব হয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক শিশুর মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ করে তারা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর দুরবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। পাশাপাশি ভাঙাচোরা রাস্তার কারণে হাসপাতালে পৌঁছনোর পথে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ এবং বিলোনিয়া হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সিরিঞ্জের ঘাটতির কথাও বিবৃতিতে তুলে ধরা হয়েছে। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের শূন্যপদ দ্রুত পূরণ এবং ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও পরিকাঠামোর ঘাটতি দূর করার দাবি জানিয়েছে দলটি।

হাওড়া নদী সংস্কার প্রসঙ্গেও সরকারকে কটাক্ষ করেছে কংগ্রেস। তাদের প্রশ্ন, গত আট বছর ধরে নদী সংস্কারের জন্য সরকার কেন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়নি। প্রতি বছর বন্যার পর নতুন করে প্রতিশ্রুতি না দিয়ে স্থায়ী সমাধানের পরিকল্পনা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, আগরতলা শহরের যানজটের জন্য ই-রিকশা ও ই-অটোকে দায়ী করার সরকারি পদক্ষেপেরও সমালোচনা করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। তাদের বক্তব্য, কর্মসংস্থানের অভাবে শিক্ষিত যুবকরাও জীবিকার তাগিদে ই-রিকশা ও ই-অটো চালাতে বাধ্য হচ্ছেন। তাই যানজটের মূল কারণ হিসেবে শুধু ছোট যানবাহনকে দায়ী না করে পরিকল্পনাহীন রাস্তা সংস্কার ও নগর ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার দিকে নজর দেওয়া উচিত।

পোস্ট অফিস চৌমুহনী থেকে নেতাজি চৌমুহনী পর্যন্ত রাস্তার পাশে ইলেকট্রনিক্স ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের বিষয়েও সরকারের কাছে ব্যাখ্যা দাবি করেছে কংগ্রেস। এমএল প্লাজা ও নবনির্মিত শপিংমলের পার্কিং ব্যবস্থার জন্যই ছোট ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও তোলা হয়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের প্রস্তাব, ই-রিকশা ও ই-অটো সম্পূর্ণ বাতিল না করে জেলাভিত্তিক পারমিটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। একইসঙ্গে ই২০ প্রকল্প বন্ধ করা, দলীয় সংকীর্ণতা পরিহার করে প্রশাসনকে জনস্বার্থে পরিচালনা এবং নগর পরিবহণের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

বিবৃতির শেষে প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বা প্রচারসর্বস্ব কর্মসূচি দিয়ে রাজ্যের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছতা, সুপরিকল্পনা এবং সর্বদলীয় আলোচনা। জনগণের স্বার্থে সরকারকে বাস্তব সমস্যাগুলির সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস।

ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের তদন্তে দোষী সাব্যস্ত খো খো-র দুই পদাধিকারী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। প্রকাশিত খবর ও অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে এবার দোষী সাব্যস্ত হলেন ত্রিপুরা খো খো এসোসিয়েশনের সচিব মিনতি পাল ও সহ-সভাপতি চন্দন সুর। অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষ দুই পদাধিকারী দোষী সাব্যস্ত হতেই ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে চাপ বাড়ছে সভাপতির উপর। অনূর্ধ১৪ বালক ও বালিকাদের জাতীয় প্রতিযোগিতার জন্য দল গঠনের ক্ষেত্রে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল অ্যাসোসিয়েশনের সচিব ও সহ-সভাপতি উপর। শুধু তাই নয়, চলতি বছরের ২৭ জানুয়ারি মনিন্দ্র চন্দ্র দেব নামে এক অভিভাবক দুই পদাধিকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ এনে লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করেন ক্রীড়া পর্ষদে। ২০২৫ সালের ২৩ শে নভেম্বর জাতীয় প্রতিযোগিতার জন্য রাজ্য দল গঠনের লক্ষে একটি নির্বাচনী শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবির থেকে ১৫ জন বালক ও ১৫ জন বালিকা মূল দলে নির্বাচিত হন। পাশাপাশি কয়েকজন খেলোয়ারকে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হয়। অভিযোগকারী দাবি, শুরুতে প্রত্যেক খেলুয়ারের কাছ থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা নেওয়ার কথা জানানো হলেও, পরবর্তী সময়ে কোন ধরনের আলোচনা ছাড়া বা সভাপতিকে অবহিত না করেই প্রত্যেক খেলোয়াড়ের কাছ থেকে আরও ১৩০০ টাকা দাবি করা হয়। অতিরিক্ত এই অর্থ বহন করা অনেক খেলোয়ারের পরিবারের পক্ষেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। এর পরেও জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় সন্তানদের অংশগ্রহণের আশায় অভিভাবকরা কোনভাবে সেই অর্থের ব্যবস্থা করেন। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের আগে খেলোয়ারদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করার পরিবর্তে কিছু পদক্ষেপ তাদের মধ্যে ভয় ও অনুষ্ঠিয়তা তৈরি করে। অভিযোগকারী দাবি করেন প্রশিক্ষক সমীর রঞ্জন পালের মাধ্যমে জানতে পারেন যে তার মেয়ে মূল দল থেকে বাদ পড়েছে। কিন্তু কেন বাদ পড়েছে তাকে কোন লিখিত বা মৌখিক কারণ জানানো হয়নি। ২৬ শে জানুয়ারির সন্ধ্যায় তাকে জানানো হয় যে তার মেয়ে জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না। তাও আবার রাজ্য দলের হয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য রেল স্টেশনে যাওয়ার পর মেয়েকে জানানো হয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে না পারার কথা। অভিযোগ পত্রে ঘটনাটিকে শিশু অধিকার মানসিক নিরাপত্তা এবং খেলোয়াড়দের সঙ্গে ন্যায় আচরণের দৃষ্টিকুণ থেকে দেখা হয়েছে। দল থেকে বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন লিখিত কারো না দেখিয়ে শিশুটিকে মানসিক চাপের মধ্যে ফেলা হয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়। মনিন্দ্র চন্দ্র দেবের পক্ষ থেকে করা অভিযোগের ভিত্তিতে ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ তদন্তে উত্থাপিত অভিযোগ গুলি প্রমাণিত হয়েছে বলে অভিযোগকারী দাবি। তদন্তে সচিব মিনতি পাল এবং সহ-সভাপতি চন্দন সুরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এই পরিস্থিতিতে তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে দ্রুত প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরালো হয়ে উঠছে। একই সাথে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চাপ বাড়ছে ক্রীড়া পর্ষদের সভাপতির উপর। পর্ষদ সভাপতি কি পদক্ষেপ নেয়। তার দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছেন সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় ও তাদের অভিভাবকরা।খবর ও অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে এবার দোষী সাব্যস্ত হলেন ত্রিপুরা খো খো এসোসিয়েশনের সচিব মিনতি পাল ও সহ-সভাপতি চন্দন সুর। অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষ দুই পদাধিকারী দোষী সাব্যস্ত হতেই ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে চাপ বাড়ছে সভাপতির উপর। অনূর্ধ১৪ বালক ও বালিকাদের জাতীয় প্রতিযোগিতার জন্য দল গঠনের ক্ষেত্রে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল অ্যাসোসিয়েশনের সচিব ও সহ-সভাপতি উপর। শুধু তাই নয়, চলতি বছরের ২৭ জানুয়ারি মনিন্দ্র চন্দ্র দেব নামে এক অভিভাবক দুই পদাধিকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ এনে লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করেন ক্রীড়া পর্ষদে। ২০২৫ সালের ২৩ শে নভেম্বর জাতীয় প্রতিযোগিতার জন্য রাজ্য দল গঠনের লক্ষে একটি নির্বাচনী শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবির থেকে ১৫ জন বালক ও ১৫ জন বালিকা মূল দলে নির্বাচিত হন। পাশাপাশি কয়েকজন খেলোয়ারকে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হয়। অভিযোগকারী দাবি, শুরুতে প্রত্যেক খেলুয়ারের কাছ থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা নেওয়ার কথা জানানো হলেও, পরবর্তী সময়ে কোন ধরনের আলোচনা ছাড়া বা সভাপতিকে অবহিত না করেই প্রত্যেক খেলোয়াড়ের কাছ থেকে আরও ১৩০০ টাকা দাবি করা হয়। অতিরিক্ত এই অর্থ বহন করা অনেক খেলোয়ারের পরিবারের পক্ষেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। এর পরেও জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় সন্তানদের অংশগ্রহণের আশায় অভিভাবকরা কোনভাবে সেই অর্থের ব্যবস্থা করেন। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের আগে খেলোয়ারদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করার পরিবর্তে কিছু পদক্ষেপ তাদের মধ্যে ভয় ও অনুষ্ঠিয়তা তৈরি করে। অভিযোগকারী দাবি করেন প্রশিক্ষক সমীর রঞ্জন পালের মাধ্যমে জানতে পারেন যে তার মেয়ে মূল দল থেকে বাদ পড়েছে। কিন্তু কেন বাদ পড়েছে তাকে কোন লিখিত বা মৌখিক কারণ জানানো হয়নি। ২৬ শে জানুয়ারির সন্ধ্যায় তাকে জানানো হয় যে তার মেয়ে জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না। তাও আবার রাজ্য দলের হয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য রেল স্টেশনে যাওয়ার পর মেয়েকে জানানো হয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে না পারার কথা। অভিযোগ পত্রে ঘটনাটিকে শিশু অধিকার মানসিক নিরাপত্তা এবং খেলোয়াড়দের সঙ্গে ন্যায় আচরণের দৃষ্টিকুণ থেকে দেখা হয়েছে। দল থেকে বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন লিখিত কারো না দেখিয়ে শিশুটিকে মানসিক চাপের মধ্যে ফেলা হয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়। মনিন্দ্র চন্দ্র দেবের পক্ষ থেকে করা অভিযোগের ভিত্তিতে ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ তদন্তে উত্থাপিত অভিযোগ গুলি প্রমাণিত হয়েছে বলে অভিযোগকারী দাবি। তদন্তে সচিব মিনতি পাল এবং সহ-সভাপতি চন্দন সুরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এই পরিস্থিতিতে তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে দ্রুত প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরালো হয়ে উঠছে। একই সাথে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চাপ বাড়ছে ক্রীড়া পর্ষদের সভাপতির উপর। পর্ষদ সভাপতি কি পদক্ষেপ নেয়। তার দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছেন সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় ও তাদের অভিভাবকরা।

নীল জ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবলের মেগা ফাইনালে আজ এগিয়ে চলো ও কল্যাণ সমিতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। নীল জ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ এখন শেষ লগ্নে। আগামীকাল, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইটের ঝলমলে আলোয় আয়োজিত হতে চলেছে টুর্নামেন্টের জমজমাট ফাইনাল ম্যাচ। খেতাব জয়ের এই লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে দুই শক্তিশালী দলএগিয়ে চলো সংঘ এবং কল্যাণ সমিতি। ফুটবলপ্রেমীদের নজর এখন এই বহুল প্রতীক্ষিত দ্বৈরথের দিকে, যেখানে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে সুদৃশ্য ট্রফি সহ ৬০ হাজার টাকা এবং রানার্স দল পাবে ট্রফি সহ ৪০ হাজার টাকার আর্থিক পুরষ্কার। দর্শকরা মাত্র ৫০ টাকার টিকিটে মাঠের এই হাইভোল্টেজ লড়াই উপভোগ করতে পারবেন।ফাইনালে ওঠার পথে উভয় দলই টুর্নামেন্ট জুড়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স প্রদর্শন করেছে। সেমিফাইনালের প্রথম ম্যাচে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারকে ৩-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে নিজেদের স্থান নিশ্চিত করে এগিয়ে চলো সংঘ। এর আগে কোয়ার্টার ফাইনালে বীরেন্দ্র ক্লাবকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল তারা। অন্যদিকে, দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কল্যাণ সমিতি গতবারের চ্যাম্পিয়ন ব্লাড মাউথ ক্লাবকে ২-০ গোলে পরাজিত করে বড়সড় চমক দিয়ে ফাইনালের টিকিট জোগাড় করে। কোয়ার্টার ফাইনালের কঠিন লড়াইয়ে টাউন ক্লাবকে ২-১ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে শেষ চারে উঠেছিল তারা। দুই দলেরই সাম্প্রতিক ফর্ম বিবেচনা করে আগামীকাল এক চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচের প্রত্যাশা করছেন ক্রীড়ামোদী মহল। খেতাবী লড়াইয়ের পাশাপাশি পুরো টুর্নামেন্ট জুড়েই ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেখানে প্রতি ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়কে ১,০০০ টাকা করে প্রাইজমানি দেওয়া হয়েছে। ফাইনাল ম্যাচ শেষে টুর্নামেন্টের সর্বাধিক গোলদাতার হাতেও তুলে দেওয়া হবে বিশেষ পুরষ্কার। সব মিলিয়ে মঙ্গলবারের সন্ধ্যায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে এক রোমাঞ্চকর ফুটবল নৈশলোকের সাক্ষী হতে চলেছেন দর্শকরা।

বিলোনিয়া প্রাইজমানি ফুটবলের ফাইনালে আর্য কলোনী গোলমাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। বিলোনিয়া বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাবের আয়োজিত প্রাইজমানি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে আর্য্য কলোনী গোলমাল। ৩-২ গোলে রিয়েল ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে ফাইনাল খেলার ছাড়পত্র পায়। আগামী ২৬ আগস্ট ফাইনাল ম্যাচে বিন্দাস বয়েস,আর্য্য কলোনী গোলমাল মুখোমুখি হবে। সোমবার ছিল দ্বিতীয় সেমিফাইনাল।এই সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয় বিলোনিয়া রিয়েল ফ্রেন্ডস বনাম আর্য্য কলোনি গোলমাল।এই ফুটবল টুর্নামেন্টকে ঘিরে দর্শকদের মধ্যে ছিল উন্মাদনা। বিদ্যাপিঠ মিনি স্টেডিয়ামে কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিল ফুটবল প্রেমীদের।সোমবার বিকেল চারটা নাগাদ শুরু হয় দ্বিতীয় সেমিফাইনালের. টুর্নামেন্ট।গোলমাল বনাম রিয়াল ফ্রেন্ডসের পক্ষ থেকে ফুটবলাররা লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়ে প্রথম অর্ধে কোন গোল করতে পারে নি। উভয় দলের ফুটবলাররা গোল দেওয়ার সুযোগ থাকলেও প্রথম অর্ধে ব্যার্থ হয়। দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে নেমে উভয় দল কোন গোল করতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে টাই ব্রেকারের মাধ্যমে রিয়েল ফ্রেন্ডস দুই গোল করে, গোলমাল তিন গোল করে টুর্নমেন্টে ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পায়। ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হবে বিন্দাস বয়েস বনাম আর্যকলোনি গোলমাল একাদশ।আগামী ২৬ শে আগষ্ট বুধবার দুপুর থেকে খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পীদের নিয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অতিথিদের আলোচনা সহ চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সদের হাতে প্রাইজমানি সহ ট্রফি তুলে দিয়ে এই টুর্নামেন্টের সমাপ্তি ঘটবে বিদ্যপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে। কে দখল করবে ফাইনাল ম্যাচে চ্যাম্পিয়নশিপ এই নিয়ে চলছে ফুটবল প্রেমীদের মধ্যে গুঞ্জন। কেউ বলছে সাক্রুমের বিন্দাস বয়েস আবার কেউ বলছে আর্য কলোনী গোলমাল। আগামী বুধবারের অপেক্ষায় সবাই।

বৈকুণ্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবল লিগে অপরাজিত থেকে সুপার লিগে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় আয়োজিত বৈকুণ্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবল লিগে জয়রথ অব্যাহত রাখল জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। সোমবার বিকেল ৩টায় মুখোমুখি লড়াইয়ে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক ক্লাবকে ২-১ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে পূর্ণ তিন পয়েন্ট তুলে নেয় তারা। ম্যাচের শুরু থেকেই দু’’দল আক্রমণের ধার বাড়ায়। খেলার মাত্র ৩ মিনিটের মাথায় নেকা কের নিখুঁত গোলে জম্পুইজলা এগিয়ে গেলেও, ১০ মিনিটের মাথায় দুর্দান্ত গোল করে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক ক্লাবের ঝুমা ওড়াং ম্যাচে সমতা ফেরান। ১-১ গোলে সমতা ফেরার পর দ্বিতীয় অর্ধে জমে ওঠে লড়াই। অবশেষে ৬৭ মিনিটে নেকা কে নিজের ও দলের দ্বিতীয় গোলটি করে জম্পুইজলার জয় সুনিশ্চিত করেন। ম্যাচে চমৎকার নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব অর্জন করেন বিজয়ী দলের নেকা কে। ম্যাচটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রেফারি সুশান্ত দাস, খোকন সাহা, রাজেশ দাস ও বিশ্বজিৎ পাল। এই জয়ের সুবাদে পুরো টুর্নামেন্টে অপরাজিত থেকে মোট ১৮ পয়েন্ট নিয়ে সুপার লিগে শীর্ষ দল হিসেবে নিজেদের জায়গা পাকা করল জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। অন্যদিকে হার সত্ত্বেও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পারফরম্যান্সের ওপর ভর করে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক ক্লাবও পরবর্তী পর্ব অর্থাৎ সুপার লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী, এই দুই দলের পাশাপাশি সুপার লিগে উত্তীর্ণ হওয়া বাকি দুটি দল হলো মহিলা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব এবং রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সংঘ। দলগুলির অসাধারণ পারফরম্যান্সে এখন থেকেই সুপার লিগের হাইভোল্টেজ লড়াই ঘিরে ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ তুঙ্গে।

হাস্যকর ফিল্ডিং, সঙ্গী লজ্জার রেকর্ড ! ইংল্যান্ডে আড়াই দিনেই টেস্ট হার বাবরহীন পাকিস্তানের

পাকিস্তান আছে পাকিস্তানেই। চেনা হাস্যকর ফিল্ডিং অব্যাহত। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ লজ্জার নজিরও গড়ে ফেলেছে। আর মাত্র আড়াই দিনেই প্রথম টেস্ট হেরে গিয়েছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইনিংস ও ৪০৯ রানে হেরে বাবর আজম হীন পাকিস্তান।

লিডসে টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেয় জো রুটের ইংল্যান্ড। প্রথম ইনিংসে ১৭১ রানে অলআউট হয় সলমন আলি আঘার পাক বাহিনী। সর্বোচ্চ রান আবদুল্লা শফিকের (৬১)। ওলি রবার্টসন ও জশ টাং ৫টি করে উইকেট নেন। জবাবে ইংল্যান্ড ৪০৯ রান করে। হাফসেঞ্চুরি করেন জর্ডন কক্স (৭৩), জো রুট (৬৬), হ্যারি ব্রুক (৯১) ও ড্যান লরেন্স (৫১)। আলি উসমান ৫ উইকেট পান। ২৩৮ রানে পিছিয়ে থেকে মাত্র ১৩৫ রানে থেমে যায় পাকিস্তানের যত কারিকুরি। মহম্মদ রিজওয়ান কোনও ক্রমে ৪১ রান করেন। পাক বাহিনী ইনিংস ও ১০৩ রানে হারে।

শুধু টেস্ট হার নয়, পাকিস্তানের সঙ্গী হল লজ্জার রেকর্ডও। যার জন্য দায়ী তাদের ওপেনাররা। দু’বারই পাক ওপেনিং জুটি শূন্য রান করেছে। প্রথম ইনিংসে আজান আওয়াইস ও দ্বিতীয় ইনিংসে ইমাম উল হক রানের খাতা খুলতে পারেননি। টেস্টের ইতিহাসে উভয় ইনিংসে পাকিস্তানই সবচেয়ে বেশিবার ওপেনিং জুটিতে শূন্য রান করেছে (৭)। এখানেই শেষ নয়। ২০১০-এ শেষবার পাকিস্তানের ওপেনিং জুটিতে ৫০-র বেশি রান উঠেছিল। সলমন বাট ও ইমরান ফারহাত এই কাজ করেছিলেন। তারপর ১৬ বছর আর কোনও পাক ওপেনিং জুটিতে ৫০-র বেশি রান ওঠেনি।

আর শুধু ব্যাটিং নয়। পাকিস্তানের ফিল্ডিংয়ের অবস্থাও তথৈবচ। ইংল্যান্ডের ইনিংসের সময় ড্যান লরেন্সের পায়ে একটি বল লাগে। উইকেটকিপার রিজওয়ান ও স্লিপে সলমন মিলে এলবিডব্লুর আবেদন করেন। কিন্তু কেউ খেয়ালই করেননি, লরেন্স ক্রিজ ছেড়ে অনেকটা বেরিয়ে এসেছিলেন। সলমন হাতে বল পেয়েও উইকেটে থ্রো করেননি। এলবিডব্লুর আবেদনে ব্যস্ত ছিলেন। যতক্ষণে বোধ এল, ততক্ষণে লরেন্স ফিরে এসেছেন। সলমন বল ছুড়লেন ঠিকই, কিন্তু সেটা গিয়ে লাগে সোজা রিজওয়ানের পিছনে। ঘটনার ভিডিও ভাইরাল।

সদর আন্তঃ স্কুল বালিকাদের টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরুতেই রানের বন্যা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সদর আন্তঃ স্কুল বালিকাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে প্রথম দিনেই ব্যাটে-বলে দুর্দান্ত নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে প্রতিযোগিতার দলগুলো। সোমবার বিভিন্ন মাঠে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী ম্যাচগুলোতে মাঠে নেমে বড় জয় তুলে নিয়েছে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দির, বরদোয়ালী দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল এবং আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল। প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে তরুণ বালিকাদের এই মারমুখী ও চমৎকার পারফরম্যান্স দর্শকদের নজর কেড়েছে। আমতলী স্কুল গ্রাউন্ডের খেলায় ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির ১১৬ রানের বিশাল ব্যবধানে বিজয় কুমার গার্লস এইচ এস স্কুলকে পরাজিত করে শুভ সূচনা করেছে। প্রথমে ব্যাট করে ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির নির্ধারিত ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ১৯৭ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে আকাঙ্ক্ষা দেবনাথ ৮৭ বলে ১৭টি বাউন্ডারি ও ৫টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে অনবদ্য ১১৭ রানের এক দুর্দান্ত ইনিংস খেলে দলকে বড় স্কোরে পৌঁছে দেন, যার সুবাদে তিনি প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব অর্জন করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বিজয় কুমার গার্লস স্কুল ১৭.৩ ওভারে ৮১ রানে অলআউট হয়ে যায়। অন্যদিকে, তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডের অপর ম্যাচে বরদোয়ালী দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল ২৫৭ রানের ব্যবধানে সেন্ট পল স্কুলকে বিধবস্ত করে। প্রথমে ব্যাট করে বরদোয়ালী দল ৩ উইকেটে ২৯৫ রানের পাহাড়সম স্কোর গড়ে। দলের ব্যাটার অনুভা পাল ৭৭ বলে ২২টি চার মেরে ১৪০ রানের এক অবিশ্বাস্য ও ঝলমলে ইনিংস খেলে ম্যাচসেরার পুরস্কার নিজের করে নেন। এর জবাবে সেন্ট পল স্কুল নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে মাত্র ৩৮ রান তুলতে সক্ষম হয়।এদিকে, নীপকো গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত অন্য ম্যাচে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে হলি ক্রস স্কুলকে পরাজিত করেছে। প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে আসাম রাইফেলসের বোলিং আক্রমণের সামনে টিকতে না পেরে হলি ক্রস স্কুল ১১.৪ ওভারে মাত্র ১৮ রানে অলআউট হয়ে যায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল মাত্র ২.৫ ওভারেই কোনো উইকেট না হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের তানিয়া ছেত্রী ম্যাচসেরার পুরস্কার লাভ করে। টুর্নামেন্টের প্রথম দিনেই বালিকাদের এই জমজমাট লড়াই ক্রিকেটপ্রেমীদের মাঝে দারুন উৎসাহের সৃষ্টি করেছে।

ব্যাডমিন্টনের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বিদায় লক্ষ্যের ! সহজ জয় আয়ুষের, শেষ ষোলোয় সিন্ধু, সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটিও

ব্যাডমিন্টনের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে ভাল-খারাপ মিশিয়ে কাটল ভারতের দিন। হেরে গেলেন ভারতের অন্যতম বাজি লক্ষ্য সেন। বিশ্বের ৯২ নম্বরের কাছে হারলেন ১৪ নম্বর লক্ষ্য। তিনি হারলেও তরতরিয়ে এগোচ্ছেন আয়ুষ শেট্টি। আগের দিন বিশ্বের এক নম্বর শি ইউ কি-কে হারিয়েছিলেন বিশ্বের ২২ নম্বর আয়ুষ। এই দিন শ্রীলঙ্কার প্রতিপক্ষকে হারাতে বেশি সময় লাগল না তাঁর। জিতেছেন পিভি সিন্ধু। ভারতের ডাবলস জুটি সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি ওয়াকওভার পেয়েছেন। প্রত্যেকেই জায়গা করে নিয়েছেন শেষ ষোলোয়।

আমেরিকার গ্যারেট টানের বিরুদ্ধে যে লক্ষ্যকে এতটা সমস্যায় পড়তে হবে তা বোঝা যায়নি। তিনটি গেমেই লড়াই হয়। প্রথম গেম লক্ষ্য ২১-১৯ জিতে নিলেও পরের গেমেই ১৯-২১ হারেন তিনি। তৃতীয় গেম গ্যারেট জেতেন ২১-১৭ ফলে। গোটা ম্যাচে লক্ষ্যকে দেখে মনে হয়েছে, সমস্যা হচ্ছে কোথাও। সেই আত্মবিশ্বাস পাচ্ছিলেন না। প্রথম রাউন্ডেও তিন গেম লেগেছিল জিততে। প্রথম গেম হেরে পরের দুই গেম জিতেছিলেন ভারতীয় তারকা। দ্বিতীয় রাউন্ডে পুরো উল্টো ছবি দেখা গেল।

লক্ষ্য হতাশ করলেও চমক দিচ্ছেন ভারতের নতুন তারকা। তাঁর নাম আয়ুষ শেট্টি। আগের দিন অঘটন ঘটিয়েছিলেন। এই ম্যাচে দাপট দেখালেন। ৮৭ নম্বরে থাকা শ্রীলঙ্কার দুমিন্দু আবেবিক্রম তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারেননি। স্ট্রেট গেমে (২১-৮, ২১-১০) ম্যাচ জিতে নেন আয়ুষ। তাঁর পাওয়ার গেম নজর কেড়েছে। আগের দিন কঠিন ম্যাচ জেতায় এ দিন আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল আয়ুষকে। লক্ষ্য বিদায় নেওয়ায় বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের সিঙ্গলসে ভারতের একমাত্র ভরসা এখন আয়ুষ।সিন্ধুরও জিততে সমস্যা হয়নি। ৯ নম্বর সিন্ধুর সামনে ছিলেন ৪৯ নম্বরে থাকা কানাডার ওয়েন ইউ ঝাং। তিনি লড়লেও খুব একটা সমস্যা হয়নি সিন্ধুর। তিনিও স্ট্রেট গেমে (২১-১৬, ২১-১৭) ম্যাচ জিতে নেন। ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছেন সিন্ধু। তাঁর খেলা ভরসা জোগাচ্ছে।ভারত ডাবলস জুটি সাত্ত্বিক-চিরাগের ম্যাচ ছিল স্কটল্যান্ডের আলেকজান্ডার ডুন ও অ্যাডাম প্রিঙ্গলের বিরুদ্ধে। কিন্তু ম্যাচের আগে তাঁরা নাম তুলে নেন। ফলে ওয়াকওভার পান ভারতীয় জুটি। মিক্সড ডাবলসের শেষ ষোলোয় উঠেছেন ধ্রুব কপিলা ও তানিশা ক্রাস্টো। স্ট্রেট গেমে (২১-১১, ২১-১১) তাঁরা হারিয়েছেন ম্যাকাউ চিনের লোক চোং লিয়ং ও ওয়েং চিকে।

হাঁটুর চোটে ইউএস ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার সিনারের

একজন টেনিস কোর্টে ফেরার দিন ক্ষণ ঘোষণা করলেন। তার কয়েক ঘণ্টা পরেই আর একজন জানিয়ে দিলেন নাম তুলে নেওয়ার কথা। প্রথম জন কার্লোস আলকারাজ। দ্বিতীয় জন ইয়ানিক সিনার। চোট সারিয়ে দীর্ঘ বিরতির পর ইউএস ওপেনে কোর্টে ফিরছেন আলকারাজ। অন্য দিকে, হাঁটুর চোটের কারণে ইউএস ওপেন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন সিনার।শুক্রবার একটি বিবৃতিতে সিনার বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন। ইটালির খেলোয়াড় লিখেছেন, “দল এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করছি। তবু একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হল। এ বছরের ইউএস ওপেনে অংশগ্রহণ করতে পারব না।”সিনার আরও লিখেছেন, “গত দু’দিনে মন্টে কার্লোর কোর্টে ফিরেছি। তবু আমার মনে হয়েছে, ডান হাঁটুর চোট সারানোর জন্য আরও কিছু দিন দরকার। আমি অবশ্যই খুব দুঃখিত এবং হতাশ। কারণ নিউ ইয়র্ক সব সময়েই আমার হৃদয়ের কোণে বিশেষ জায়গায় নিয়ে থাকে। এ বছর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় মুখিয়ে ছিলাম। দারুণ সমর্থকদের সামনে খেলতে চেয়েছিলাম। তা হচ্ছে না।”সিনার কিছু দিন আগে সিনসিনাটি ওপেন থেকেও একই কারণে নাম তুলে নিয়েছিলেন। অগস্টে মিলান এবং তুরিনে স্বাস্থ্যপরীক্ষা হয় তাঁর। শেষ পর্যন্ত চোট তাঁকে খেলতে দিচ্ছে না। সিনার নাম তোলায় প্রথম বাছাই হিসাবে নামবেন আলেকজান্ডার জ্যেরেব। দ্বিতীয় বাছাই হবেন আলকারাজ।স্পেনের খেলোয়াড় গত বার ইউএস ওপেন জিতেছিলেন। তবে এপ্রিলে বার্সেলোনা ওপেন খেলার পরেই তিনি চোট পান। রাউন্ড অফ ৩২-এর ম্যাচ জেতার পরেও প্রতিযোগিতা থেকে নাম তুলে নিতে বাধ্য হন। তখন পাওয়া কব্জির চোট দীর্ঘ চার মাস ভুগিয়েছে তাঁকে। ফরাসি ওপেন এবং উইম্বলডন খেলতে পারেননি। অবশেষে ইউএস ওপেন খেলতে চলেছেন তিনি।

পার পেলেন না মেসিরা, ৩ কোটি টাকা জরিমানা আর্জেন্টিনার ! বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড ম্যাচের পর গোলমালের ঘটনায় শাস্তি ফিফার

শাস্তি হল আর্জেন্টিনার। ফুটবল বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে হারানোর পর বিপক্ষ ফুটবলারদের সঙ্গে গোলমাল এবং রাজনৈতিক বার্তা লেখা ব্যানার দেখানোর অপরাধে আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থাকে শাস্তি দিল ফিফা। তাদের ২ লক্ষ ৩৭ হাজার পাউন্ড (ভারতীয় মুদ্রায় ৩ কোটি ৯ লক্ষ টাকা) জরিমানা করা হয়েছে। শুক্রবার এই শাস্তির কথা জানিয়েছে ফিফা।

ফিফা যে অঙ্ক আর্জেন্টিনাকে জরিমানা করেছে, সেটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে, প্রায় ১ লক্ষ ২১ হাজার ডলার (১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা) এখনই ফিফার কাছে জমা দিতে হবে আর্জেন্টিনাকে। এর পর ১ লক্ষ ডলার (প্রায় ৯৬ লক্ষ টাকা) বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী অভিযানে ব্যয় করতে হবে। বাকি ১ লক্ষ ডলার ফিফাকে জরিমানা বাবদ দিতে হবে।

ফিফা জানিয়েছে, ফুটবল ম্যাচে অখেলোয়াড়োচিত আচরণ, গোটা দলের বিশৃঙ্খলা এবং সমর্থকদের তরফে বর্ণবিদ্বেষী এবং বিভাজনমূলক মন্তব্যের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে আর্জেন্টিনাকে। ফিফার শৃঙ্খলাবিধির একাধিক ধারা ভেঙেছে তারা। যে কারণে শাস্তির পরিমাণও বেশি। শুধু তা-ই নয়, ম্যাচ আয়োজনের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা থাকছে। ফিফা জানিয়েছে, দেশের মাটিতে জাতীয় দলের পরবর্তী দু’টি ম্যাচে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ দর্শকের প্রবেশাধিকার থাকবে। অর্থাৎ অর্ধেক ভর্তি স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজন করতে হবে আর্জেন্টিনাকে।

উল্লেখ্য, ফকল্যান্ড দ্বীপ নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই আর্জেন্টিনা ও ইংল্যান্ডের বিবাদ রয়েছে। দুই দেশই দাবি করে, ওই দ্বীপ তাদের। ১৯৮২ সালে ফকল্যান্ডে প্রবেশ করেছিল আর্জেন্টিনার সেনা। তার পর যুদ্ধে আর্জেন্টিনা হেরে গিয়েছিল ইংল্যান্ডের কাছে। তার পর থেকে রেষারেষি আরও বেড়েছে। তারই প্রভাব পড়েছিল দু’দেশের ম্যাচে। বিশ্বকাপের ম্যাচের পর ইংল্যান্ডের সমর্থক, ফুটবলার থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতারাও আর্জেন্টিনার আচরণের বিরোধিতা করেছিলেন।

ওই ম্যাচে আর্জেন্টিনা জেতার পর ফুটবলারেরা একটি ব্যানার তুলে ধরেন, যেখানে লেখা ছিল, ‘ফকল্যান্ড আর্জেন্টিনীয়দের’। ফুটবল ম্যাচে এমন রাজনৈতিক ব্যানার দেখানো নিয়মের বিরোধী। তখনই ফিফা জানিয়েছিল, আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হবে। সেই তদন্তেরই ফলপ্রকাশ করা হয়েছে এ দিন।

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও দাম নিয়ন্ত্রণে বৈঠক খাদ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ২৪ আগস্ট: রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ ও বাজারদর নিয়ন্ত্রণে রাখতে আজ সচিবালয়ে ত্রিপুরা হোলসেল গ্রোসারি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করলেন খাদ্য, জনসংভরণ ও ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। বৈঠকে খাদ্য দফতরের প্রধান সচিব, অধিকর্তা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে চাল, ভোজ্যতেল, ডাল, চিনি, আলু ও পেঁয়াজ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বর্তমান সরবরাহ পরিস্থিতি, বাজারে পণ্যের প্রাপ্যতা এবং মূল্য নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। সাধারণ মানুষের কাছে যাতে প্রয়োজনীয় পণ্য সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী মূল্যে পৌঁছে দেওয়া যায়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সমন্বিতভাবে কাজ করার উপর গুরুত্ব দেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী জানান, বাজারে প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়াই বৈঠকের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

এদিন পৃথকভাবে সচিবালয়ে খাদ্য দফতরের প্রধান সচিব ও অধিকর্তা, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি ত্রিপুরা পেট্রোলিয়াম ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের নিয়ে আরও একটি বৈঠক করেন সুশান্ত চৌধুরী। রাজ্যজুড়ে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়টি নিয়ে এই বৈঠকে আলোচনা হয়।

নবনির্মিত পেট্রোলিয়াম, অয়েল অ্যান্ড লুব্রিকেন্টস ডিপো দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা এবং সেখান থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জ্বালানি পরিবহণের বিষয়েও আলোচনা হয়। সেকেরকোট থেকে বিভিন্ন জেলায় ট্যাঙ্কার লরির মাধ্যমে যাতে সুষ্ঠু ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জ্বালানি পরিবহণ করা যায়, সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

খাদ্য দফতর, এলওসিএল এবং পেট্রোলিয়াম ডিলারদের মধ্যে আরও ভালো সমন্বয়ের মাধ্যমে সময়মতো জ্বালানি পরিবহণ ও সরবরাহ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন মন্ত্রী। পিওএল ডিপোর পরিচালনা এবং রাজ্যের সামগ্রিক পেট্রোলিয়াম সরবরাহ ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ও বৈঠকে পর্যালোচনা করা হয়।

বিশালগড়ে যুবককে মারধরের ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারে চাপ দেওয়ার অভিযোগ, ক্ষোভ

বিশালগড়, ২৪ আগস্ট: এক যুবককে মারধর করে গুরুতর আহত করার ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে পুলিশ আক্রান্ত পরিবারের ওপর মামলা প্রত্যাহার করে মীমাংসার জন্য চাপ সৃষ্টি করছেএমনই গুরুতর অভিযোগ উঠেছে বিশালগড় থানার পুলিশের বিরুদ্ধে।

অভিযোগ অনুযায়ী, গত শুক্রবার রাতে বিশালগড় থানাধীন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলেজ সংলগ্ন এলাকায় বিকাশ বিশ্বাস নামে এক যুবককে নিতাই দাস ও তাঁর ছেলে সৌরভ দাস মিলে মারধর করেন। ঘটনায় গুরুতর আহত হন বিকাশ। বর্তমানে তিনি জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন পরিবার।

ঘটনার পর বিষয়টি নিয়ে বিশালগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ এখনও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ আক্রান্ত পরিবারের। বরং পুলিশ ফোন করে তাঁদের সঙ্গে মীমাংসার প্রস্তাব দিচ্ছে এবং মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ সৃষ্টি করছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

পরিবারের আরও অভিযোগ, থানায় অভিযোগ দায়ের করার পরও তার রিসিভ কপি দেওয়া হয়নি। ফলে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

অন্যদিকে, গুরুতর আহত বিকাশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় পুলিশের পক্ষ থেকে মীমাংসার প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগে এলাকায়ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। আক্রান্ত পরিবারের দাবি, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

হারানো ২৬টি মোবাইল মালিকদের হাতে তুলে দিল পশ্চিম থানার পুলিশ

আগরতলা, ২৪ আগস্ট: হারিয়ে যাওয়া ২৬টি মোবাইল ফোন তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিল আগরতলার পশ্চিম থানার পুলিশ।

এই প্রসঙ্গে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এসডিপিও পান্নালাল সেন জানান, গত দেড় মাস আগে হারানো মোবাইলগুলির তথ্য সাইবার ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট (সিআইআর)-এর মাধ্যমে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এরপর পুলিশি তদন্তের মাধ্যমে যেসব মোবাইল ফোন সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে, সেগুলোই প্রকৃত মালিকদের শনাক্ত করে ফেরত দেওয়া হয়।

শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে, নজরদারি বাড়ানো হয়েছে সিসিটিভি-র মাধ্যমে এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিশেষ টহলের ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। এদিকে, মোবাইল ফিরে পেয়ে খুশি মালিকেরা পশ্চিম থানার পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। পুলিশ প্রশাসনের এই মানবিক উদ্যোগ সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিয়েছে।

মাছ চাষে পিছিয়ে পড়ছে ত্রিপুরা অভিযোগ মৎস্যজীবী নেতা সুধন দাসের

আগরতলা, ২৪ আগস্ট: ত্রিপুরায় মাছ চাষের ক্ষেত্রে গত কয়েক বছরে অগ্রগতি থমকে গিয়েছে বলে অভিযোগ করলেন মৎস্যজীবী নেতা সুধন দাস। মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সম্মেলন থেকে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে মৎস্যজীবীদের স্বার্থে বিভিন্ন দাবি জানান তিনি।

সুধন দাসের অভিযোগ, অতীতে ত্রিপুরা মাছ চাষে যে অগ্রগতি অর্জন করেছিল, বর্তমানে তা ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। বাম আমলে ১৪২টি মৎসজীবী সমবায় সমিতি গঠন করে এবং জলাশয় মৎসজীবিদের হাতে তুলে দেয়। পাশাপাশি, আর্থিকভাবে সাহায্যও করেন। কিন্তু বিজেপি সরকারের আমলে মৎসজীবীদের বেহাল দশা। তাই মৎস্যজীবীদের আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি মাছ উৎপাদন বাড়াতে সরকারের আরও কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন বলেও দাবি করেন তিনি।

সম্মেলন থেকে মৎস্যজীবী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরা হয়। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, রাজ্যের সমস্ত মৎস্য বাজারকে আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত বাজার হিসেবে গড়ে তোলা। পাশাপাশি সমস্ত সরকারি ও আধা-সরকারি জলাশয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি অথবা প্রকৃত মৎস্যজীবীদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

এছাড়াও সমস্ত উপযুক্ত মৎস্যজীবীর জন্য ভাতা চালু এবং সেই ভাতার পরিমাণ মাসে ৫ হাজার টাকা করার দাবি জানানো হয়। মৎস্যজীবীদের জীবিকা সুরক্ষিত করতে সরকারি সহায়তা আরও বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে বলেও সম্মেলন থেকে দাবি করা হয়।

এদিকে, মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তাঁকে অবিলম্বে মন্ত্রিসভা থেকে বহিষ্কারের দাবিও জানান সুধন দাস। তাঁর অভিযোগ, মৎস্যজীবীদের স্বার্থ রক্ষায় বর্তমান সরকারের ভূমিকা সন্তোষজনক নয়। সম্মেলন থেকে মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য সরকারের কাছে কার্যকর পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়।

তালাবদ্ধ বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি, সোনা-রুপোর গয়না ও নগদ টাকা লুট

মেলাঘর, ২৪ আগস্ট: তালাবদ্ধ বাড়ির সুযোগ নিয়ে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মেলাঘরের চর এলাকায়। বাড়ির দরজায় তালা অক্ষত থাকলেও ঘরের ভেতর থেকে সোনা-রুপোর গয়না ও নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরের দল বলে অভিযোগ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত সুভাষ সাহার স্ত্রী মিনতি সাহা গতকাল রাতে বাড়িতে ছিলেন না। পারিবারিক কাজে তিনি বিশালগড়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগকেই কাজে লাগায় দুষ্কৃতীরা।

অভিযোগ, চোরেরা কৌশলে একটি লাঠির সাহায্যে বাড়ির পেছনের দরজার ভেতরের ছিটকিনি খুলে ঘরে প্রবেশ করে। এরপর ঘরের আলমারি ও বাক্স তছনছ করে সোনা ও রুপোর গয়না সহ নগদ টাকা লুট করে নিয়ে যায়।

চুরি করে পালানোর সময় একটি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারও নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। তবে কোনও কারণে সেটি বাড়ির পেছনের অংশে ফেলে রেখেই পালিয়ে যায় তারা।

সকালে বিষয়টি প্রথমে প্রতিবেশীদের নজরে আসে। এরপর তাঁরা মিনতি সাহাকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।

তালাবদ্ধ বাড়িতে এমন দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত এবং কী পরিমাণ সামগ্রী চুরি হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কাঁঠালিয়ায় বাড়ি থেকে উদ্ধার বিশালাকার পাইথন, সাপ দেখতে ভিড় এলাকাবাসীর

কাঁঠালিয়া, ২৪ আগস্ট: গভীর রাতে বাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হল প্রায় ৯ ফুট লম্বা ও ১৫ কেজি ওজনের বিশালাকার একটি পাইথন। ওই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সিপাহিজলা জেলার কাঁঠালিয়া বাঘাইয়াচর এলাকায়। সকালে সাপটিকে দেখতে বহু মানুষ ভিড় জমান।

জানা গেছে, গতকাল রাত প্রায় ২টা ৫৮ মিনিট নাগাদ বাঘাইয়াচর এলাকার আবুল খায়েরের বাড়িতে বিশালাকার অজগর সাপটি দেখতে পাওয়া যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান অ্যানিমেল এইড অ্যালায়েন্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটি-র সঙ্গে যুক্ত সাপ উদ্ধারকারী অসীম মজুমদার ও লকাই দে। দীর্ঘ চেষ্টার পর তাঁরা নিরাপদে সাপটিকে উদ্ধার করেন।

উদ্ধারকারীদের দাবি, সাপটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৯ ফুট এবং ওজন প্রায় ১৫ কেজি। উদ্ধারের পর সাপটিকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সাপ উদ্ধারকারীরা জানান, মানুষের বসতবাড়ি থেকে সাপ উদ্ধার করে তা নিরাপদে গভীর অরণ্যে অবমুক্ত করার কাজ তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন। পরিবেশ ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে প্রায় ৩০৫টি সাপ উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে অবমুক্ত করেছেন বলে তাঁদের দাবি।

সাপটিকে নিরাপদে অভয়ারণ্যে নিয়ে যাওয়ার কাজে সহযোগিতা করেন যাত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি প্রার্থনাথ ভূমিক এবং সাব-ইন্সপেক্টর প্রসেনজিৎ দেবনাথ। তাঁদের নিজস্ব গাড়িতে করে উদ্ধারকারী দুজনকে সঙ্গে নিয়ে সাপটিকে তৃষ্ণা অভয়ারণ্য এলাকায় নিয়ে গিয়ে অবমুক্ত করা হয় বলে জানা গেছে।

এদিকে, এত বড় আকারের বার্মিজ পাইথন জনবহুল এলাকায় কীভাবে এল, তা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। সাপ উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উৎসুক মানুষের ভিড় জমে যায়। সকালে সাপটিকে বাজারে আনার পর সেটি দেখতে পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে বহু মানুষ উপস্থিত হন।

বিশালাকার অজগরটি নিরাপদে উদ্ধার করে প্রকৃতির মাঝে ফিরিয়ে দেওয়ায় দুই সাপ উদ্ধারকারীকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

আগরতলায় অটো, ই-অটো ও ই-রিক্সা চলাচলে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি, পরিবহন দপ্তরে ডেপুটেশন

আগরতলা , ২৪ আগস্ট: আগরতলা শহরে অটো, ই-অটো ও ই-রিক্সা চলাচলের ক্ষেত্রে সম্প্রতি নিষেধাজ্ঞা এবং ধরপাকড়ের প্রতিবাদে পরিবহন দপ্তরের যুগ্ম ট্রান্সপোর্ট কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন দিল সিআইটিইউ অনুমোদিত অল ইন্ডিয়া রোড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। সোমবার সংগঠনের পক্ষ থেকে এই ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

ডেপুটেশন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অমল চক্রবর্তী বলেন, সম্প্রতি আগরতলা শহরে অটো, ই-অটো ও ই-রিক্সা চলাচলের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা এবং ধরপাকড়ের কারণে গরিব ও নিম্ন আয়ের পরিবহন শ্রমিকদের জীবিকা সংকটের মুখে পড়েছে। একইসঙ্গে যাত্রী সাধারণের চলাচলের ক্ষেত্রেও সমস্যা তৈরি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

অমল চক্রবর্তী জানান, শহরের যানজট ও ট্রাফিক ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে তাঁরাও আগ্রহী। তবে ফুটপাত দখলমুক্ত না করে এবং শহরের বিভিন্ন রাস্তার সংস্কার ও অবকাঠামোগত সমস্যার সমাধান না করে শুধুমাত্র অটো শ্রমিকদের ওপর এর দায় চাপিয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয় বলে সংগঠনের মত। সংগঠনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে অটো, ই-অটো ও ই-রিক্সার চলাচলের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে যাত্রী সাধারণ ও পরিবহন শ্রমিকউভয়ের স্বার্থ রক্ষা করে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করার আহ্বান জানানো হয়। সংগঠনের নেতৃত্বের আশা, প্রয়োজনীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে পরিবহন দপ্তর এ বিষয়ে দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অতিরিক্ত জরিমানা আদায়ের অভিযোগ ক্ষোভে ই-রিক্সা চালকরা থানার দ্বারস্থ

আগরতলা, ২৪ আগস্ট: সংসার চালানোর পাশাপাশি গাড়ির কিস্তি পরিশোধ করতে গিয়ে চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন টমটম চালকরা। এর মধ্যেই ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত জরিমানা আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন একাংশ ই-রিক্সা চালক।

চালকদের অভিযোগ, ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর মুক্তা ঘোষের বিরুদ্ধে তাঁরা অতিরিক্ত জরিমানা আদায়ের অভিযোগ তুলেছেন। তাঁদের দাবি, প্রতিদিন যাত্রী নিয়ে মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় প্রবেশ করলেই তাঁদের কাছ থেকে ১,০০০ টাকা করে জরিমানা নেওয়া হচ্ছে। এমনকি জরিমানা দেওয়ার পরও অনেক ক্ষেত্রে রসিদ দেওয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। চালকদের বক্তব্য, ই-রিক্সা চালিয়ে যা আয় হয়, তা দিয়ে একদিকে সংসার চালানো, অন্যদিকে গাড়ির কিস্তি পরিশোধ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে প্রতিদিন মোটা অঙ্কের জরিমানা দিতে হলে তাঁদের আর্থিক পরিস্থিতি আরও সংকটজনক হয়ে উঠছে।

ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে এক চালক আবেগতাড়িত হয়ে বলেন, "আমাদের বিষ দিন, বিষ খেয়ে এবং ছেলে-মেয়েদের খাইয়ে মরে যাই!" তাঁদের দাবি, গাড়ি দেখে বিয়ে করে স্ত্রী শ্বশুরবাড়িতে চলে যানঅথচ সংসারের টানাপোড়েন ও গাড়ির কিস্তির বোঝা সামলাতে গিয়ে তাঁরা চরম জীবনযন্ত্রণার মধ্যে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সোমবার পূর্ব থানায় একত্রিত হয়ে টমটম চালকরা ডেপুটেশন দেন। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ধরেন এবং সমস্যার সমাধানে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেন।

ধর্মনগরে বিদ্যুৎ বেসরকারীকরণ ও শুল্ক বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল, দুই ঘণ্টার গণঅবস্থান

ধর্মনগর, ২৪ আগস্ট: বিদ্যুৎ পরিষেবা বেসরকারীকরণের উদ্যোগ বন্ধ, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ শুল্ক প্রত্যাহার এবং প্রিপেইড স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে ধর্মনগরে প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার 'বিদ্যুৎ গ্রাহক ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতি'র ধর্মনগর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

এদিন ধর্মনগরের টিজিটিএ অফিসের সামনে থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে এসে শেষ হয়। সেখানে সংগঠনের পক্ষ থেকে দুই ঘণ্টার গণঅবস্থান ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যুৎ গ্রাহক ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতি সুভাষ চন্দ্র রায়।

প্রতিবাদ সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি অমিতাভ দত্ত। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি সাম্প্রতিক বিদ্যুৎ শুল্ক বৃদ্ধি, ডিউটি চার্জ, ফুয়েল চার্জ ও ফিক্সড চার্জের নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, একতরফাভাবে বিদ্যুতের খরচ বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের ওপর বাড়তি আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

প্রিপেইড গ্রাহকদের রিচার্জ ব্যবস্থায় থাকা বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত সমাধানের দাবি জানিয়ে অমিতাভ দত্ত প্রিপেইড স্মার্ট মিটার স্থাপনের সিদ্ধান্ত বাতিল করে পুরনো ডিজিটাল মিটার ফিরিয়ে আনার দাবি জানান। একইসঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বণ্টন ব্যবস্থার বেসরকারীকরণের প্রচেষ্টা বন্ধ করে সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার দাবি তোলেন তিনি।

সাধারণ গ্রাহক ও কৃষকদের স্বার্থবিরোধী বলে অভিযোগ তুলে প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ (সংশোধনী) বিল, ২০২৫ সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের দাবিও জানানো হয়। পাশাপাশি চুক্তিভিত্তিক ও আউটসোর্সিং কর্মীদের স্থায়ীকরণ বা নিয়মিতকরণ, দীর্ঘদিনের শূন্যপদ দ্রুত পূরণ, কর্মীদের জন্য অবিলম্বে 'সার্ভিস রুল' কার্যকর এবং কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত কর্মীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবিও উঠে আসে।

সভায় অমিতাভ দত্ত ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য কমিটির সদস্য রতন রায় এবং বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ।

বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বিদ্যুৎ গ্রাহক ও কর্মীদের উত্থাপিত দাবিগুলি দ্রুত মেনে নেওয়া না হলে আগামী দিনে রাজ্যজুড়ে আরও বৃহত্তর ও তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

চোর গ্রেফতার পুলিশ রিমান্ডের আবেদন

আগরতলা, ২৪ আগস্ট: আমতলী থানার পুলিশের অভিযানে একাধিক চুরির ঘটনায় অভিযুক্ত এক কুখ্যাত চোরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রবিবার গভীর রাতে বাধারঘাট এলাকা থেকে অভিজিৎ গোয়ালা নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিজিৎ গোয়ালা আমতলী থানা এলাকার একাধিক চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। তাকে গ্রেফতারের পর চুরি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের সন্ধানে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

সোমবার দুপুরে আমতলী থানার সাব-ইন্সপেক্টর দিলীপ দাস সাংবাদিকদের জানান, চুরির ঘটনা রুখতে রাতের বেলায় এলাকায় বিশেষ টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। আগামী দিনে আমতলী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে টিউমারে আক্রান্ত ৯ বছরের আয়ুষী, চিকিৎসার জন্য মানবিক আবেদন পরিবারের

শান্তিরবাজার, ২৪ আগস্ট: মারণ রোগ টিউমারের সঙ্গে লড়াই করছে দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজারের মাস্টারপাড়া এলাকার ৯ বছরের শিশু আয়ুষী দাস। দিনমজুর পরিবারের এই শিশুকন্যার চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে হিমশিম খাচ্ছেন বাবা-মা। মেয়ের জীবন বাঁচাতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে আর্থিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

জানা গেছে, মাস্টারপাড়া এলাকায় ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন বিশ্বজিৎ দাস ও প্রিয়াঙ্কা দাস। তাঁদের দুই কন্যার মধ্যে বড় মেয়ে আয়ুষী শান্তিরবাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় (বিদ্যাজ্যোতি)-এর তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। প্রায় চার বছর আগে তার পায়ে টিউমার ধরা পড়ে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত বছরের জুলাই মাসে আয়ুষীর পায়ে বড় ধরনের অস্ত্রোপচার করা হয়। ওই চিকিৎসায় প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা খরচ হয়। রাজমিস্ত্রির কাজ করে বাবা এবং পরিচারিকার কাজ করে মা ধার-দেনা করে মেয়ের চিকিৎসার খরচ জোগাড় করেন। তবে অস্ত্রোপচারের পরও বিপদ কাটেনি। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী, আয়ুষীর পায়ে বসানো প্লেট দ্রুত খুলে ফেলা প্রয়োজন। পাশাপাশি তার পায়ে আরও ১৫ থেকে ২০টি ছোট টিউমার রয়েছে বলেও চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। ফলে দ্রুত চিকিৎসা না হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা পরিবারের।

বর্তমানে প্লেট অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারের খরচ জোগানো এই অসহায় পরিবারের পক্ষে কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই মেয়ের চিকিৎসা চালিয়ে যেতে সমাজের সহৃদয় ব্যক্তি, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং আর্থিকভাবে সক্ষম মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন আয়ুষীর বাবা-মা।

তাঁদের একটাই আকুতি, আর্থিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিলে হয়তো ছোট্ট আয়ুষী আবার সুস্থ জীবনে ফিরতে পারবে।

মালিকের অনুপস্থিতিতে দুঃসাহসিক চুরি

আগরতলা, ২৪ আগস্ট: বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে একটি বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে লেফুঙ্গা থানাধীন লেফুঙ্গা ওয়াসিকা এলাকায়। চুরির ঘটনায় দুটি গ্যাস সিলিন্ডার, একটি ইনভার্টার এবং বিয়েতে পাওয়া প্রায় ৫০টি পাসরাসহ বিভিন্ন সামগ্রী চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ।

ঘটনার বিবরণে বাড়ির মালিক শিবা দেববর্মা জানান, তারা বাড়িতে না থাকার সুযোগে চোরের দল ঘরে ঢুকে একাধিক মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে যায়। চুরি যাওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে দুটি গ্যাস সিলিন্ডার, একটি ইনভার্টার এবং বিয়েতে উপহার হিসেবে পাওয়া প্রায় ৫০টি পাসরা। এছাড়াও বাড়ির আরও কিছু সামগ্রী চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। এই ঘটনায় সমীর দেববর্মা নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বাড়ির মালিক। তবে চুরির ঘটনায় ওই ব্যক্তির

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়া তহশিল অফিসের মাঠে অবাধ গাড়ি পার্কিং, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ

গন্ডাছড়া, ২৪ আগস্ট: গন্ডাছড়া মহকুমা প্রশাসনের বিরুদ্ধে চরম গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, মহকুমা সদর বাজার সংলগ্ন গন্ডাছড়া তহশিল অফিস ও অফিস চত্বরের মাঠ বর্তমানে ছোট-বড় গাড়ির পার্কিংয়ের জায়গায় পরিণত হয়েছে। বারবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকরী পদক্ষেপ না নেওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

জানা গেছে, গন্ডাছড়া মহকুমা সদর বাজারের অটোস্ট্যান্ড থেকে অল্প দূরত্বেই অবস্থিত তহশিল কাচারি অফিস। প্রতিদিনই এই অফিসে বিভিন্ন সরকারি কাজের জন্য বহু মানুষ, ছাত্রছাত্রীসহ সাধারণ নাগরিকদের যাতায়াত রয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, মহকুমার একাংশ ছোট-বড় গাড়ির চালক প্রায় প্রতিদিনই ইচ্ছাকৃতভাবে তহশিল অফিসের মাঠে বিপুল সংখ্যক গাড়ি পার্ক করে রাখছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ি রেখে চালকরা চলে যাওয়ায় অফিস চত্বর কার্যত পার্কিং এলাকায় পরিণত হয়েছে।

অফিসের মাঠ এবং সামনের অংশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার ফলে তহশিল অফিসে যাতায়াত করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে বৃহস্পতিবার গন্ডাছড়া বাজারের সাপ্তাহিক হাটবারে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। ওই দিন দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ বাজারে কেনাকাটা ও বেচাকেনার জন্য আসেন। পাশাপাশি অনেকে সরকারি কাজ সারতে তহশিল অফিসেও আসেন।

অভিযোগ, বৃহস্পতিবার অফিস খোলার সময় থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তহশিল অফিসের মাঠে সারি সারি ছোট-বড় গাড়ি পার্ক করে রাখা হয়। ফলে বাইরে থেকে দেখলে অফিসটি খোলা নাকি বন্ধ, সেটিও বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, গাড়ি পার্কিংয়ের কারণে অফিসে প্রবেশের পথও কার্যত বন্ধ হয়ে যায় বলে অভিযোগ সাধারণ মানুষের।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার মহকুমা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। একাংশ গাড়িচালকের এমন আচরণের কারণে তহশিল অফিসের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

অন্যদিকে, প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষ এবং বিভিন্ন জাতি-জনজাতি অংশের মধ্যে। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে তহশিল অফিস চত্বরকে অবৈধ পার্কিংমুক্ত করে সাধারণ মানুষের নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতে হবে। সমস্যার স্থায়ী সমাধানে মহকুমা প্রশাসন দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেএমনটাই প্রত্যাশা এলাকাবাসীর।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 25-08-2026, 00:31